সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু

বাংলাদেশ ডেস্ক : আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এই শাবানা!

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

Weekly Bangladesh ‖ Vol. 28 • Issue 14 • Thursday, 11 September 2025 • ২৭ ভাদ্র ১৪৩২, ১৯ রবিউল আওয়াল

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়

ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেল। এর আগে অনেকবার অংশ নিলেও সংগঠনটি ঢাবিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ভিপি, জিএস, এজিএসসহ বেশিরভাগ পদে বিজয়ী হয়েছে। হল সংসদেও *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ছাত্রশিবিরের অভাবনীয় জয় যেসব কারণে...

ঢাকা : 'ক্লিন ইমেজ'-এর কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ছাত্র সংসদ ও ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে। সুসংগঠিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

প্রধানমন্ত্রীর পলায়ন

জেন-জির বিক্ষোভে নেপালে সরকার পতন

বাংলাদেশ ডেস্ক : ২৪ ঘণ্টার বিক্ষোভের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি। রাজধানীর কাঠমান্ডুতে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভে ১৯ জন নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার তিনি পদত্যাগ করেন। এরপর সেনা-বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়। অসমর্থিত সূত্রে জানা *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

হোম হেলথে পিপিএল নিয়োগ ১১ বিলিয়ন ডলার অনিয়মের অভিযোগ

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেটের হোম হেলথ কর্মসূচির ১১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের জন্য পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি'কে নিয়োগ করার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

ট্রাম্পসহ রক্ষণশীলরা মামদানির বিরুদ্ধে একাট্টা

মোহাম্মদ আজাদ : যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তর সিটি নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৪ নভেম্বর। ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে এবার মেয়র নির্বাচনে মনোনয়ন লাভ করেছেন নিউইয়র্কের ৩৬ অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট থেকে নির্বাচিত অ্যাম্বেলিম্যান জোহরান মামদানি। সকল *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

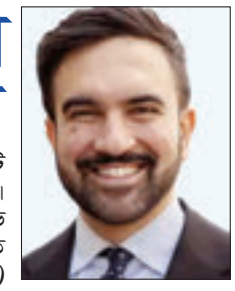

স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে কানাডা

বাংলাদেশ ডেস্ক :বিদেশে পাড়ি জমাতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য সঙ্গত কারণেই কানাডা প্রায়শই প্রথম পছন্দ। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য থেকে শুরু করে উচ্চ জীবনযাত্রার মান এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, দেশটি নতুন অভিবাসীদের জন্য বেশ কিছু আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

দেশে আশা জাগাচ্ছে রিজার্ভ

ঢাকা : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে দিতে চাই
নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায়
অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

DHCARE HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

MN Safety Consulting

OSHA/SST/SCAFFOLDING/RIGGING TRAINING

এখানে কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিরাপদে কাজের জন্য সবধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় অত্যন্ত দক্ষ ও অনুমোদিত প্রশিক্ষক দ্বারা।

NYC SST ৪০/৬২ ঘন্টা ট্রেনিং

ফ্ল্যেগার ট্রেনিং

১৬/৩২ ঘন্টা রিগিং/স্কাফল্ডিং ট্রেনিং

আমরা বিল্ডিং এর ভাইওলেশন অপসারণ করে থাকি

৬ ঘন্টা প্রতিরক্ষামূলক ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ

718-535-0336

www.mncnt.com

86-47 164TH STREET, SUITE BG, JAMAICA, NY 11432

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

Naresh Gehi, Esq.

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call : 718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের সাফল্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রায় নিরঙ্কুশ জয় হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে এবারই প্রথম এমন বিজয় অর্জন করল তারা। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিজয়ীদের সাথে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোটের দূরত্বও বেশ কয়েক হাজারের। ডাকসুর ভিপি পদে জয়লাভ করা সাদিক কায়েমের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খানের ভোটের ব্যবধান নয় হাজারেরও বেশি। নির্বাচনের ফলাফল ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রায় প্রতিটি পদের বিপরীতেই এই ব্যবধান লক্ষ্যণীয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিগত ২০/২৫ বছরের প্রকাশ্য ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্র শিবিরের উপস্থিতি ছিল খুবই কম। প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্রশিবিরের ডাকসু ও হল সংসদের এই বিজয়ে তাহলে কোন কোন 'ফ্যাক্টর বা অনুঘটক' কাজ করেছে? রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ডাকসুর সাবেক ছাত্রনেতারা মনে করেন, জুলাই-অগাস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনা থেকে মাঠ পর্যায়ের সব নেতৃত্বে শিবিরই ছিল, এমন ন্যারেটিভই ডাকসু নির্বাচনে তাদের জয়লাভের অন্যতম একটি কারণ। বিশ্লেষকরাএ-ও বলছেন, অন্য ছাত্র সংগঠনের 'পদ-পদবি নিয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ডে' থেকেও নিজেদের সংগঠনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে গেছে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীদের অনেকে। যারা আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ছাত্রশিবিরের ব্যানারে প্রকাশ্যে এসেছে। ডাকসুর নির্বাচনে জুলাইয়ের আকাঙ্খার বিজয় হয়েছে বলে মন্তব্য করেন শিবির নেতা ও নবনির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম। প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণার পর ডাকসুর নবনির্বাচিত ভিপি ও জিএসসহ অন্যান্য প্রতিনিধিরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তারা সকল মতেরই শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে নিয়ে কাজ করবেন।

তারা জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণ করে জানান যে এই বিজয়ে জুলাইয়ের আকাঙ্খার বিজয় হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি, অর্থাৎ গণ অভ্যুত্থানকেই তারা ডাকসু নির্বাচনে বিজয়ের ক্ষেত্রে মূল প্রেক্ষাপট বলে মনে করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাকে যোগ্য মনে করেছেন তাকেই ভোট দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন মনে করেন, গত এক বছরে জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের যে ন্যারেটিভ দাঁড় করানো হয়েছে, তা ভোটারদের প্রভাবিত করেছে। গণ অভ্যুত্থানের মালিকানা নিয়ে যে বাহাস ছিল, সেখানে শিবির বলেছে, গণ অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনা থেকে আন্দোলনের নেতৃত্বের সব কিছুতে যেমন - প্রোফাইল লাল করা, এক দফার দাবি, স্লোগান সবকিছুর মূলে ছিল তারা। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তখন পরিচয় সামনে আনেনি। অন্যদিকে, ডাকসুর সাবেক ছাত্র নেতা মুশতাক হোসেন মনে করেন, স্বাধীনতার পর থেকে যে ধারার রাজনীতি প্রচলিত তার থেকে বর্তমান প্রজন্ম আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। নানা বৈষম্যের বিপরীতে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতিও নতুন তাদের সুযোগ দেওয়ার কথা তরুণ প্রজন্ম বিবেচনা করেছে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের বাড়াবাড়ি তাদের বিরোধী সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। তারা এক না হলে শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হতো না। আওয়ামী শাসনে নিপীড়িত ভুক্তভোগীরা ব্যাপকভাবে তাদের সমর্থন দিয়েছিল। ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির বিশাল বিজয় লাভ করেছে ভালো কথা। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বিশেষ করে ডাকসুর অতীত পর্যালোচনা করে তারা যদি শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ডাকসুর ভূমিকাকে উর্ধে তুলে ধরতে সক্ষম হয়, তাহলে তারা তাদের বিজয়ের সুফলকে সাফল্যের সাথে কাজে লাগাতে পারবে। তাদেরকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা যদি তাদের রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আপাতত আড়ালে থাকা শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এ বিষয়টি তাদের মাথায় রাখতে হবে। তারা যদি উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারার রাজনৈতিক পথ অবলম্বন করে, তাহলে আখেরে তাদের জন্যই ভালো হবে।

১১-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ নামাজের সময়সূচি ১৯-২৫ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
১১ সেপ্টেম্বর	৫.১৬	৬.৩৩	১২.৫২	৫.২৬	৭.১১	৮.২৮
১২ সেপ্টেম্বর	৫.১৭	৬.৩৪	১২.৫২	৫.২৫	৭.০৯	৮.২৬
১৩ সেপ্টেম্বর	৫.১৮	৬.৩৫	১২.৫২	৫.২৪	৭.০৮	৮.২৪
১৪ সেপ্টেম্বর	৫.১৯	৬.৩৬	১২.৫১	৫.২৩	৭.০৬	৮.২২
১৫ সেপ্টেম্বর	৫.২০	৬.৩৭	১২.৫১	৫.২২	৭.০৪	৮.২১
১৬ সেপ্টেম্বর	৫.২২	৬.৩৮	১২.৫১	৫.২১	৭.০৩	৮.১৯
১৭ সেপ্টেম্বর	৫.২৩	৬.৩৯	১২.৫০	৫.২০	৭.০১	৮.১৭

উপসম্পাদকীয়

ভোটাধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার

ইকতেদার আহমেদ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সরকার গঠিত হয়। নাগরিকরা ভোটাধিকার নির্বাচনে প্রয়োগ করে থাকেন। পৃথিবীর বেশির ভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের মতো জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচন পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিকের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নে জনগণের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা জনগণ তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে কার্যকর করে থাকেন। রাষ্ট্র ও সরকার এক নয়। রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো রাষ্ট্র স্থায়ী অন্য দিকে সরকার অস্থায়ী। পৃথিবীর প্রতিটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন ঘটে। এমন কিছু রাষ্ট্র রয়েছে, যেখানে জনবিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সরকার রাষ্ট্রের শুধু একটি উপাদান। চারটি অপরিহার্য উপাদান সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। যথা- জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। সরকার রাষ্ট্রের একটি মাত্র অংশ, যা রাষ্ট্রের পক্ষে কার্য সম্পাদন করে। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে কাজ করে। এটি রাষ্ট্রের এমন একটি প্রতিনিধি, যা রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা আইনে পরিণত করে, রাষ্ট্রে আইনগুলোর বাস্তবায়ন করে এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র বিমূর্ত অপর দিকে সরকার মূর্ত। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত ব্যক্তিসমষ্টির সার্বভৌম অধিকার রক্ষার ধারণা রাষ্ট্র ব্যক্ত করে। রাষ্ট্র অদৃশ্য।

জনগণ সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত। অন্য দিকে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠিত হয়। সরকারের নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত গঠনপ্রক্রিয়া রয়েছে। এটিকে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তিসমষ্টি হিসেবে দেখা হয়। রাষ্ট্রের সব জনগণ রাষ্ট্রের অংশ এবং তারা রাষ্ট্রের নাগরিকও বটে। শুধু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সমন্বয়ে সরকার গঠিত, যাদের সংখ্যা দেশের সামগ্রিক জনসাধারণের তুলনায় স্বল্প। একটি শিশু জন্মপরবর্তী আপনাআপনি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে; কিন্তু ব্যক্তিরূপে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলে সে সরকারের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারের ভিন্নতা রয়েছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির। আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা চলমান। কোনো কোনো রাষ্ট্রে সরকারব্যবস্থা একক আবার কোনো কোনো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অথবা উভয়ের সমন্বয়। একটি সরকার রাজতান্ত্রিক, অভিজাত অথবা গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক হতে পারে। জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরকারের ধরনের পরিবর্তন ঘটায়; কিন্তু রাষ্ট্র স্বাধীন সত্তায় বিদ্যমান এবং এটির বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনশীল।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করতে না দেয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি অভ্যুদয়-পরবর্তী স্বল্প সময়ের মধ্যে এটির সংবিধান রচিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাণ হলো এটির প্রস্তাব। সংবিধানের প্রস্তাবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে- রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

বাংলাদেশের সংবিধান দেশের অপরাপর আইনের মতো একটি আইন হলেও দেশের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে এটির অবস্থান অন্যান্য আইনের উচ্চে। এ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(২) এ উল্লেখ রয়েছে- জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয়, তাহলে সে আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হবে।

সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে- সংবিধান ও আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান বা এর কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত, বাতিল বা স্থগিত করা হলে অথবা এ সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করা হলে এগুলোকে রাষ্ট্রদ্রোহসম অপরাধ হিসেবে বলা হয়েছে। সেই সাথে এ ধরনের অপরাধের সাজার বিষয়ে সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে এ আইনের অপরাধে দোষী ব্যক্তি দণ্ডিত হবে।

সংবিধান অনুমোদন করে না বা সংবিধান দ্বারা সমর্থিত নয় বা সংবিধানবিরোধী যেকোনো কাজ সংবিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করার শামিল।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ প্রাসঙ্গিক। অনুচ্ছেদটিতে অপরাপর বিষয়ের পাশাপাশি বলা হয়েছে 'একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আইনানুযায়ী নির্বাচিত ৩০০ সদস্য এবং তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫০ জন মহিলা সদস্য সর্বমোট ৩৫০ সদস্য সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে।'

প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ বুঝায়। পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যক্ষ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের সংবিধানে যে সংসদ নির্বাচনের ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন।

সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় নির্বাচন বিষয়ে সংবিধানে বলা হয়েছে- 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে।' এ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ সমভাবে জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে- 'প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।'

যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্ম এবং তদপরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে; তাতে যে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো- 'জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে।'

জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে এক বা একাধিক প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলে তাকে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 25900 Greenfield Rd, Suite # 203, Oak Park, MI 48237
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের টেস্ট কেস

জামালউদ্দিন বারী

বিগত সরকারের শেষদিকে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি থাকবে কিনা এমন প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এমনকি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন ও পালিয়ে যাওয়ার পরও এ প্রশ্ন নতুন করে দেখা দেয়। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র রাজনীতির ট্র্যাক রেকর্ড এত খারাপ যে, ছাত্রলীগের নির্মম-নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর কর্মকান্ডে কারণে অর্ন্তবর্তী সরকার আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ছাত্রলীগ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিতে কোনো সময়ক্ষেপন করেনি। ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ হওয়ার পর দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে এক নতুন উদ্দীপনা ও নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। গত তিন দশকে বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী শাসনে ফ্যাসিবাদী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য ছাত্রলীগের কর্মকা-ের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট সেনা অভ্যুত্থানে পরিবারসহ শেখ মুজিবের মৃত্যু অতঃপর ৭ নভেম্বরে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পটপরিবর্তনের ৬ বছর পর শেখ হাসিনাকে দেশে এসে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। শেখ হাসিনাকে ভারতে রয়ের কর্মকর্তারা স্পেশাল প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে জানা যায়। সে সময়ে ডাকসাইটে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা অজিত দোভাল শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশে ভারতীয় হেজিমনি প্রতিষ্ঠা এবং শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদি শাসন টিকেয়ে রাখতে ভারতীয় ডিপস্টেটের প্রতিনিধি হিসেবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন। চব্বিশের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে যাওয়ার পর শেখ হাসিনা নাকি সেই অজিত দোভালের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন। সে যাই হোক, মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের হাতে পরিবারের প্রায় সবাইকে হারানোর ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের দ্বিতীয় নির্বাচনে শেখ হাসিনা জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে, মাথায় পট্টি বেঁধে, হাতে তসবিহ নিয়ে ছবি তুলে সারাদেশে পোস্টার সাঁটিয়ে একটিবারের জন্য জনণের কাছে ভোট ভিক্ষা চেয়ে সফলও হয়েছিলেন। নির্বাচনে সরকার গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না পেলেও সাবেক স্বৈরাচার এরশাদের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। সে সময়ই মানুষ আরেকবার আওয়ামী দুঃশাসনের নজির দেখতে পায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী এমপি-মন্ত্রীরা ও তাদের ছত্রছায়ায় লুটপাট, জবরদখল ও পেশী শক্তির গডফাদারদের উত্থান ঘটে। সে সময় দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির দ্বারা সবেচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। ছাত্রলীগের খুন-খারাপি, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ-নির্যাতনের বল্গাহীন আস্তানা হয়ে ওঠে দেশের প্রতিটি ক্যাম্পাস ও হলগুলো। দেশের সবচেয়ে সুন্দর নয়নাভিরাম সবুজ ক্যাম্পাস হিসেবে খ্যাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা জসিম উদ্দিন মানিকের নারী ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপানের ঘটনায় এ ধরনের অন্যসব ঘটনাগুলো যেন ধামাচাপা পড়ে যায়। সেই মানিককে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবিতে শেখ হাসিনার সান্নিধ্যে থাকতে দেখা গেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের অজনপ্রিয় ও ভীতিকর ইমেজ গড়ে ওঠার কারণেই নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পর দেশে আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ভারতীয় নীল নকশায় ঢাকার রাজপথে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যার মধ্য দিয়ে দেশে সেনাসমর্থিত ওয়ান-ইলেভেন সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর সাম্রাজ্যবাদি কারসাজিতে ছাত্রলীগকে অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। অনেকটাই পাতানো সাজানো নবম জাতীয় নির্বাচনে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে আওয়ামী লীগ ও তার ১৪ দলীয় জোট দেশে যে ফ্যাসিবাদী ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা করেছিল তার প্রধান লাঠিয়াল ছিল ছাত্রলীগ। এমপি-মন্ত্রী, পুলিশ, সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্রসহ রাষ্ট্রের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে বসানো হয়েছিল দুর্বৃত্তায়িত সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের।

কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাইলে প্রথমে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হবে। অত:পর তার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের সীমারেখা মুছে দিতে সে দেশে কালচারাল হেজিমনি বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চাপিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে

এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, যা জাতির অগ্রগতি ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে খুব গৌণ হয়ে পড়েছে। দেশের অর্ধশতাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে সরকারের খরচ হয় গড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। শতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে অভিভাবকদের খরচ হিসাবে ধরলে দ্বিগুণের বেশি হবে। কিন্তু রাষ্ট্রের এত খরচের পর প্রতি বছর যে শিক্ষার্থীরা পাস করে সার্টিফিকেট নিয়ে বেরিয়ে আসছে, তারা রাষ্ট্রের উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক কর্মকতান্ডে প্রত্যাশিত ভূমিকা রাখতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট-পোস্ট গ্রাজুয়েট করে বের হওয়ার পরও বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজীতে যথাযথ দক্ষতা অর্জন ও প্রয়োজনীয় কমিউনিকেট করতে না পারায় বছরের পর বছর তারা চাকরি বা কর্মসংস্থানের সংযোগ ঘটাতে পারছেনা। আমাদের রাষ্ট্রের শিক্ষাখাতের এই ব্যর্থতার সুযোগ নিচ্ছে ভারতসহ প্রতিবেশি দেশগুলো। দেশের প্রধান রফতানি-মুখী শিল্পখাত গার্মেন্ট সেক্টরের শীর্ষ পদগুলো ভারত থেকে আসা অবৈধ কর্মীরা দখল করে নিচ্ছে। কয়েক লাখ ভারতীয় শ্রমিক অবৈধভাবে কাজ করে দেশ থেকে প্রতি বছর অন্তত ৭-৮ বিলিয়ন ডলার ভারতে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথ রুদ্ধ হলে তার সুফল পায় ভারত। বাংলাদেশের লাখ লাখ উচ্চ শিক্ষিত তরুন-তরুণিকে বেকারত্বে অভিশাপে ঠেলে দিয়ে, তাদেরকে বিপদসঙ্কুল পথে ইউরোপ-আমেরিকায় অডজবের প্রলোভন-প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়ে ভারতীয় তরুনরা বাংলাদেশের লোভনীয় চাকরির চেয়ারগুলোতে বসে থাকার এমন মওকা ইন্ডিয়ান হেজিমনিক এজেন্ডায় শেখ হাসিনা এবং ছাত্রলীগ সৃষ্টি করেছিল। শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনাকে একটি ডায়ন্যাস্টিক ফ্যাসিবাদী শাসনের কেন্দ্রে বসিয়ে বাংলাদেশ থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে একটি করদ রাজ্যের মৌরসি পাট্টায় পরিনত করেছিল। এ কারণেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার এমন আকস্মিক পতন দিল্লির শাসককরা মেনে নিতে পারেনি। তারা বাংলাদেশ কোনো প্রতিবেশি বা বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে নয়, একটি বশংবদ ডায়ন্যাস্টিক চিরস্থায়ী করদ রাজ্য হিসেবেই সব হিসাব নিকাশ করে নিয়েছিল। এ দেশের ১৮ কোটি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও সুসর্ম্পকের চেয়ে তারা শেখ হাসিনার দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল এবং এখনো দিচ্ছে। প্রতিটি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের গেস্টরুম, গণরুমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য টর্চারসেল প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন মতের কোনো সংগঠনের বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা কঠোর হস্তে দমন করার মধ্য দিয়ে তারা শিক্ষার্থীদের মনমগজে গণতন্ত্র ও ভারত বিরোধিতার যেকোনো আশঙ্কাকে সমূলে উৎপাটন করার অতন্দ্র পাহারাদার হয়ে উঠেছিল।

হাজারো ছাত্র-জনতার প্রাণের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট রিজিমের পতনের পর প্রত্যাশিত পরিবর্তনের রূপরেখা শুরু করতে হবে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকেই। বলা হয়ে থাকে দেশের মেধাবি সন্তানরাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শীর্ষে অবস্থান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে চব্বিশের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বাঁক বদলের প্রতিটি ঘটনার সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। গত দশকের শেষ দিকে কোটা আন্দোলনের তোড়ে ছাত্র সমাজের মধ্যে ছাত্রলীগের অবস্থান গৌণ ও নড়বড়ে অবস্থা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মেধাবি শিক্ষার্থীদের সমর্থন প্রশ্নে নিজেদের আস্থার সংকটের কারণেই নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরের ক্ষমতাসীন দলগুলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে অনীহ হয়ে পড়লেও যেখানে সরকারি প্রশাসনিক ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যবহার করে যেখানে জাতীয় নির্বাচনকে নিজেদের মত বাস্তবায়ন করে হজম করে ফেলা যায় সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন কোন ছাড়! তারা হয়তো এমনটাই ভেবেছিল। ২০১৮ সালের ডাকসু নির্বাচনে কোটা *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও বাংলাদেশের সুযোগ

ড. মো. মিজানুর রহমান

বাংলাদেশের রপ্তানি অর্থনীতির প্রাণ নিঃসন্দেহে তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত। দেশের পণ্যরপ্তানির ৮০ শতাংশেরও বেশি আসে আরএমজি থেকে; এই খাতে প্রত্যক্ষভাবে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করেন, যাদের অধিকাংশই নারী। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় বাজারে শুল্কনীতির সামান্য পরিবর্তনও বাংলাদেশের উৎপাদন, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সামাজিক স্থিতিশীলতায় ঢেউ তোলে।

২০২৫ সালে মার্কিন প্রশাসনের 'রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ' নীতির আওতায় বিভিন্ন দেশের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপড়এবং তার ধাপে ধাপে সমন্বয়–বাংলাদেশের জন্য নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। এই প্রবন্ধে ট্যারিফ কমা-বাড়ার ফলে চাহিদার সম্ভাব্য পরিবর্তন, বাংলাদেশের জোগান দেওয়ার সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, যেমন জ্বালানি সংকট, বন্দরজট, শ্রম ও কঁাচামালের চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলো থেকে উত্তরণের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

প্রি-ট্রাম্প যুগে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রে গড় মোস্ট ফেওয়ার্ড নেশন (এমএফএন) শুল্কহার ঐতিহাসিকভাবে উচ্চ ছিল; অনেক ক্যাটাগরিতে ১৫-১৭ শতাংশের কাছাকাছি, কিছু আইটেমে ৩০ শতাংশেরও বেশি। বাংলাদেশ ২০১৩ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা স্থগিত রয়েছে; ফলে রেডিমেড গার্মেন্টসের মতো প্রধান পণ্যগুলোয় শুল্কছাড় পাওয়া যায়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি প্রায় ৪৮ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হলেও, আরএমজি খাতের বিশ্ববাজারে দোলাচল ছিল। যুক্তরাষ্ট্র বাজারে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি মূল্য ৭ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Mohd Mozibur Rahman, MD
ইন্টারনাল মেডিসিন ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ Board Certified
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামুল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
Tahera Aktar
Certified Practitioner
Deepa Shrestha, NP
Certified Nurse Practitioner
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office
85-38 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

তিন ধর্মে স্বীকৃত পবিত্র স্থানে মেগা-ব্যবসা কেন্দ্র

আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

ধর্মীয় স্হান ঘোষণা করে রমরমা ব্যবসার কাজে ব্যবহার নতুন কিছু নয়। উপমহাদেশ হরহামেশা চলে আসছে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ'র লালসালু এ বিষয়ে সামাজিক মানবিক দিক থেকে আলোকপাত করেছেন হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায়। এ জাতীয় ঘটনা আজকালও ঘটে। বছরখানেক আগে বাংলাদেশে রঘুনন্দন পাহাড়ে (রতনপুর গ্রামের পূর্ব দিকে) জনৈক পীরের সন্তান গর্ত খুঁড়ে চিল্লায় বসে এমন ফন্দি করেছিল কিন্তু ত্বরিত প্রচারে বিঘ্ন ঘটে। উদ্দেশ্যে সফলকাম হওয়ার পূর্বেই পাততাড়ি গুটাতে হয়। ফেসবুক এক্ষেত্রে ধ্বনন্তরির মত কাজ করে। তবে, রাষ্ট্র যখন আর্থিক লাভের সু-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যে এমনটি করে তখন তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। এমনটিই ঘটছে প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ বলে খ্যাত মিশরে।

নীল নদ আজো প্রবহমান। ঐশ্বর্যশালী, শক্তিমদমত্ত শাসকরা নেই বহুযুগ যাবত। আনোয়ার সাদাত সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত দেশ রেখে গেছেন। এককালে সমৃদ্ধশালী দেশ এখন কার্যত যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু সংখ্যক মিত্র দেশের আর্থিক এবং সামরিক সাহায্যে চলে। অহং যা ছিল, ১৯৬৭ সালে ইসরাইল তা ধুলিস্যাত করে দিয়েছে সিনাই মরুভূমি এবং উপত্যকার সিংহভাগ দখল করে নিয়ে। দেশটি আজ চরম অর্থাভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এহেন পরিস্হিতিতে কোভিড-১৯ হানা দিলে পর্যটন শিল্পে যে বিপর্যয় তা কাটিয়ে ওঠতে আজতকও সমর্থ হয়নি। তাছাড়া, গাজা উপত্যকায় সৃষ্ট দূর্যোগ ও অবস্থার অবনতিতে কাজ করে আসছে।

পর্যটন শিল্পকে উপজীব্য করে মিশরের অর্থনীতি মুলত আবর্তিত হয়। খাতটিতে ধস নামায় দিশেহারা হয়ে মিশরীয় সরকার এমন এক বিশাল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে যা আব্রাহামিক তিন ধর্মের পবিত্র স্হান 'জাব্বাল মুসা' নিয়ে বিতর্কের, দারুণ ভুল বুঝাবুঝির সূত্রপাত করেছে। সেখানে বসবাসকারী বেদুইন গোত্রের প্রায় ৪০০০ মানুষজনকে বৃন্তচ্যুত করেছে। অর্থনৈতিক সুবিধা লাভে এখানে মেগা পর্যটন কেন্দ্র তথা জাঁকজমকপূর্ণ নগরী গড়ে তুলতে এই যে বিশাল পরিকল্পনা যা ২৯২১ সালে শুরু করা হয়েছিল (নির্মাণ অগ্রগতি অর্থাভাবে খুবই শ্লথভাবে চলছ) তা ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুসলিম এ তিন ধর্মের লোকজনের কাছে ঘৃণিত এবং অত্যন্ত নিন্দিত। এ পর্বতে যে স্থানটিতে আল্লাহ ঝোপঝাড়কে অগ্নিকুন্ডে পরিণত করে হযরত মুসাকে (রাজিআল্লাহু আনহু) সাক্ষাত দেন এবং 'টেন কমান্ডমেন্ট) নাজেল করেন । বিবিসির এক সাম্প্রতিক ভাষ্য মতে, "Known locally as Jabal Musa, Mount Sinai is where Moses is said to been given the Ten Commandments. Many also believe that this is the place where, according to the Bible and the Quran, God spoke to the prophet from the burning bush। এ কারণে পবিত্র এ স্থানটিক্ কেন্দ্র করে বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্র এবং নগরী স্থাপন উল্লেখিত তিন ধর্মাবলম্বী এবং পাহারাদানকারী বেদুইন সম্প্রদায় মেনে নিতে পারবে বলে মনে হয়না। প্রকল্পটি কষ্টেসৃষ্টে শেষ করতে পারলেও পর্যটক তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাবে। তাছাড়া, ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত এ নির্দিষ্ট স্থানটিতে বিশাল পর্যটন কেন্দ্র স্হাপন করে ২০২৮ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন পর্যটক আনয়ন ধর্মীয়, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মোটেও কাম্য নয় - এমন ধারণা অনেক মহলে।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমাদের সেবা সমূহ:
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বদরুদ্দীন উমর নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা

মহিউদ্দিন আহমদ

বদরুদ্দীন উমর আর নেই। নিউমোনিয়া বাসা বেঁধেছিল বুকে। কয়েক মাস ধরেই হাসপাতাল আর বাসা আসা-যাওয়া ছিল। সেই ধকল তিনি আর সামলে উঠতে পারেননি। নবতিপর মানুষটি এমনিতে ছিলেন প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা টগবগে তরুণ। কথা বলার সময় গলার স্বর কখনো কখনো সপ্তমে উঠত। স্মৃতিশক্তি ছিল ক্ষুরধার। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে যা লিখেছেন, মুখস্থ আওড়ে যেতে পারতেন। অনর্গল বলে যেতেন। শেষের দিকে শ্রবণশক্তি কমে গিয়েছিল। হিয়ারিং এইড ছিল খুব অপছন্দ। আলাপের সময় বিষয় লিখে দিতে হতো। বদরুদ্দীন উমরের লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৭০ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর। তাঁর তিনটি বই সাম্প্রদায়িকতা, সংস্কৃতির সংকট ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা পড়ে আমাদের প্রজন্ম সেক্যুলার ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। আমরা ঋদ্ধ হয়েছি। ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে পাকিস্তানবাদের মোড়কে প্রতিক্রিয়াশীলতার যে আফিম আমাদের গেলানো হচ্ছিল, তার নিপুণ একাডেমিক ব্যবচ্ছেদ দেখেছি এই সব বইয়ে। তরুণ বয়সে বইগুলোর সঙ্গে পরিচয় না হলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না।

এর পরপরই ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হলো ভাষা আন্দোলন নিয়ে বদরুদ্দীন উমরের পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি বইয়ের প্রথম খণ্ড। এ দেশে একাডেমিক ধাঁচের ইতিহাস গবেষণা তাঁর হাত দিয়েই শুরু, এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি তো পথিকৃৎ।

আমাদের দেশে অনেকেই লেখেন। অনেকেই রাজনীতি করেন। বদরুদ্দীন উমরের মধ্যে এই দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছিল। বলা যায়, রাজনীতি আর লেখালেখি এক মোহনায় মিশে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে রাজনীতির অ্যাক-টিভিস্ট ও বুদ্ধিজীবী। এ ধরনের ব্যক্তিকে বলা হয় 'অরগানিক ইন্টেলেকচুয়াল'। এটা আমাদের দেশে বিরল।

বদরুদ্দীন উমর একসময় পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। একই সঙ্গে নিয়মিত লিখেছেন গণশক্তি, হলিডে ও গণকণ্ঠ পত্রিকায়। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ গণকণ্ঠ পত্রিকার সুবাদে। আমি তখন ওই পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা। গণকণ্ঠ পত্রিকায় তাঁর উপসম্পাদকীয় ছাপা হতো প্রতি রোববার। আমি তাঁর শান্তিনগরের বাসা থেকে লেখা নিয়ে আসতাম শুক্রবার। সম্মানীর চেক হাতে করে পৌঁছে দিতাম বাসায়। তারপর দীর্ঘদিন কোনো যোগাযোগ ছিল না।

বছর দুই আগে তাঁর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয় এক বন্ধুর মাধ্যমে। আমার বেলা-অবেলা বইটি পড়ে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তারপর তাঁর রূপনগরের বাসায় গেছি অনেকবার। গণকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত উপসম্পাদকীয় আর প্রবন্ধের একটা সংকলন তৈরি করেছিলাম বাতিঘরের জন্য। সেখানে বদরুদ্দীন উমরের ৯টি লেখা ছিল। তাঁর অনুমতি নিতে গিয়েছিলাম। আমার চেহারা দেখেই তিনি রাজি হয়ে যান। আমি তাঁকে ঢাউস সাইজের বেশ কয়েকটি বই দিলাম। তিনি বললেন, 'আপনি এত লেখেন?' জবাবে বলেছিলাম, 'আপনাকে বিট দেব।'

বদরুদ্দীন উমর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার নিরাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) মুখপত্র গণশক্তির সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বেতন-ভাতার ঠিক ছিল না। পার্টির কাজে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। 'শ্রেণিচ্যুত' হওয়া বলতে যা বোঝায়, তিনি সেটি হয়েছিলেন। গরিব চাষির বাড়িতে থাকা-খাওয়া, রাস্তার ধারে প্রাতঃকৃত্য সারা। বিচিত্র তাঁর সে সময়ের অভিজ্ঞতা। তাঁকে বলেছিলাম, 'আমি এখন ডি-ক্লাসড, গ্রামে থাকি।' বাড়ির ছবি দেখালাম। ছবি দেখে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত। বললেন, 'আমি যাব।' পরে শরীর-স্বাস্থ্য বিবেচনা করে ক্ষান্ত হন। বদরুদ্দীন উমরের বয়স হয়েছে। আমি এক বন্ধুর মাধ্যমে অনুরোধ জানালাম, সাক্ষাৎকার নিতে চাই। তিনিও জানালেন, কখন কী হয়, বলা যায় না। কিছু কথা বলে যেতে চান। তো গেলাম তাঁর বাসায়। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু মুহাম্মদ কাইউম। ঝাড়া তিন ঘণ্টা সাক্ষাৎকার নিলাম। কাইউম ভিডিও করলেন। কথা তখনো ফুরায়নি। পরদিন আবার গেলাম। আবারও তিন ঘণ্টা। ছয় ঘণ্টার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি হলো পাণ্ডুলিপি। প্রথমা প্রকাশন এটি ছাপল ২০২৪ সালের আগস্টে। বইয়ের নাম 'বামপন্থার সুরতহাল: বদরুদ্দীন উমরের ইতিহাস পরিক্রমা'।

সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর অনেক খোলামেলা কথা বলেছেন। আমি সবই লিখে দিয়েছি। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে অনেক বৈঠকি আলাপ হয়। কেউ কেউ মনে করেন, সব ছাপানো ঠিক নয়। আমি সে রকম ভাবি না। কে কী মনে করলেন, সেটা নিয়ে ভাবতে গেলে অনেক কিছুই লেখা যায় না। পশ্চিমের দেশগুলোয় এ ধরনের রাখঢাক বা শুচিবাই নেই। আমাদের সমাজে এটা প্রবল-পাছে লোকে কিছু বলে। জীবন তো একটাই। যা মনে আসে, তা বলা দরকার, লেখা দরকার; আমি এমনটাই মনে করি। সমস্যা হলো 'মব'। দেখা যায়, একটা কিছু লিখলে ভবঘুরে, অর্বাচীন বা মূর্খের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, 'সুশীল'রাও 'মব' তৈরি করে বলতে থাকে, এটা বলা উচিত হয়নি, ওটা লেখা ঠিক নয় ইত্যাদি।

বদরুদ্দীন উমর সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। তাঁর দল কখনোই পাদপ্রদীপের আলোয় আসেনি। সুতরাং তাঁকে অনেকেই এককথায় নাকচ করে দিতে পারেন। এটা নিয়ে তাঁর কোনো দুর্ভাবনা ছিল বলে শুনিনি। এমন তো হয় অনেক সময় যে মানুষ পঙ্গপালের মতো ছুটছে একদিকে, আর অন্য একজন স্থির দাঁড়িয়ে আছে বা অন্যদিকে হাঁটছে। সংখ্যা দিয়ে সাফল্য বিচার করার মানসিকতা দিয়ে আমরা রায় দিতে বসি, কে ঠিক আর কে বেঠিক। আমরা এমন একটা দেশে বাস করি যেখানে দ্বিধান্বিত, ভণ্ডামি, ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের ছড়াছড়ি। আমি অনেককে জানি, যাঁদের প্রতি রোমকূপ দিয়ে বিপ্লব ফেটে বেরোচ্ছে। তাঁরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সরকারি কোনো সংস্থায় চাকরি করেন। কিন্তু তাঁদের চাকরি যায় না। বহাল থাকে। কীভাবে সম্ভব? সেদিক দিয়ে বদরুদ্দীন উমর ব্যতিক্রম। নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করেননি।

উমর বাংলা একাডেমি পুরস্কার নেননি। একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিছুদিন আগে একটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে আজীবন সম্মাননা দিয়েছিল। তিনি সেটি গ্রহণ করেননি। তাঁর একটা নীতি ছিল, তিনি সরকার বা করপোরেট জগতের কাছ থেকে কিছু নেবেন না। বলতেন, 'লেখালেখি আমার প্যাশন। মনের আনন্দে লিখি। সে জন্য পুরস্কার নিতে হবে কেন।'

বদরুদ্দীন উমর ধূমপায়ী ছিলেন। পাইপ ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রিয় তামাক ছিল 'এরিনমোর'। একবার তাঁকে বলেছিলাম, পরেরবার এলে তাঁর জন্য তামাক নিয়ে আসব। বাজারে খুঁজে *(বাকি অংশ ৪৮ পাতায়)*

ভিপি নুরের ওপর হামলায় শঙ্কার দিক

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

গত শুক্রবারে রাজধানীর বিজয়নগরে গণ অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের ওপর বর্বর হামলা চালায় পুলিশ ও সেনাসদস্যরা। এতে দলটির অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। এর মধ্যে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের অবস্থা ছিল গুরুতর। তিনি এখন চিকিৎসাধীন। তার মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। নাকের হাড় ভেঙে গেছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে। তার জ্ঞান ফিরেছে। এখন অবস্থা উন্নতির দিকে। তবে আশঙ্কামুক্ত নন। তার চিকিৎসায় উচ্চপর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নুরুল হকের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি তার সাথে কথাও বলেছেন। এর আগে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও প্রেস সচিব শফিকুল আলম নুরুল হককে দেখতে যান। সরকারের তরফ থেকে এত বড় বড় লোক এখন বিগলিতপ্রাণ। নুরুল হকের ওপর ওই বেপরোয়া হামলা কিভাবে হলো? কেন হলো? সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। সরকারের লোকরা যদি নুরুল হকের রাজনৈতিক অবস্থান ও তার নেতৃত্বের কুশলতা জানেন এবং প্রকাশ্যে ওই সম্মান ও সমীহ প্রদর্শন করেন, তাহলে পরে হামলাটি করল কে? গত বছর থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাসওয়েলের ভাষায় প্রশ্ন করছেন নাগরিক সাধারণ এই সরকারে- ডযড় ঃধশবং ফবপরংরড়হ যিবহ্ যড়ি?

এই সরকারের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলে চার ধরনের অংশীজন বেরিয়ে আসে। আর তা হলো উপদেষ্টা পরিষদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল বিশেষত বিএনপি এবং সেনাবাহিনী। প্রথম তিনটি স্টেকহোল্ডারের দৃশ্যমান ভূমিকা আছে। সরকারের আদেশ-নিষেধে এদের দেখাশোনা মেলে। কিন্তু ডিপ স্টেট বলে কথিত সেনাবাহিনীর দৃশ্যমান কোনো ভূমিকা নেই। থাকার কথাও নয়। তবে যেহেতু তারা রাষ্ট্রব্যবস্থায় শক্তি প্রয়োগের বৈধ অধিকারী সত্তা, সেহেতু তাদের অস্বীকার করার উপায় নেই। ২০২৪ সালের গণবিপ্লবের পর সঙ্গতভাবেই তারা উদ্ধারকারী জাহাজ হামজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। একটি অনিবার্য রক্তপাতকে এড়িয়ে বেসামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব সামরিক বাহি-নীর। প্রথাগতভাবে সেনাবাহিনী এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে দূরত্ব স্বীকৃত। সে কারণেই সেনাবাহিনী সতত স্বাভাবিক শাসক নয়। আর শাসন অধিকার একমাত্র রাজনীতিবিদদের। সে শাসন সম্মতির, শক্তির নয়। ভিপি নুরের ওপর হামলার প্রধান ব্যক্তি যেহেতু সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন তারেক রহমান ফেসবুক পোস্টে বলেন, 'আমরা গণতান্ত্রিক উত্তরণের এক নাজুক সময়ের মধ্যে আছি। যার প্রথম পদক্ষেপ জাতীয় নির্বাচন। সম্মিলিতভাবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আজকের ঘটনার মতো অস্থিতিশীল ঘটনাগুলো যেন আর না ঘটে এবং গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রার পথ যেন বাধাগ্রস্ত না হয়।' গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'বিএনপি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল'।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক চর্চাকে ব্যাহত করে এমন কোনো কর্মকাণ্ড বিএনপি সমর্থন করে না।' জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল

এবং হামলাপরবর্তী দৌড়ঝাঁপও তাদের থেকে। সুতরাং সঙ্গতভাবেই প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়।

ভিপি নুরের ওপর জঘন্য হামলার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে অভাবনীয় তোলপাড় পরিলক্ষিত হয়। বেগম খালেদা জিয়া ভিপি নুরের অবস্থার খোঁজখবর নেন। তাকে হাস-পাতালে দেখতে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মঈন খান। হাসপাতালে আরো হাজির জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, হেফাজতে ইসলামসহ অনেক হামিদুর রহমান আযাদ বলেছেন, 'নুরুল হকের ওপর হামলা পরিকল্পিত ঘটনা, যার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসন করা।' হামলার প্রতিবাদে সারা দেশে প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। বিক্ষোভ করেছে জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, এবি পার্টি, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও জুলাই মঞ্চ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম। এসব বিবৃতি ও বিক্ষোভ থেকে তীব্র ঘৃণা ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। এদের সম্মিলিত আওয়াজ হচ্ছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং চৌদ্দ দলের দোসররা কোনো রাজনীতি করতে পারবে না। আরো বলা হয়, ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইয়ের সম্মুখসারির নেতারা ও অভ্যুত্থানের পক্ষের শক্তির ওপর এ ধরনের নৃশংস হামলা অভাবিত। অনেকে এটিকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন। আরো বলা হয়, এ হামলা জুলাই শহীদদের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

নুরুল হকের ওপর এই অমানবিক হামলা মূল রাজ-নীতিতেও উত্তাপ ছড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এক সভায় গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকের ওপর হামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়। এ ঘটনার রেশ ধরে রাজ-নীতিতে যে উত্তাপ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে তা প্রশমনের জন্য প্রধান রাজনৈতিক দলের বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যে বৈঠক আহূত হয় সে বৈঠকে উত্তেজনা এতটুকু প্রশমিত হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলো নিজ নিজ অবস্থানে অনড় রয়েছে। বিএনপি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সম্পর্কে আস্থাবান রয়েছে। তবে তারা আগের মতোই সংবিধানসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো সংসদের মাধ্যমেই বাস্তবায়নের পক্ষে। তবে দলটি বলেছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের বৈধ বা সাংবিধানিক কোনো উপায় থাকলে তারা তা মেনে নেবে। অপর দিকে জামায়াতে ইসলামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে একমত হলেও দেশ একটি নীলনকশার নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন তুলেছে। তারা সংসদ নির্বাচনের আগে জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, সনদ বাস্তবায়নে গণভোট এবং সংসদের উভয়পক্ষে আনুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ে অনড় অবস্থানের কথা জানিয়েছে। এনসিপি বলেছে, তারা চায় আগামী যে নির্বাচন হবে সেটি যেন গণপরিষদ নির্বাচন হয়। নুরুল হক নুরের ওপর হামলা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে এতটাই ঘোলা করেছে যে, প্রধান উপদেষ্টা আবার নিশ্চিত করেছেন যে, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। বৈঠকে জামায়াত ও এনসিপি আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে বলেছে। তবে জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধকরণের বিপক্ষে কথা বলেছে বিএনপি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৈঠক শেষে বলেছেন, *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথাটি বারবার নানাভাবে আসে এবং আসবেই। কারণ তা ছিল কঠিন দুঃসময়। আমরা প্রত্যেকেই ভীষণ বিপদে ছিলাম। প্রত্যেকটি দিন, প্রতিটি রাত, এমনকি মুহূর্তও ছিল মহা আতঙ্কের। মুখ্যত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়েই ভাবতাম। বড়জোর আপনজনদের বিষয়ে। এর মধ্যেও আমরা ব্যস্ত ছিলাম। খবরের আদানপ্রদান করি, কোথায় কী ঘটছে জানতে চাই, রেডিও শুনি, মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে সাহায্য করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করি। আর যারা যুদ্ধে ছিলেন, তাদের তো মরণপণ অবস্থা। আমাদের সবার জন্য কাজ ছিল। বিপদ আমাদের তাড়া করছিল; কিন্তু স্বপ্নও ছিল। সামনে একটি স্বপ্ন ছিল। সমষ্টিগত এবং মস্ত বড় স্বপ্ন। আমরা আশা করতাম হানাদারদের তাড়িয়ে দেব, আমরা মুক্ত হব আর সেই লক্ষ্যে আমরা কাজও করতাম। যে যেভাবে পারি কাজ করতে চাইতাম।

ওই যে চিন্তাভাবনা করা, স্বপ্ন দেখা, দুঃস্বপ্নে শিউরে ওঠা- এসব এখনো চলছে। কিন্তু সমষ্টিগত স্বপ্নটি এখন আর যেন নেই। সবার মুক্তির কথা এখন আর ভাবা হয় না। ব্যস্ত সবাই নিজেরটি নিয়ে। আমার কী হলো, আমি কী পেলাম- হিসাব এখন সেটিরই। একাত্তরেও নিজের কথা কেউ ভাবত না, তা তো নয়। অবশ্যই ভাবত; কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নের কালে এটি জানা ছিল আমাদের, আমাদের ব্যক্তিগত মুক্তি সবার মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। দেশকে যদি হানাদারমুক্ত না করা যায় তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কেউ-ই বাঁচব না। তাই বাঁচার লড়াইটি সর্বজনীন লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সবাই যে এক জায়গায় ছিলাম তা তো নয়। দেশের ভিতরে ছিলাম। ছিলাম আমরা দেশের বাইরে। কিন্তু যেখানেই থাকি, চিন্তা ছিল ওই একটিই। কবে মুক্ত হবে এবং কীভাবে তাড়ানো যাবে হানাদার পাকিস্তানি নরঘাতকদের।

তারপর কী ঘটল? বিজয়ের পর আমাদের অভিজ্ঞতাটি কী? তা একেবারেই ভিন্ন রকমের। দেখা গেল, আমরা আলাদা হয়ে গেছি। আমাদের স্বপ্নগুলো ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। আমাদের হাতে সময় নেই সমষ্টিগত স্বার্থ নিয়ে চিন্তা করার। অথচ সমষ্টিগত কাজ কত পড়ে রয়েছে! আমাদের দরকার দারিদ্র্য দূর করা। চাই শিল্পে বিনিয়োগ। প্রয়োজন কিঞ্চিৎ মনোযোগী হওয়া। শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এগুলো সবাই মিলে করার কাজ। কারও একার পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়; কিন্তু সবাই যে মিলিতভাবে এসব কাজ করব তা-তো হচ্ছে না। যা করার, ব্যক্তিগত পর্যায়ে করছি।

সবাই মিলে করব এমনটা কেন হচ্ছে না তা ভেবে দেখার মতো। ভাবতে গেলে মনে হয় কূলকিনারা নেই। আমরা দোষ দিই রাজনৈতিক নেতৃত্বের। কিন্তু দেশটি যে স্বাধীন হয়েছে তা তো রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণেই। মুক্তির যে আন্দোলন, তাকে তারাই গড়ে তুলেছেন। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন- যা করার রাজনীতির লোকজনই করেছেন। তবে তারা যে আমাদের অনেক দূর নিয়ে যাবেন তা করতে পারেননি। একটি সীমা পর্যন্ত এগিয়েছেন, তারপর তাদের যাত্রা শেষ।

হ্যাঁ, রাষ্ট্র বদল হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে যে রাষ্ট্রের অধীনে আমরা বসবাস করতাম, তা ছিল অনেক বড়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আয়তন আমরা ছোট করলাম। বাংলাদেশ একসময়ের তুলনায় আরও ক্ষুদ্রকার একটি রাষ্ট্র বটে। এ রাষ্ট্র নতুন; কিন্তু কতটা নতুন? বড় সমস্যাটা ওইখানেই। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেয়েছি। ব্রিটিশ ও পাঞ্জাবিদের শাসনাধীন যে রাষ্ট্র ছিল, সেই রাষ্ট্রের কাঠামো এবং চরিত্র যেমন ছিল আমলাতান্ত্রিক, স্বাধীন বাংলাদেশও সেই রকমেরই আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে। বদলায়নি। সেই একই আইন-আদালত, নিয়মকানুন, প্রশাসন, বিভিন্ন রকমের বাহিনী এখনো রয়ে গেছে।

আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতা থাকে সরকারি আমলাদের হাতে। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলারাই ছিল সর্বেসর্বা। পাকিস্তান আমলেও আমলারাই রাষ্ট্র শাসন করেছে এবং তাদের সামরিক আমলারাই পূর্ববঙ্গে গণহত্যা ঘটিয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা বারবার সামরিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জরুরি অবস্থা, অন্তর্বর্তী সরকার ইত্যাদি পেয়েছি। রাজনৈতিক নেতারা যখন দেশ শাসন করেছেন বলে মনে হয়েছে, তখনো ক্ষমতার চাবিকাঠি আমলাদের হাতেই ছিল।

অসাংবিধানিক সরকার কখনোই গণতান্ত্রিক হতে পারে না, হয় না, হওয়ার উপায় নেই। গণতন্ত্রের জন্য চাই জবাবদিহি। আমলাতন্ত্রের জন্য কোনো জবাবদিহির বালাই থাকে না। গণতন্ত্রে ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সব ক্ষমতা চলে যায় কেন্দ্রে। গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের শাসন থাকে, আমলাতন্ত্রে শাসন করে কতিপয় উড়ে এসে জুড়ে বসারা। তারা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না, ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা।

রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতা এখানে। তারা পুরোনো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ভেঙে সেখানে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তারা রাষ্ট্র শাসনের ক্ষমতা পেয়েছেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। তারা ভেবেছেন একসূত্র হতে পেরেছেন। জনগণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পরে মালিকানা যে জনগণের হবে, এ কাজে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই তাদের, এখনো তো নেই-ই।

যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা আমরা বলছি তা অন্য কিছু নয়, একটি শাসক শ্রেণি বটে। বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী নব্য শাসক শ্রেণি গড়ে উঠেছে, যারা দেশের মানুষের উন্নতি চায় না, উন্নতি চায় নিজেদের। এ শাসক শ্রেণিই ভিন্ন নামে দেশের শাসনক্ষমতা লাভ করে এবং আমলাদের সাহায্যে দেশ শাসন করে। তাদের মধ্যে ঝগড়া-কলহ আছে, সেই কলহ মাঝেমধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত আকার ধারণ করে। ঝগড়া-কলহটা আদর্শ নিয়ে নয়। আদর্শের ব্যাপারে তারা এক ও অভিন্ন। তারা লুণ্ঠন করতে চায় এবং লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে যে ধরনের সংঘর্ষ বাধে, তা-ই আমরা *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

নেপাল সঙ্কট : সুযোগ নাকি বিপর্যয়?

এম এ হোসাইন

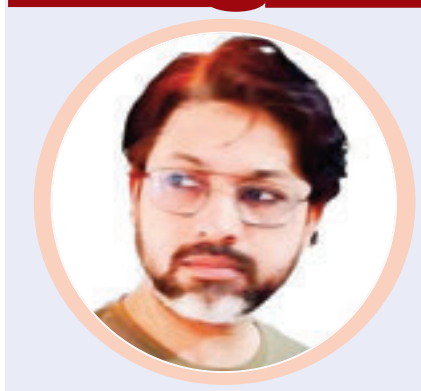

যে কোন মানদণ্ডে বিচার করলে, নেপালের রাজনৈতিক অঙ্গন কখনোই শান্ত ছিল না। তবু গত কয়েক সপ্তাহে কাঠমান্ডু ও দেশের অন্যান্য প্রান্তে যা ঘটেছে, তার ব্যাপ্তি ও চরিত্র দুটোই ভিন্ন। যেন আরেক দফা ক্ষমতার রাজনীতি নয়, বরং এক প্রজন্মের সঙ্গে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ। একদল ক্ষুব্ধ তরুণ নাগরিক হঠাৎ যেন বজ্রকণ্ঠে জানিয়ে দিলো ড় দেশের রাজনৈতিক শ্রেণি আস্থা, সময় ও সম্ভাবনা অপচয়ের সীমা ছাড়িয়েছে। এই বিক্ষোভের সূত্রপাত, মূলত, সরকারের এক প্রায় হাস্যকর স্বল্পদৃষ্টির সিদ্ধান্ত থেকে: ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম ও এক্সসহ বিশটিরও বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিষিদ্ধ করা। সরকার যুক্তি দিয়েছিল, এসব প্ল্যাটফর্ম সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হয়নি। কিন্তু, বাস্তবে এর ফল হয়েছিল ভয়াবহ ড় লক্ষ লক্ষ মানুষের ডিজিটাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অথচ তরুণ প্রজন্ম ব্যবসা, শিক্ষা, মত প্রকাশ ড় সব ক্ষেত্রেই এই প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল। তাই এই সিদ্ধান্ত ভুলের মতো নয়, বরং যেন ইচ্ছাকৃত সেন্সরশিপ। সরকার এই নিষেধাজ্ঞার প্রতীকী ও বাস্তব দুই দিকই ভয়ানকভাবে অবমূল্যায়ন করেছিল। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার তরুণ রাস্তায় নেমে ক্ষোভকে রূপ দিলেন ক্রোধে। তারা শুধু সংযোগ হারানোর প্রতিবাদ করেননি ড় অভিযুক্ত করেছেন গোটা ব্যবস্থাকে: দুর্নীতির সংস্কৃতি, স্বজনপ্রীতি ও অভিজাতদের দণ্ডমুক্তির সংস্কৃতি, যা তাদের ভবিষ্যৎকে মূল্যহীন করে তুলেছিল।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি যিনি অতীতে বহু রাজনৈতিক সংকট পার করেছেন, তাকে পদত্যাগ করতে হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও একই পথ অনুসরণ করেন। কারফিউ জারি হয়; পুলিশ টিয়ার গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট এবং শেষ *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

RED COW MILK IS BETTER

COW GUARAN

200%

GUARANTEE

UNTOUCHED BY HANDS

786® حلال

START FRESH PACKED FRESH STAY FRESH

NO OTHER MILK POWDER HAS THIS GUARANTEE

RED COW MILK MADE WITH ONLY FRESH MILK not from concentrate

RED COW FRESHLY PRODUCED IN EUROPE

RED COW FRESHLY PACKED AT THE FACTORY NOT SOMEWHERE ELSE

RED COW SHIPPED FROM FACTORY DIRECTLY TO YOUR STORES SO YOU CAN BE SURE IT IS FRESH

RED COW BRAND MILK POWDER DISSOLVES BETTER THAN ANY OTHER MILK POWDER

PACKED IN HOLLAND AT FACTORY WHERE IT IS MADE SO YOU CAN BE SURE IT IS NOT CONTAMINATED

RED COW MILK IS THE BEST.

Why is RED COW milk the BEST?

1) Throughout the year, our family farms provide the same exceptional nutrition for their dairy cow: fresh grass and grains. 2) This diet helps them to be well-nourished and healthy milk producers.3) Cows are allowed to graze in green, grassy pastures- results in healthier, happier cow which produce the highest quality, hormone free milk possible.

100% PURE & NATURAL MILK

SEALED IN A CAN SO YOU CAN REST ASSURED IT IS 100% PURE

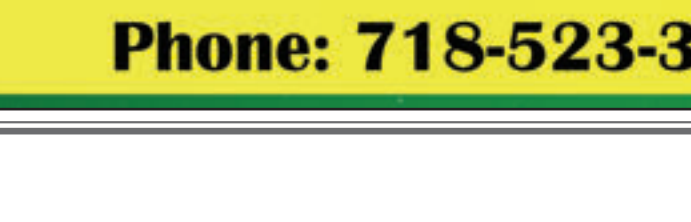

100% PURE & NATURAL COW GHEE

RED COW brand 100% PURE COW GHEE UNTOUCHED BY HANDS, PRODUCED IN UK PACKED IN CANS AND SEALED AT THE FACTORY SO YOU CAN BE SURE IT STAYS 100% PURE & UNTOUCHED BY HANDS

Wholesale supplies from:
AFN BROKER LLC 908-486-0077,
RAHMAN DISTRIBUTORS, NY
917-396-4882

PACKET BUTTER ABSORB ODOR FROM THE FRIDGE. RED COW BUTTER IN A CAN KEEPS THE FRESH, CLEAN BUTTER TASTE SO YOU CAN ENJOY FRESH TASTE OF BUTTER.

100% PURE & NATURAL BUTTER

WHY IS REAL GUYANA CANE SUGAR FAMOUS FOR MORE THAN 300 YEARS? TASTE REAL GUYANA SUGAR AND YOU WILL KNOW WHY.

ORIGINAL Real Guyana 786 REAL & NATURAL

CANE SUGAR

100% PURE & NATURAL CANE SUGAR

SYLHET MOTORS

Getting Approved is EASY

BAD CREDIT ?
NO CREDIT ?

No Problem...

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

QUALITY PRE-OWNED VEHICLES

YOU WORK
YOU DRIVE

এই বিজ্ঞাপন সাথে নিয়ে আসলে
৬ মাসের ফ্রি মেইনটেন্যান্স

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

FREE PARKING

Kalam's Bazaar

HALAL

Grand Opening

98-01 Liberty Avenue, Ozone Park, NY

উদ্বোধনী সেল চলছে

৫ সেপ্টেম্বর-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত

কালাম'স বাজার

৭১৮-৮৪৮-২৮৭৫

ফ্রি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা

*Campaign duration September 5 to September 25, 2025. Draw on September 27, 2025, 12pm at Kalam's Bazaar. Shop minimum $100 and get a chance to win minimum $300 and maximum $20,000. Multiple shopping entries allowed. Sign-up on rewards program required for eligibility.

**Total Prize Money in Kalam's Bazaar shopping credit for 50 Winners. 1st Prize: $3,000, 2nd Prize: $2,000, 3rd: Prize $1,000 and rest 4th to 50th prize all in Kalam's Bazaar shopping credit worth $300 each.

For details, visit www.kalamsbazaar.com

Not responsible for typographical errors. Campaign modality may change without notice. We reserve the right to limit quantities. Artwork is for display purposes only.

কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার আনন্দ সন্ধ্যা

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কে গ্রীষ্মের আমেজ এখনো কাটেনি। বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটিতে এবার ধূম পড়েছিলো বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের আনন্দ আয়োজনের। বিশেষ করে বনভোজন, পুনর্মিলনী ও আনন্দ মেলায় মেতে উঠেছিলো বাংলাদেশী কমিউনিটি। এরই অংশ হিসেবে আনন্দ মেলার আয়োজন করে নিউ-ইয়র্ক সিটির অন্যতম সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কুইন্স সোস্যাল এডাল্ট ডে কেয়ার। গত ৩০ আগষ্ট, শনিবার এমন একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী প্রকৌশলী মাহফুজুল হক। লং আইল্যান্ডের ব্যাবিলন শহরের লুসিন্ডা এভিন্যুতে আটলান্টিকের তীরে নিজ বাসভবনের আঙ্গিনায় তিনি আয়োজন করেন অনুষ্ঠানটি। বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলমান এ অনুষ্ঠানটি সাজানো ছিলো বিভিন্ন পর্বে। বারবিকিউ পার্টি, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও চন্দ্রালোকে নৈশভোজ ছিলো অন্যতম।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন ছিলো নিউইয়র্কের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংগঠন আনন্দধ্বনির সঙ্গীত পরিবেশনা। এতে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক শিল্পী। একের পর এক গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মোহিত করেন তারা। এর ফাঁকে চলে কবিতা আবৃত্তি। অনুষ্ঠানের আয়োজক প্রকৌশলী মাহফুজুল হক ও তার স্ত্রী তানিয়া চৌধুরী সমবেত অতিথিদেরকে স্বাগত জানান। তারা সকলকে ধন্যবাদ জানান আতিথ্য গ্রহণের জন্য। ভবিষ্যতে প্রতিবছর এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন থাকবে বলে জানান মাহফুজ দম্পতি।

'আটলান্টিকের পারে আনন্দধ্বনি উৎসব' নামের অনুষ্ঠানটি ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন মাহফুজুল হক ও তানিয়া চৌধুরী। প্রায় দু'শতাধিক অতিথির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি

সত্যিকারার্থেই পরিণত হয় একটি মিলন মেলায়। চমৎকার আবহাওয়ায় পড়ন্ত বিকেলের আনন্দানুষ্ঠানকে আকর্ষনীয় করে তুলে আটলান্টিকের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য। বিশাল বাড়িটির দক্ষিণের আঙ্গিনায় শেষ প্রান্তে বসে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় আটলান্টিকের জলরাশি। শুল্কপক্ষের প্রথমার্ধের চন্দ্রালোকে নৈশভোজের স্মৃতি অনেক দিন জেগে থাকবে অতিথিদের মনে। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানান মাহফুজুল হক।

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম

এখানে ● গায়ে হলুদ ● বিবাহ ● এনগেজমেন্টস ● সুইট সিক্সটিন ● বেবি শাওয়ার ● ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।

● ৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
● ২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
● Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
● আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
● ১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।

বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra Palace Restaurant & Party Hall

Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

STAR CARE PHARMACY

We accept Most Insurance plans!

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

SAME DAY FREE DELIVERY!

Ask your doctor to E-Script your prescription or Call us today

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি!

- ফ্রি কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিশা দানের ব্যবস্থা।
- এছাড়া রয়েছে-এটিএম
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্টের ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

Toll Free: 888-216-STAR (7827)

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

Email: StarCarePharmacy@gmail.com, www.StarCarePharmacy.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

আমি তোমার খ্যাতি

জাফর আহমাদ

আল্লাহর রাসুল সা: পৃথিবীর এমন একজন মহাপুরুষ যার আলোচনা মুসলিম-অমুসলিম সকল মানুষের মধ্যে উচ্চরিত হয়।এ যেন প্রবাহিত অবিরত এক ঝর্ণাধারা, যা কখনো শুকিয়ে যায় না এবং যা কখনো বন্ধ হবার নয়। পৃথিবীতে এই একটি মানুষই আছেন যার নাম প্রতি মহূর্তে প্রতিক্ষণে আলোচিত হচ্ছে। পৃথিবীর সকল স্থানে ২৪ ঘন্টা তাঁর আলোচনা চলছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলবে। 'রাফাআনা" আমি সুউচ্চ করে দিয়েছি ক্রিয়ার এর কারক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ যখন কোন কাজের কারক হন তখন তার কর্মের বিশালতা কি কারো ধারণা মধ্যে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি।"(সুরা আলাম নাশরাহ:৪)

এটি সেই সময়কার কথা যখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সঙ্গী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রাসুলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িত করলেন। আল কুরআনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, আর কুরআনের ধারক ও বাহকের খ্যাতি সারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে সুনিপুণ ও অত্যন্ত সুক্ষভাবে মহান আল্লাহই পৌঁছে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি মুহাম্মদ সা: এর শুক্রদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। মক্কার কুফ্ফার শক্তি তাঁর ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ: হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে সমবেত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মদ (সা:) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র-ভাই ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবেন। হজ্জের মৌসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কা'বা যিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসা উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবীসা: এর বিরুদ্ধে দূর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌঁছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এই নিষিদ্ধের ফলে মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি আসলে কে?কি বলতে চায়। সে কেমন লোক। তার যাদুতে করা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের প্রচারণা যতবেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জানার কৌতুহল ও আগ্রহ তত বেশী বেড়েই চলেছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ-কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে

জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পুর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দূর্নাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোন আরব গোত্রই ছিলনা যার কোন না কোন লোক বা পুরো পরিবার উসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রাসুলুল্লাহ সা: ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যতির কথা সুউচ্চ করার প্রথম পর্যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় হিজরতের পর। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদী ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রাসুলুল্লাহ সা: এর দুর্নাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়্যেবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠ সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীরদেরকে সাহায্য সহায়তা দান,অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শুক্ররা যুদ্ধেও মাধ্যমে তাঁর এওই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিলিন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম-শৃংখলা,বীরত্ব, বীরত্ব সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে জামায়াত নিজের শ্রেষ্টত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা সুউচ্চ হয়ে গেলো। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদেও সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র ওলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

তুতীয় পর্যায়টি আরো ব্যাপক যা খোলাফায়ে রাশেদা থেকে শুরু হয়েছে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা পৃথিবীতে উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলেছে। ইনশা'আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদেও কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে সুউচ্চ স্বরে মুহাম্মদ সা: এর রিসালাতের ঘোষনা করা হচ্ছে না। মু'মিনদের প্রতিটি সালাতে তাঁর ওপর দরূদ পড়া হচ্ছে, জুম'আর খুতবায় তাঁর নাম পাঠ করা হচ্ছে এবং বছরেরর বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ায়র কোন না কোন প্রান্তে তাঁর মুবারক নাম উচ্চরিত হচ্ছে না। নবুয়তের প্রাথমিক যুগে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন "আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা সুউচ্চ করে দিয়েছি।" অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি। তখন তো কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়স্বরে ও ব্যাপকভাবে এই নাম সুউচ্চ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং আল্লাহর ক্ষমতার কি বিশাল মহিমা। সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সে নিজে বা অন্য কেউ তাঁর নাম উচ্চারনের সাথে সাথে তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম তথা সাল্লআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করে থাকে। এ যেন সতত প্রবাহিত এক ঝর্ণাধারা। তাঁর চেতনাসমুদ্ধ মিশন মেঘমালা অনন্তের দিগ্বলয় পর্যন্ত পৌঁছেছে। ফলে তাঁর প্রতি প্রত্যেক জনপদের প্রত্যকটি মু'মিনের হৃদয় তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। তাই অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রচন্ড আবেগের কারণে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করে। প্রচন্ড ভালবাসার কারণে তাঁকে নিয়ে এত গান, এত সাহিত্য-প্রবন্ধ, কাব্যমালা ও জীবন চরিত রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় কোন জীবন চরিত এমনটি আজো আবির্ভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও আর হবে না। এটিও যেন এক অনিশেষ ঝর্ণাধারা। এ যেন এক জীবন চরিতের ভাণ্ডার, নৈমিত্তিক যা জমা হচ্ছে, সেটিই নিত্য নতুন, সেটিই বৈচিত্রময়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা: একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন: জিবরিল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করেছেন: আমি কিভাবে তোমার নাম সুউচ্চ করেছি। আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে: যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।"(ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হিব্বান)

পৃথিবীতে মানুষকে সঠিক পথনির্দেশার যত নবী-রাসুল এসেছেন, তাঁদেও মুহাম্মদ সা; সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট রাসুল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে পাঠিয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও পথনির্দেশনার বদৌলতে আমরা সত্যের দিশা লাভ করেছি। কিয়ামতের কঠিন দিনে তিনি আমাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন, আমাদের মুক্তির জন্য আল্লাহর নির্দেশে শাফায়াত করবেন। এই মহামানবের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য দু'আ করেন। তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার জন্য সকল মু'মিনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।(সুরা আহযাব: ৫৬) এ জন্য আমাদের দায়িত্ব হল তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা ও তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। তাই রাসুল্লাহ সা: এর প্রতি দরূদ সালাম পেশ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সা: বাইরে যান, আমি তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করেন এবং সিজদা করেন। তিনি সিজদারত অবস্থায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন, ফলে আমি ভয় পেয়ে যাই এই ভেবে যে, সিজদারত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল কি-না? এ জন্য আমি কাছে এসে লক্ষ্য করি। তিনি মাথা তুলে বললেন, আবদুর রহমান, তোমার কি হয়েছে? তখন আমি আমার কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, জিবরিল আমাকে বললেন, আপনি কি এ ব্যাপারে খুশি নন যে, আল্লাহ বলেছেন 'আপনার উপর যে দরূদ পাঠ করবে আমিও তার উপর রহমত, বরকত নাযিল করবো, আর যে আপনার উপর সালাম পাঠাবে আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করবো।' আর এ জন্য আমি শুকরিয়ার সিজদা করি।(মুসনাদে আহমাদ:১৬৬৪, হাকিম:২০১৯, মিশকাত:৯৩৭, হাদীসটি হাসান)

আনাস ইবনে মালিক রা: হতে বর্ণিতঅ রাসুল সা: বলেছেন,যে ব্যক্তি আমার উপর এবার দরূদ পাঠ করে, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশটি রহমত বর্ষণ করেন, তার দশটি গুনাহ মোচন করেন এবং দশটি ধাপ মর্যাদার স্তর উন্নীত করেন। (নাসাঈ:১২৯৭, কিতাবুস সুহু, বাবু ফাযলু ফি সালাতি আ'লান নাবিয়্যি, মিশকাত:৯২২)

শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের আবেদন শুধুই বাড়ছে

ঢাকা : যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) চেয়ে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত ১০টি দেশের নাগরিক সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছেন। তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ভিসা বা বৈধভাবে বসবাসের পরিবর্তে যুক্তরাজ্যে পৌঁছে বাংলাদেশীদের ৮৭ শতাংশ রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। এর মধ্যে অধিকাংশই দেশটিতে প্রবেশ করেছেন অবৈধ উপায়ে। ইউরোপের আরেক দেশ ইতালিতেও রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। চলতি বছরে অন্তত ১৬ হাজার বাংলাদেশীর আবেদনের বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে দেশটির সরকার। কেবল ইউরোপই নয়, আমেরিকার দেশগুলোয়ও শরণার্থী হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে প্রচুর বাংলাদেশী আবেদন করেছেন। ২০২৪ সালে শুধু কানাডায় আশ্রয় চেয়ে আবেদন পড়ে ১৫ হাজার ৭৩৬টি। আর যুক্তরাষ্ট্রে এ আবেদনের সংখ্যা প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি। আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নত দেশগুলোয়ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী বাংলাদেশীদের আবেদনের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের তথ্য বলছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় চেয়ে গত বছর আবেদন করেছেন প্রায় ৭০ হাজার বাংলাদেশী। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা এ প্রবণতার পেছনে বড় কারণ বলে মনে করেন অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ থেকে বিদেশে অভিবাসনের বৈধপথ সীমিত হওয়ায় অনেকেই শরণার্থী মর্যাদার পথ বেছে নিচ্ছেন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির কারণে অনেক বাংলাদেশীকে ফেরতও পাঠানো হচ্ছে। বৈধ নথিপত্র ছাড়া বসবাসের অভিযোগে হাতকড়া ও শেকল পরিয়ে গত বৃহস্পতিবার রাতে ৩০ জনকে দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৯ জন পুরুষ ও একজন নারী বলে নিশ্চিত করেছেন পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। রাজনৈতিক আশ্রয় কিংবা শরণার্থী হিসেবে আবেদন করার বাইরে দক্ষ পেশাজীবীদের বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রে কাজের জন্য যান বলে

দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীরা জানান। তাদের মতে, বিভিন্ন খাতে দক্ষ পেশাজীবীদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অনেকেই সে সুযোগ নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ থেকে বিগত এক দশকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ও শিল্পীদেরও বড় একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাসও করছেন। সম্প্রতি আরো অনেক শিল্পী দেশটিতে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টায় রয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ফ্লোরিডার মতো জায়গাগুলো তারা বেছে নিচ্ছেন। কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন অভিনেতা আদনান ফারুক হিল্লোল ও অভিনেত্রী নওশীন নাহরিন দম্পতি। অভিনয় জগতের মানুষদের ওই দেশটিতে বসবাসের আগ্রহের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় হিল্লোলের কাছে। হোয়াটসঅ্যাপে তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। সেটেল হওয়ার জন্য মানুষ মূলত কাজের সুযোগটাই বেশি দেখে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রে অবারিত। দক্ষতা থাকলে এখানে কাজের কোনো অভাব নেই। আমরা যারা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম শুধু তারাই নন, সব পেশার দক্ষ পেশাজীবীরা এখানে আসার সুযোগ পান। আমেরিকার মূলত নিউইয়র্ক, টেক্সাস, ফ্লোরিডাসহ কয়েকটি জায়গায় বাংলাদেশীরা বেশি থাকতে পছন্দ করেন। তবে পছন্দের বিষয়টি নির্ভর করে মূলত কাজের ওপর। কাজের সুযোগ বেশি থাকায় মানুষ অন্য উন্নত দেশের তুলনায় এদেশকে বেশি অগ্রাধিকার দেন।' কানাডায় অ্যাসাইলাম ও শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশীদের আবেদন নিয়ে অবশ্য ভিন্ন কথা বলছেন সেখানে বসবাস করা বেশ কয়েকজন বাংলাদেশী। তাদের দাবি, দেশ থেকে অর্থ পাচার করে কানাডার বেগমপাড়াসহ বেশকিছু এলাকায় বিপুল পরিমাণ সম্পদ ক্রয় ও বিনিয়োগ করেছেন অনেকেই। যারা দেশে থাকলেও কানাডার মতো জায়গায় তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তারা দ্রুত দেশ ছেড়ে কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছেন। তবে পেশাজীবী ও কর্মসংস্থানের জন্যও যে আবেদন পড়ছে না এমনটি অস্বীকার করেননি তারা। রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী হিসেবে গত বছর সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে ইতালিতে। আশ্রয় চেয়ে সারা বিশ্বে যে পরিমাণ আবেদন করা হয়েছে তার প্রায় অর্ধেকই পড়েছে ইউরোপের এ দেশটিতে। ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদন অনুসারে, ইতালিতে আশ্রয় চেয়ে ২০২৪ সালে আবেদন করেন ৩৩ হাজার ৪১৫ বাংলাদেশী। আর এসব আবেদন যারা করেছেন তাদের বেশির ভাগই অবৈধ উপায়ে দেশটিতে প্রবেশ করে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চেয়েছেন। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েও আবেদন করেছেন একটি বড় সংখ্যক।

অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

কাবাডি ম্যাচ

রম্য রচনা

মো. মোশাররফ হোসেন

আষাঢ় মাস, আকাশের কান্না থামছেই না। একটানা ঝমঝম বৃষ্টি, দরিদ্রের ঘরে বৃষ্টি মানে চাল নেই, খড়ি নেই, আর চুলায় কেবল ধোঁয়ার স্মৃতি। ঠিক এই সময়ে গোলাপদি চাচা তার পীর সাহেব কেবলাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে হাজির। পীর কেবলাকে দেখেই আমাদের চাচি মানে গোলাপদি চাচার স্ত্রী তাহমিনা বেগম তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। অতিথি মানেই রান্নাবান্নার হুলস্থুল আর কাঁড়িকাঁড়ি টাকার বাপের শ্রাদ্ধ। কিন্তু তার ঘরেতো এই বৃষ্টির দিনে, ডাল-ভাতেরও জোগাড় নেই! এমনকি চুলা ধরানোর জন্য যে শুকনো লাকড়ি দরকার হয় তাও নেই, বৃষ্টিতে ভিজে সব একাকার। যখনকার কথা বলছি তখন গ্রামেগঞ্জে আজকের মত এত সুন্দর সুন্দর রাস্তা ছিল না। আষাঢ় মাসের বৃষ্টির নামাজ শুরু হলে রাস্তাঘাটে কাদা থৈথৈ করত। গোলাপদি চাচা আবার ছিলেন অনেক পীর ভক্ত লোক। পৃথিবীতে পীরের উপরে তার কাছে আর কোন বস্তু ছিল না। গোলাপদি চাচা মনে করতেন এই পীরকে রাজি খুশি রাখতে পারলে তার জন্য পরকালে বেহেশত ওয়াজিব হয়ে থাকবে। কিন্তু তাহমিনা চাচী ঠিক তার বিপরীত, তিনি এইসব পীর বুজুর্গ পছন্দ করতেন না। তার ভাষ্য এই যে, পীরের দোয়া যদি আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাহলে পীর তার নিজের জন্য দোয়া করবেন মুরিদানের জন্য নয়। তাই তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে গোলাপদি চাচাকে বললেন, খুব যে ধিন ধিন করে পীর সাহেব কে বাড়িতে নিয়ে আসলে, শুধু পীর না তার সাথে আবার একজন তালবেলেমও নিয়ে আসা হয়েছে, ঘরে যে ডালভাতের ব্যবস্থাও নাই সেদিকে কোন খেয়াল আছে, তাদের খাওয়াবে কি তোমার মাথা আর মুন্ডু? তাহমিনার ধমক খেয়ে গোলাপদি চাচা ফিসফিস করে বললেন যে, কোন অসুবিধা নাই, তুমি মোটামুটি রেডি হও। আমি বাজার থেকে সদাই করে আনছি। তাহমিনা চাচি জানেন যে, তার স্বামীর পকেটে টাকা না থাকলেও আজ ধার করে পীর সাহেবের জন্য গরুর মাংস কিনবেন। তাই মরিচ-মসলা বাটার জন্য পাটাপুতো (শিলনোড়া) ধুয়েমুছে রাখার আয়োজন শুরু করলেন।

এদিকে পীর সাহেবের আবার পুরনো অভ্যেস, হুক্কা না টানলে পেটের ভাত হজম হয় না। তাই তার সাথে থাকা বারোতেরো বছরের তালেবে-এলেমকে পাঠালেন ভিতর বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসার জন্য।

তালবে-এলেম ভিতর বাড়িতে গিয়ে দেখে তাহমিনা বেগম পাটাপুতো ঘষাঘষি করছেন, পাটায় কোনো হলুদমরিচ নেই। সে আরও লক্ষ্য করলো যে তাহমিনা বেগমের পাশে একটি বড় পুতো পড়ে আছে আর হাতে ছোট একটি পুতো নিয়ে পাটার উপর ঘষাঘষি করছেন! ছেলেটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, খালা পাটায়তো কিছুই নেই! এই খালি শিলনোড়া ঘষছেন কেন? আর একটা পাটায় দুইটা পুতো দিয়ে কি হবে?

তাহমিনা বেগম কিছুটা উষ্মা আর কিছুটা কৌতুক নিয়ে বললেন, এই দুটো পুতো দিয়ে আমার স্বামী তোদের দুজনের দাঁত ভাঙবে। কারণ আষাঢ় মাসের এই অভাব অনটনের দিনে তোদের দুজনই পরের বাড়ি খেতে খেতে দাতগুলো লম্বা করে ফেলেছিস, তাই আমার স্বামী সেগুলো আজ ভেঙ্গে সাইজ করে দিবে। আর এই দুইটা পুতো হচ্ছে এই জন্য যে, বড়টা দিয়ে তোর পীর সাহেবের দাঁত ভাঙা হবে আর তুই ছোট মানুষ তাই বড়টা তোর মুখে ঢুকবে না বলে এইটা ঘষে ছোট করছি যাতে তোর মুখের মধ্যে ঢুকানো যায়।

ছেলেটি অনেকটাই হাবাগোবা টাইপের, তাই সে বড় বড় চোখ করে তাহমিনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনার স্বামী কোথায়? তাহমিনা জবাবে বললেন যে, তার স্বামী বাজারে গেছে দড়ি কিনতে আর তার দু একজন বন্ধুবান্ধবকে ডাকতে। কারণ, দাঁত ভাঙাতো আর সহজে কথা নয়। তাই আগে তোর পীর আর তোকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, কিন্তু আমার স্বামী তো আর একা তোর পীরের সাথে পারবে না, তাই তার বন্ধুবান্ধব সাহায্য করবে।

ছেলেটার চোখ কপালে!সে ভাবল, হুজুরের দাঁত ভাঙবে? এটা তো বড্ড বিপজ্জনক!

আরতো দেরী করা যায় না। মহিলার স্বামী যখন তখন বাড়িতে চলে আসতে পারে, আর এলে যে কি অবস্থা হবে তা শুধু একমাত্র আল্লাহই জানেন। তাই সে দৌড়ে গিয়ে পীর সাহেবকে বলে, হুজুর অবস্থা ভাল নয় জলদী আমাকে নিয়ে পলান তা না হলে দাঁত আর একটাও মুখে থাকবে না।

খবর শুনেই পীর সাহেবের মুখের রঙ কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাহলে গোলাপদি তলে তলে এই মতলব করে বসে আছে। পীর সাহেবের মনে পড়ল কয়েকদিন আগে গোলাপদি তার কাছে দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য আমল জানতে চেয়েছিল। ধনী হওয়ার কথা শুনে পীর সাহেব তাকে বকাঝকা করেছিলেন এবং নাদান নাপাক বলে গালাগালি করেছিলেন। গোলাপদি হয়তো সেই গালাগালির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই আজকে এরকম বৃষ্টির দিনে সব ব্যবস্থা করেছে, যাতে রশি দিয়ে বেঁধে দাঁত ভেঙে দিলেও পাড়াপড়শি না জানতে পারে। পীর সাহেব মনে মনে বললেন, বিষয়টা সুবিধার নয়, দাঁতটাত ভাঙা কোন মজার ব্যাপার নয়! তাই আর কাল বিলম্ব না করে তিনি তালবে-এলেমকে সাথে নিয়ে চুপি চুপি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে পড়লেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পলায়ন করতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলাপদি চাচা বাজার থেকে ফিরে দেখেন পীর সাহেব উধাও! তিনি তাহমিনা বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন যে, হুজুর কোথায়? তাহমিনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জবাবে বললেন, তোমার পীর সাহেব রাগ করে চলে গেছেন। কারণ উনি এই পুতো আর গরু বাঁধার জন্য নতুন পাকানো রশিটি চেয়েছিলেন আমি দিইনি। গোলাপদি চাচা হায় হায় করে উঠলেন, কি করেছিস! পীর সাহেব কিছু চাইলে তা না দিলে কি হয় জানিস? এক্কেবারে গুনাহে কবিরা! হায়রে হায় আমিতো এই খাণ্ডারনী মেয়ে মানুষের জন্য আখের পরকাল সবই হারালাম। তাড়াতাড়ি দে ওগুলি! যেভাবেই হোক ওগুলো পীর সাহেবের হাতে পৌছে দিতে হবে। বলতে বলতে তিনি ছোঁ মেরে পাটাপুতা আর গরু বাঁধার জন্য নতুন পাকানো দড়ি হাতে নিয়ে নিলেন এবং ছুটলেন পীর সাহেবের সম্ভাব্য পথের দিকে। সেই সঙ্গে পীরের আরো দু'জন মুরিদান আনেছ আর দানেছও গোলাপদী চাচার সাথে ছুট লাগালো।

কিছু দূর গিয়ে সত্যিই পীর সাহেবকে দেখতে পেয়ে গোলাপদি চাচা দূর থেকে চিৎকার করতে লাগলেনড় হুজুর! হুজুর! এই যে পুতো (শিলনোড়া) আর দড়ি! পীর সাহেব ঘুরে তাকাতেই দেখলেন গোলাপদি মাথার উপর সেই কথিত পুতো আর দড়ি উঁচিয়ে ধরে এগিয়ে আসছে! তার পেছনে আরো দু'একজন লোক দেখা যাচ্ছে। তালবে এলেমের কাছে শোনা তাহমিনা বেগমের বক্তব্য সব মিলে যাচ্ছে। ঐ দড়ি দিয়ে বেঁধে পুতো বা শিলনোড়া দিয়ে দাঁত ভাঙার জন্যই গোলাপদি প্রবল পরাক্রমে ছুটে আসছে! পীর সাহেবের চোখ কপালে উঠে গেছে, এবার তো দাঁত-টাঁত সব শেষ! গোলাপদি ধরতে পারলে আর রেহাই নাই!

গোলাপদীর সাথে পীর সাহেবের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। দাঁত বাঁচাতে তিনি শেষমেষ একেবারে লুঙ্গি কাছা মেরে কাদামাখা রাস্তায় দৌড় লাগালেন। তালেবে-ইলমও দৌড়াচ্ছে তার সাথে, পেছনে গোলাপদী দৌড়াচ্ছেন পীর সাহেব কেবলাকে ধরার জন্য আর মুখে বলছেন হুজুর এই যে দড়ি আর পুতো।

বৃষ্টি পড়ছে, কাদা ছিটছে আর রাস্তায় ছপা ছপাৎ শব্দ করে দৌড়। এ দৃশ্য দেখে রাস্তার মানুষ ভাবল, যেন কাবাডি ম্যাচ চলছে! পীর সাহেব আর তালেবে-ইলমের হাঁপাতে হাঁপাতে সেই দৌড় আর গোলাপদী চাচার দড়ি আর পুতো (শিলনোড়া) উঁচিয়ে হুংকার, সব মিলিয়ে গ্রামে সেই দিনটাকে মানুষ স্মরণ করে তাদের দেখা সেরা কাবাডি ম্যাচ বলে অভিহিত করে আজও।

শরমিলি সারমিন লাভলী

খেলাধুলা এবং আমি

শৈশব আমাদের জীবনের সবচেয়ে রঙিন অধ্যায়। নির্ভার হাসি, খেলা আর বন্ধুত্বে ভরা সে সময়ের স্মৃতি আজও হৃদয় ছুঁয়ে যায়।অন্য সব বাচ্চার মতো ছোটবেলা থেকেই আমারও ছিল খেলার প্রতি প্রচণ্ড দূর্বলতা। আমরা যখন ছোট ছিলাম খেলার মাঠ না থাকলেও টাঙ্গাইল শহরের মাঝখানে সাবালিয়া পাড়ায় ময়মনসিংহ রোডের সাথে নুরু ফকিরের বাড়ি ,(বর্তমানে যেখানে পপুলার ক্লিনিক)আমার দুই চাচা আর দুই দারোগা-হরিণ ও ময়না দারোগার(হরিণ ও ময়না পালনের জন্য আসল নাম বিলুপ্ত) বাসা খেলার মাঠের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

বিকেল হলেই মন ছটফট করতো কখন খেলতে যাবো? বিকেলের মিষ্টি হাওয়ায় মাঠে ছুটে যাওয়া ছিল প্রতিদিনের নিয়ম। প্রতিটি খেলায় ছিল আলাদা আনন্দ, আলাদা শিক্ষা, যা আজও আমার মনে গভীর রেখাপাত করে আছে।

গোল্লাছুট,কুতকুত,চিবুরি ,, লুকোচুরি , দারিয়া বান্ধা,সাতচারা, পাঁচগুটি , মার্বেল , ব্যাডমিন্টন , খোলা মাঠে ঘুড়ি উড়ানো এগুলোই খেলতাম ঘুরে ফিরে। সবচেয়ে প্রাণবন্ত খেলা ছিল দৌড় প্রতিযোগিতা।কে আগে গন্তব্যে পৌছাবে সেই প্রতিযোগিতায় শরীর ক্লান্ত হলেও মন ক্লান্ত হতো না। পড়ে গিয়েও আবার উঠে দাঁড়াতাম।

লুকোচুরি মানেই এক রহস্যময় আনন্দের খেলা । গাছের আড়াল বা খাটের নিচে লুকিয়ে নিঃশ্বাস আটকে থাকার মজা ছিল অপরিসীম আর ধরা পড়লে বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি।

কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ -- ছড়া কাটতে কাটতে এই খেলা খেলতাম।আমাদের খেলতে দেখে মাঝে মাঝে আমার সৌখিন চাচি আম্মাও(কুমুর মা) ভাড়াটিয়াদের বলতো,খেলবা নাকি তোমরা?যেদিন মুরুব্বীরা আমাদের সাথে খেলত,খেলার আনন্দ সেদিন আরো বেড়ে যেত।

যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন একবার রাস্তা ঠিক করার কাজ চলছিল।রাস্তার কিছু দূরে...দুরেই ...বালু উঁচু করা ছিল।স্কুল থেকে ফেরার পথে বালুর ওপরে উঠতাম আর নিচে নামতাম।এভাবে খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরতাম।একদিন বালির ওপর থেকে পা পিছলে রাস্তায় পড়ে যাই।আর তখনি একটা রিক্সা আমার পায়ের উপর উঠে যায়।ডান পায়ের সে কাঁটা দাগটা এখনও যেমন আছে...তেমনি আছে স্কুলে খেলতে গিয়ে অন্য মেয়েদের সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে ভ্রু কাঁটার দাগ।

গোল্লাছুট ছিল শৈশবের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খেলাগুলোর একটি। একবার গোল্লাছুট খেলার সময় বলভাবির(ভাড়াটিয়া মোটাসোটা গোলগালের কারণে সবাই তাকে বলভাবি ডাকত) সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে আমার ডান হাত মচকে গিয়েছিল।

মার্বেলের খেলা ছিল হাতের নিপুণতার খেলা । এই খেলা সহজে পারতাম না। অপেক্ষাকৃত বড় এবং ছেলে বন্ধুরা সব সময় জয়লাভ করতো। তেমনি আরেকটা খেলা ছিল খোলা আকাশে ঘুড়ি উড়ানো। ঘুড়ি কাটতে না পারলেও পড়ে যাওয়া রঙিন ঘুড়ি কুড়িয়ে আনার আনন্দ ছিল রোমাঞ্চকর!

শীতের বিকেল মানেই ব্যাডমিন্টন খেলা। আব্বার বন্ধু হালিম ডাক্তারের দুই মেয়ে মিতু ও রুমু ছিল আমার বান্ধবী। সব বান্ধবীরা মিলে শীতের বিকেলের নরম রোদে নিয়মিত খেলতাম এই জনপ্রিয় খেলা। ব্যাডমিন্টন খেলার কোড কাটতো আর প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি কিনতো আব্বা আর আব্বার বন্ধুরা মিলে। আমরা বিকেলে খেলতাম। আব্বা আর আব্বার বন্ধুরা সবাই খেলতো রাত আটটা নয়টায় । ঐ সময় আমরা পড়া শেষ করে মাঠে বসে লাইটের উজ্জ্বল আলোতে খেলা দেখতাম।

খেলার সাথী কম হলে আমাদের উঠানে আর কুয়ার পাড়ের চিকন উঁচু জায়গায় চেরা দিয়ে দাগ কেটে কুতকুত খেলতাম।একদিন আম্মা বলে,

-তুই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন?

- পায়ে ব্যাথা পেয়েছিস নাকি?

আমি বললাম,

না তো...আমি তো ঠিক মতই হাঁটছি। হাজার হোক মায়ের মন আবার খেয়াল করে বলে,দেখি তো...বিছানায় শোয়ার পর দেখা গেল ডান পায়ের চেয়ে বা পা চার আঙ্গুল বড়।সবাই আতঙ্কিত!কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।ব্যাথা নেই তবুও একি অবস্থা?টাঙ্গাইলের এক ডাক্তার বলল,অপারেশন করতে হবে আবার অন্য ডাক্তার বলল,পঙ্গু হয়ে যাবে।

ঢাকা বড় ডাক্তার দেখানো হল...তখনকার দিনে আট আনার ডিসপ্রিন খেয়ে আমার পা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গিয়েছিল।এখন আমার মনে হয়, অতিরিক্ত কুতকুত খেলার কারণে(ডান পায়ে চাপ আর বা পা ঝোলা)আমার পা বুঝি কোন ব্যাথা আর কোন কারণ ছাড়াই বড় হয়ে গিয়েছিল।

তখনকার দিনে ফান্টাসি কিংডম না থাকলেও প্রাকৃতিক ফান্টাসি কিংডম ছিল আমাদের পুকুরের ঐ পাড়ে কুমুদের বাসার পুকুর পাড়ের বিশাল বড় মোটা আম গাছটা। আর কোন গাছে আম না ধরলেও ওই গাছে আম ঠিকই ধরতো।পুকুরের এপার থেকেও দেখা যেত হলুদ হলুদ ঝোপা ঝোপা আমগুলো।ওই গাছের ডালে মোটা দড়ি বেঁধে দোল খেতাম.....একজন পেছন থেকে ধাক্কা দিলে দোল এমন উঁচুতে উঠে যেত... মনে হতো যেন আকাশ ছুঁয়ে ফেলবো ! কখনো মনে হতো খোলা আকাশের নিচে পুকুরের মাঝখানে চলে এলাম ... সে অনুভূতি অসাধারণ আনন্দের !

প্রথম যেদিন সিক্স এ ক্লাস করি হাই স্কুলে উঠার আনন্দ পেয়েছিলাম যেমন ...দুঃখও পেয়েছিলাম তেমন ...এই ভেবে যে, ৫ টায় বাসায় ফিরলে আমি খেলব কখন?হাই স্কুলে উঠার পর মাঠের খেলা কমে গেলে শুরু হয় ঘরোয়া খেলা।

কুমু,আমি শাড়ি পড়ে ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হতাম শিক্ষিকা,ডাক্তার আরও কতকিছু!চটের গোল ডিজাইনের ব্যাগের কথা আমি আজও ভুলিনি।একবার পরীক্ষার সময় আব্বা জিজ্ঞেস করল,কালকে তোর কি পরীক্ষা?বললাম,ইংরেজি ২য় পত্র।বই নিয়ে আয়।এংবহংব পড়ানোর সময় বলল,কলম নিয়ে আয়(অন্য সবকিছুর চেয়ে আব্বা এংবহংব পড়াতে বেশি পছন্দ করতো)।কিন্তু কি আশ্চর্য!সারা বাড়ী খুঁজেও আমার দুটি কলমের একটিও পেলাম না।অসম্ভব ধৈর্যশীল বাবা সেদিন খুব রেগে গিয়ে আমাকে অনেক বকা দিয়েছিলেন।জীবনের প্রথম তার বড় মেয়েকে বকা দিয়ে রাত ৮ টায় দুটো দামি কলম এনে দিয়েছিলেন।

পরের দিন বিকেলে খেলতে গিয়ে দেখি,চটের ব্যাগের ভেতর আমার সেই কলম দুটো।যেগুলো শিক্ষিকা সাজার সময় ব্যাগে ঢুকিয়েছিলাম।

হরিণ দারোগার মেয়ে সুইটি আর ছন্দা আপার সাথে ক্যারাম খেলার নেশা হঠাৎ করেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল।ঐ সময় আমার ছোট ভাই খুব অসুস্থ্য।যে অসুখে এক ছেলে মারা গিয়েছে ঠিক সেই অসুখই আরেক ছেলের।আমার আম্মা তখন পাগল প্রায়।বিকেল বেলা খেলে সন্ধায় বাড়ী ফিরলেই রাগ করতো।আমার ছেলে অসুস্থ্য।তার কাছে থকবি আর তুই খেলে বেড়াস?কালকে থেকে যেন আর তোকে ক্যারাম খেলতে যেতে না দেখি।তবুও চলে যেতাম আর বাসায় ফিরলে খেতাম উঠানে রাখা লাকড়ির বাড়ি।মনে মনে ঠিক করতাম আর খেলব না কিন্তু বিকেল হলেই নিজেকে দেওয়া ওয়াদা ভেঙ্গে ফেলতাম।একদিন আব্বা ক্যারাম বোর্ড কিনে এনে দিল বাসায় খেলার জন্য।নিজের বোন,চাচাত, খালাত ভাই বোন আর আত্মীয়-স্বজনের সাথে চলতো ক্যারাম খেলা।বেশী খেলতাম এ জন্য আম্মা মাঝে মাঝে ক্যারাম বোর্ড ভেঙ্গে ফেলতো আর আব্বা আবার কিনে দিতো।এভাবে যে কত ক্যারাম বোর্ড আব্বা কিনেছে আর আম্মা ভেঙ্গেছে তার হিসেব নেই।

স্কুল জীবনে বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় কখনও পুরস্কার পেয়েছি বলে মনে হয় না... তবে বিয়ের পর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুর , বরের চাকরির সুবাদে যখন গেলাম.. খেলার পরিবেশটা তখন নতুন করে পেলাম।২৬শে মার্চ,১৬ই ডিসেম্বর খেলা হতো -সুঁইসুতা দৌড়,মারবেল দৌড়, চোখ বেঁধে হাড়ি ভাঙ্গা,গোলক,চাকতি,বল নিক্ষেপ ইত্যাদি।এসব খেলায় প্রতিবছরই দু-তিনটা পুরস্কার পেতাম।তাছাড়া কর্মকর্তা গৃহিণী ক্লাবের বার্ষিক খেলায় ক্যারাম বোর্ড একক, দ্বৈত ও দাবা খেলা এই তিনটা পুরস্কার আমার কখনও মিস হতো না।পুরস্কার পাওয়ার আনন্দের চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি খেলতে এসে আড্ডা আর একেক দিন একেক ভাবির খিচুরি খাওয়ায়।

বাচ্চাদের সাথে মাঠে একদিন সব ভাবিরা মিলে শখ করে সাতচারা খেলেছিলাম।ভুলে গিয়েছিলাম বয়স,চলে গিয়েছিলাম শৈশবে।মনে হয়েছিল,আমাদের দেশে এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ আর খেলার পরিবেশ থাকলে আধুনিকতার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত যে অস্থিরতা বেড়েই চলছে সেটা কিছুটা হলেও কমে যেত।

খোলা আকাশের নিচে খেলাধুলা যে আনন্দ দেয়, তা সব বয়সের মানুষের জন্যই অতুলনীয়। আজকের প্রযুক্তির ভিড়ে মোবাইল আর ল্যাপটপের গেমে অভ্যস্ত শিশুরা কখনও সেই নির্মল আনন্দের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না। শৈশব আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়। এই সময়ের সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল খেলাধুলা। প্রতিটি খেলায় ছিল ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ, ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা। সেই শিক্ষা আমাদের শিখিয়েছে দলবদ্ধতা, সহনশীলতা আর বন্ধুত্বের মূল্য।তাই শৈশবের খেলাধুলার রঙিন মুহূর্তগুলো আমাদের স্মৃতিতে থাকবে চির অম্লান!

একসঙ্গে

তৈমুর খান

বঙ্গভঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে বুলবুলি
ধান খেয়ে গান গেয়ে নাচ দেখিয়ে
বেশ বঙ্গভঙ্গ ছড়িয়ে দিচ্ছে।
আমরা হাত ধরছি, হাতে হাতে হাত রাখছি
আমরা বুকের বার্তা বুকে বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছি
একটি বাংলা, একটি পাড়া, একটি পরিবার
ঘুম কেন কেড়ে নিচ্ছিস, ও দুঃস্বপ্নরা?
জুতোর ভেতর কাঁটা ফুটছে, জামার ভেতর
আগুন জ্বর
চোখ খুলেও অন্ধ চোখ, চোখের জলেই
ধুয়ে নিচ্ছি ভেঙে পড়া বাংলা ঘর।
মাটি চিনে, মেঘ চিনে, গাছপালা আর
চায়ের কাপ
ট্রেন লাইনে হুইসল্ শুনে ছুটছি পথ
পথে পথে
আয় মানুষ, বাংলা আয়, ভাষা ও চাঁদ।

আলো-আঁধার সময়ে

আশরাফ আহমেদ

সময় যখন আলো-আঁধার তখন খোঁজার বাসনা দূর্দান্ত
শ্লথ পায়ে একপা দুপা করে জানালা ছুঁতে অবিরাম চেষ্টা
দৃষ্টি তাও বারবার হোঁচট খায় দিশেহারা মন ভীষণ অশান্ত
পর্দা সরিয়ে আলো খুঁজি মিটাতে চোখের প্রাণান্তকর তেষ্টা,
কখন উদয় হবে সূর্য্যি মামা তার তীব্র ক্ষীণ রশ্মি নিয়ে
প্রণয়স্রোতে আঘাত হানতে উদ্যত উদগ্র বাসনা জাগিয়ে ।
প্রথম আলোর মায়াবতী পাখি সোহাগি বুকে ওঠবে জেগে
তৃষিত পিপাসায় ঠোঁট ঠেলে দেবে কোঠরে প্রবল আবেগে ।
প্রশমিত সুখে নিমীলিত আবেশী চোখ মেলে দেখে
সুখানিভুত আনত দৃষ্টি উন্মোচিত হয় অচিন পুলক থেকে
যেদিকে তাকায় ঘাস দূর্বা, বৃক্ষ ডাল পত্রপাতায় সুশোভিত
বড সুন্দর সবুজ পৃথিবী এ লগ্নে কল -কাকলিতে মুখরিত !
রোদেলা ভোরে বৃক্ষের পাতার আড়ালে সূর্যের মিষ্ট তাপ
সোনালী স্বপ্নে ক্ষণেক ঝিমুনি দূর করে যত অভিশাপ !

দুর্বৃত্তের আস্ফালন দেখলে

দেওয়ান নাসের রাজা

তুমি যখন একাকী অন্য শহরে যাও
তখন আমার ভাঙা ঘরের বেড়া দিয়ে
বেড়াল আসা-যাওয়া করে
চুলোয় চড়ানো হয় না হাঁড়ি
ক্ষুধার্ত আমার
নাড়িভুঁড়ি আসতে চায় বেরিয়ে
ক্রমশ বমি ভাব বাড়তে থাকে।
যখন দেখি মানুষকে পূজা করছে দীন
চুমু খাচ্ছে পিরের ধৌত পায়ে
আর আশেপাশে নিঃস্ব---
রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যায়
তখন দলীয় মাস্তানের দৌরাত্ম্য যায় বেড়ে
আমার পেটে মোচড় দিয়ে ওঠে!
যখন চিকিৎসায় অর্থব্যয় বাড়তে থাকে
নিঃস্ব হয়ে পড়ে প্রান্তিক কৃষক
বাড়ি, বোরো খেত বিক্রি করে
চিকিৎসার ব্যয়---
চালাতে হিমসিম খেতে হয়
তখন নেকড়ের চাকচিক্য ঝলক দেয়।

কখনো এতিম মেয়েটি খাদ্যের আশায়
ভয়ার্ত বিড়ালের মতো এদিক-ওদিক
তাকায়। কোথাও পায় না খাদ্য
তখন কাজী নজরুলের শতাব্দীর মতো
মনে হয় কবিরা অতৃপ্ত, অসহায়
সাহায্যের হাত বাড়াতে অপারগ
অসময়ে বাঘের ডেরায়।
এখনো দুর্বৃত্তের আস্ফালন দেখলে
কবি নজরুলকে মনে পড়ে যায়।

জলে ভেজা শব্দ

জেবুন্নেছা জোৎস্না

টুপ করে অভিমানে জলে ভেজে শব্দ
আমি কোথাও খুঁজে পাইনা তাকে হায়!
চুপচাপ একেলা বসে আছি অবেলা
জলের গানে যদি তুমি ডাকো আমায়
চেনা ছায়া, তবু আবছায়া
কি যে মায়া, প্রেম মোহমায়া ।
আঙ্গুলে আঙ্গুল ছুঁয়ে কুমারী হৃদয়
স ্যাঁতস ্যাতে জানালায় সূর্যমুখীর আশায়
কাছে আসা, দ্বিধা - নিরাশা
নেই ভাষা, তবু ভালোবাসা ।
এই টলোমলো মন আজ গহীন শূন্যতায়
পদ্ম পাতার প্রেম আমাকে স্রোতে ভাসায়

বকুলমালা

শাকেরা বেগম শিমু

এই সখি তোর মনের কোণে
কিসের এতো জ্বালা,
কার লাগি তুই রোজই গাঁথিস
বকুল ফুলের মালা!
কখনো বা শিউলিমালা
খোঁপায় গুজিস তুই,
তোর বাড়িতে এলেই দেখি
হাতে সুতা ও সুঁই।
কোন সখারে পরাবি তুই
বকুল ফুলের মালা,
সখি আমার ধমকে বলে
বাড়াস না তো জ্বালা।
আসবে আমার প্রাণের সখা
আর কিছুদিন বাকি,
বকুল ফুলের মালা গেঁথে
তার আশাতেই থাকি।

তালাকনামা-১৯

মান্নান নূর

বিকেল গড়িয়ে আসে দুঃখপ্রাপ্ত সন্ধ্যা
বাতি জ্বলা গাঢ় নিরবতা কারবালা ফোরাত
আমার কি সাধ্য আছে তোমাকে খুঁজে এনে
আবার সাজাই?
ও-হাতে কুপি জ্বেলে সন্ধ্যার নামাজ
আলোতে দুলে উঠে রহস্যের সীমা
আজ ও-হাত বিনে কুপি জ্বলে
আলোর আড়ালে তোমার-আলোমুখ নেই
কোথায় খুঁজি! এ-রাত যত বেশি গাঢ় হয়
ততই বিষণ্ণ হই,যদিও আকাশে উঠে চাঁদ পূর্ণিমা,
পূর্ণিমায় ভেসে ভেসে কালো অক্ষরে লিখি-
"তালাকনামা"।

সন্দেহ

রওশন হক

প্রতিটি মুহূর্তে শিখো,
চারপাশে আঁকো ছোটো গণ্ডী -
কেউ যেন কাছে না আসে।
দূরে সরে বাঁচো,
প্রতিটি ইঞ্চি জীবনে বুনে দাও সন্দেহের বীজ।
প্রিয় ঠোঁট, চোখ, হাতের স্পর্শ -
সবকিছুতেই রাখো সন্দেহ।
প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি পদচিহ্ন,

প্রণামের ভেতরেও রাখো দ্বিধার ছায়া।
শব্দ, ধ্বনি, স্বর, ব্যঞ্জন -
সবকিছুকেই করো প্রশ্নবিদ্ধ।
কীটপতঙ্গ, পশুপাখি,
তাদের শ্রম, বাসা, শাবক লালন -
সবকিছুতেই ফেলো সন্দেহের চোখ।
ডানা, উড়াল, কাকলির স্রোত -
কিছুতেই থাকুক না নিশ্চিন্ত বিশ্বাস।
চোখের জল, ঘামের বিন্দু,
অন্তরঙ্গ আনন্দ -
সবকিছু মুখস্থ করো
সন্দেহের নামতার মতো।
ইতিহাস, মাটি, বেঁচে থাকার প্রতিটি
ক্ষণ -
সবকিছুকেই করো প্রশ্ন।
শেষে, ভালোবাসাকেও
সন্দেহের আলোয় ধরো।

নরম ফুলের হাসি

রিপন বর্মন

আর দু'কদম হাঁটো..
দু'একটা দুপুর যেমন থাকতে চায় ড়
শীতের রোদে,
সে রকম ইচ্ছেতে এগিয়ে আসো।
আঙুলের ডগায় থাকুক কিছু মিহি আদর,
ঠোঁটে এলাচের গন্ধ।
আর দু'কদম হাঁটো
দেখো, একটা পাখি গাছের কোটরেড়
চোখে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার পথ।
ঐ যে আর একটা পাখি,
তার পাখায় নরম ফুলের হাসি।
হাঁটো, আরও দু'এক কদম হাঁটো

ভালবাসার ঘ্রাণ নিতে

মাসুম মোরশেদ

একদিন লেইট দুপুরে ডিঙি নৌকোয় ভেসে ভেসে যাবো
তোমার ঘাটে, একা।
জলে তোমাকে ভাবতে ভাবতে
তোমার ছবি আঁকতে আঁকতে ভেসে যাবে নাও।
জলে ছবি নড়েচড়ে
জলে আমার মন ভরে।
ঘাটের বুক পানিতে মুখ ফিরিয়ে গোসল করবে
কিংবা ঘাড় ঘুরিয়ে
পিঁড়িতে কাপড় ধোবে।
পিঠের বড়ো কালো তিলে চিনবো তোমাকে।
ঝুপ করে পড়ে যাবো জলে!
বাঁচাও! বাঁচাও!
তুমি মরণপণ লড়াই করে বুকে টেনে তুলবে।
আমি তোমার বুকে নেতিয়ে পড়ে
ভালবাসার ঘ্রাণ নেবো।

অভিমানের সুঁতো

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

অভিমানের সুঁতো ধরে যখন এগিয়ে যাই
তখন বাধা হয়ে সামনে দাঁড়ায় প্রতিশ্রুতি!
অনুভুতির করিডোর শীতল হয়ে পড়ে,
তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ধসে পড়ে ভাবনা
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয় হৃদয়ের গিটারের সব তার
তখন মস্তিষ্কে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত লাগে
কোথায় যেন ভুলের মাশুল -----
পিছন থেকে লাগাম ধরে টানছে।
শেষ বিকেল টা বিষণ্নতার ঢাকা পড়ে আছে
শূন্য কলসী নিশ্চুপ পড়ে ছিল অনেকক্ষণ
পানির মিষ্টি কলকল শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে
সকল চিন্তা শক্তির বুক ছিঁড়ে,
শিকল পড়া পেয়ে ঘুঙুর সেটা খেয়াল করিনি
ধ্বস পড়া দেয়ালে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে
অদ্ভুত এক কাহিনীর গল্প কথা,
অভিসারে অভিমানের প্রকৃত রূপ ---

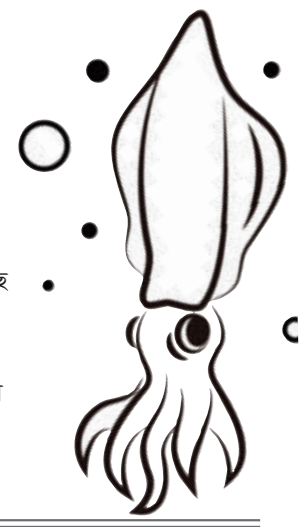

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

হিপবাথ কী কেন মলদ্বারে হিপবাথ নেবেন

ডা. ইসমাত জাহান লিমা: হিপবাথ বা মলদ্বারে গরম সেঁক অনেক সমস্যার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি চিকিৎসা প্রক্রিয়া। এটি অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ একটি উপায়। তবে হিপবাথ নিয়ে অনেকের মনে অনেক রকম সংশয় আছে। বিশেষ করে কেন দেব, কখন দেব, কীভাবে দেব, কত দিন দেব এ ব্যপারে অনেক রকম মতভেদ আছে।

* উপকারিতা

▶ মলদ্বার পরিষ্কার রাখে।
▶ ব্যথা কমায়।
▶ ফোলা কমায়।
▶ ইনফেকশনের মাত্রা কমায়।
▶ রক্ত সরবরাহ বাড়ায়।
▶ ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকায়।

* হিপবাথ কখন দেব

▶ মলদ্বারে ব্যথা (ফিসার, ফোঁড়া, থ্রম্বসিস, প্রলাপ্স ইত্যাদি) হলে।
▶ মলদ্বারে ইনফেকশন হলে।
▶ মলদ্বারের অপারেশনপরবর্তী সময়ে।
▶ মলদ্বারে ফোড়া বা ফিস্টুলা হলে।
▶ চুলকানি হলে।

* হিপবাথে কতক্ষণ বসবেন

অপারেশনের পর প্রতিবার ১৫-২০ মিনিট করে বসবেন। তবে সমস্যা যত কমে আসবে হিপবাথ নেওয়ার সময়টাও তত কমে আসবে।

* কত দিন বসবে

যত দিন সমস্যা থাকে তত দিন। তবে অপারেশনের পর যদি বাইরে কোনো ক্ষত না থাকে তাহলে হিপবাথের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে বাইরে ক্ষত থাকলে যত দিন ক্ষত থাকবে তত দিন নিতে হবে।

* গরম সেঁক বা হিপবাথ কতবার নিতে হবে

অপারেশনের পর প্রথম দিকে বলা হয় দিনে ৩ বার আর সঙ্গে যতবার পায়খানা হয় ততবার নিতে হবে। তবে ১ থেকে ২ সপ্তাহ পর শুধু যতবার পায়খানা হবে ততবার পায়খানার পরপর নেবে। এখন অনেকের প্রশ্ন থাকে, আমি তো অফিস করি তাহলে আমি কীভাবে নেব? তার ক্ষেত্রে অফিসে যাওয়ার আগে একবার নেবে এবং অফিস থেকে আসার পর নেবে।

* হিপবাথে কোনো সমস্যা হয় কি

উত্তর হচ্ছে-না। তবে পানি খুব বেশি গরম থাকলে বার্ন হতে পারে। খুব বেশি ঠান্ডা থাকলে ফ্রস্ট বাইট হতে পারে। সামান্য অস্বস্তি হতে পারে।

লেখক : কলোরেক্টাল সার্জন, সহযোগী অধ্যাপক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।

যে ৫ খাবার খেলে হতে পারে দাঁতের সমস্যা

বাংলাদেশ ডেস্ক : কথায় আছেড় আমরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বুঝি না। এটি এখন কথায় নয়, আমরা বাস্তবেও সেই কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিড় দাঁতে যখন ব্যথা শুরু হয়, তখন বুঝতে পারি, কতটা বিপদ। দাঁতে ব্যথা হলে হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায় দাঁতের মর্যাদা। শরীর সুস্থ রাখতে যেমন স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া দরকার, দাঁতের জন্যও একই নিয়ম। আর দাঁতের ক্ষয় ও ব্যথার কারণ হতে পারে দৈনন্দিন জীবনে খাবার বেছে নেওয়ার ভুল থেকেও। অনেকেরই ধারণাড় দাঁতের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো চিনি। মিষ্টি খাবার খেলে দাঁতে গর্ত হয়, ক্ষয় হয়। আর দাঁতে 'ক্যাভিটি' বা গর্ত হওয়া কিংবা অ্যানামেল ক্ষয়ে কয়েকটি বড় খাবারই ভূমিকা রাখে।

শুধু চিনিই নয়, দাঁতের ক্ষতি করে আরও অনেক খাবার। দাঁতের যত্ন নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞরা বলছেন- শুধু চিনি নয়, আরও বেশ কিছু দৈনন্দিন খাবার দাঁতের ক্ষতির জন্য সমানভাবে দায়ী। নিউইয়র্কের দন্ত-চিকিৎসক ডা. সন্দীপ সাচার রিয়েলসিম্পল ডটকমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছেনড় খাবার দাঁতের স্বাস্থ্যে বড় ভূমিকা রাখে, যা অনেক সময় মানুষ উপলব্ধি করে না। জেনেটিকের কারণে দাঁতের অ্যানামেলের আস্তরণ কিছুটা শক্ত বা দুর্বল হতে পারে, লালা উৎপাদন কম বা বেশি হতে পারে।

ডা. সন্দীপ বলেন, শুকনো ফলে প্রাকৃতিক চিনি অনেক বেশি ঘন আকারে থাকে। এগুলো আবার আঠালো প্রকৃতির হওয়ায় দাঁতে দীর্ঘ সময় আটকে থাকে। ফলে দাঁতে ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়া খাবারের টুকরা থেকে অ্যাসিড তৈরি করে, যা অ্যানামেল ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, কোন ভুল খাবারে দাঁতের বিড়ম্বনায় পড়তে হয়ড়

চকোলেট : শিশুরা তো বটেই, বড়রাও চকোলেট খেতে ভালোবাসেন। যদিও ডার্ক চকোলেট খেলে উপকার হয় ঠিকই, তবে তার পরিমাপ আছে। দেদার চকোলেট খাওয়ার প্রবণতা দাঁতের ক্ষতির কারণ হতে পারে। বিশেষত শিশুরা লজেন্স, চকোলেট পেলেই বায়না জুড়ে দেয়। নিয়মিত এসব খেলে দাঁতের ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে।

চিপস ও আইসক্রিম : অতিরিক্ত ঠান্ডা খাবার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর। আর চিপস খেতেও অনেকে ভালোবাসেন। চিপসও দাঁতের জন্য ভালো নয়। আইসক্রিম বেশি খেলে শির-শিরানি, ব্যথা হতে পারে। এ ধরনের খাবার শুধু দাঁতের জন্য মন্দ, তা-ই নয়। তার ওপর এ ধরনের খাবার খেয়ে মুখ না ধোয়ার প্রবণতা, রাতে দাঁত না মাজার অভ্যাস বিপদ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

পেস্ট্রি : রকমারি ক্রিম দেওয়া এবং বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের পেস্ট্রির আকর্ষণ অনেক সময় বড়রা এড়াতে পারেন না। ছোটরা তো কোনো ছাড়ই দেন না। কিন্তু মাঝেমধ্যে যে খাবার খাওয়া যায়, তা প্রতিদিন খেলে ক্ষতি, সেটি সবাইকে বুঝতে হবে। পেস্ট্রিতে থাকা তেল ও চিনি শরীরের পক্ষেও ভালো নয়, দাঁতের জন্য তো নয়ই।

কার্বোনেটেড পানীয় : কার্বনযুক্ত পানীয় খেতে সবাই ভালোবাসেন। কিন্তু তা দাঁত ও শরীরের জন্য ভালো নয়। কার্বোনেটেড পানীয়ে থাকা উপাদান, চিনি, কার্বন ডাই-অক্সাইডড় সবটাই দাঁতের ক্ষতি করতে পারে। এতে অ্যাসিডজাতীয় উপাদান থাকে। পানীয় খেয়ে মুখ ধোয়ার প্রবণতাও সবার থাকে না। ফলে কার্বোনেটেড পানীয় দাঁতের অ্যানামেল বা সুরক্ষার জন্য থাকা বর্মের ক্ষতি করতে পারে।

সাদা পাউরুটি : ব্রাউন ব্রেড বাজারে মিললেও সাদা পাউরুটি খাওয়ার প্রবণতাই বেশি লক্ষ করা যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট থাকে। কার্বোহাইড্রেট ভেঙে শর্করা হয়, যা দাঁতে লেগে থাকলে ক্ষতির কারণ হতে পারে। দাঁতে রোগ-জীবাণুর আক্রমণও এতে বেশি হয়। শুকনো আম, খেজুর, কিশমিশ এসব খাবারকে স্বাস্থ্যকর মনে করে খাওয়া হয়। তবে এগুলো দাঁতের জন্য বেশ ক্ষতিকর হতে পারে।

সকালের নাস্তা এড়ালে হতে পারে যে ক্ষতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নতুন গবেষণা বলছে, সকালের নাস্তি এড়ানো শুধু ক্ষুধার কারণই নয়, এটি হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, নিয়মিত নাস্তা না খেলে হাড় ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং অস্টিওপোরোসিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, দুধ, দই, ডিম এবং ফোর্টিফায়েড সিরিয়ালের মতো সাধারণ নাস্ত্যকারি খাবারে থাকে প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি, যা হাড়কে মজবুত রাখতে সাহায্য করে।

একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, "আমাদের হাড় সবসময় পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ায় থাকে ড় কিছু অংশ ভেঙে যায়, আবার নতুন করে গড়ে ওঠে। সকালবেলায় যদি শরীর সঠিক পুষ্টি না পায়, এই প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে হাড় দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।" গবেষকরা আরও দেখেছেন, নাস্তা এড়িয়ে চললে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। কর্টিসলের মাত্রা বেশি হলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি হাড়ের সমস্যার ঝুঁকি আরও বাড়ে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস

ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

Sleep and Lung Center

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে

বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700

170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ভেবেছিলাম সবাই আমার, আসলে কেউই আর আমার নেই : পপি

বিনোদন ডেস্ক : অনেকদিন ধরেই শোবিজ থেকে আড়ালে রয়েছেন অভিনেত্রী সাদিকা পারভিন পপি। তবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শুরুতে স্বামী-সন্তান নিয়ে প্রকাশ্যে আসেন তিনি। বর্তমানে সংসার ও সন্তান নিয়ে ব্যস্ত সময় আছেন তিনি। ১০ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ছিল এই অভিনেত্রীর জন্মদিন। জন্মদিন প্রসঙ্গে পপি বলেন, 'যখন সিনেমায় নিয়মিত কাজ করেছি, তখন জন্মদিন ছিল উৎসবের মতো। দিনভর মানুষ আসত, ভক্তরা ফোন দিতেন, কেউ কেউ বাসায় কেক-ফুল পাঠাতেন। কখনও শুটিং সেটেই জন্মদিন উদযাপন করেছি। পপি ফ্যান ক্লাবগুলোও দেশজুড়ে নানা আয়োজন করত। জন্মদিন ঘরোয়াভাবেই কাটবে। কিছু এতিমখানায় কোরআন খতম ও খাবারের আয়োজন করা হয়েছে।'জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসা পপি বলেন, 'পরিবারের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে নিজের ভিত্তি শক্ত না করে সবার জন্য সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কারণ পরে যেন কেউ আঙুল তুলে কথা না বলতে পারে।

একসময় ভেবেছিলাম সবাই আমার। পরে দেখলাম কেউই আর আমার নেই। সেই কঠিন সময়ে আমার ইন্ডাস্ট্রির মানুষ আর স্বামী আদনান পাশে ছিল। তাঁর সমর্থনেই পথচলা সহজ হয়েছে।' পপি অভিনীত 'কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র' সিনেমার কাজ আবার শুরু হবে বলে শোনা যাচ্ছে। তবে তিনি অভিনয়ে ফিরবেন কিনা, তা এখনও নিশ্চিত নন। তাঁর ভাষ্য, 'এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। আপাতত অভিনয় করছি না, সংসার নিয়েই ব্যস্ত আছি।' এদিকে শিগগিরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে তাঁর অভিনীত সিনেমা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'। ২০১৯ সালে এফডিসিতে ছবিটির শুটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সাদেক সিদ্দিকী পরিচালিত এ সিনেমা ২০২১ সালে সেন্সর ছাড়পত্র পায়। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের গল্পনির্ভর এ ছবিতে পপিকে দেখা যাবে একজন পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন আমিন খান। পপির সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ছিল 'দ্য ডিরেক্টর' (২০১৯)।

অচেনা লুকে জোলি

বিনোদন ডেস্ক : নিজস্ব ছক ভেঙে অনেকটা অনেকটা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করলেন হলিউড তারকা অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। তার লম্বা কালো চুল ভক্তদের কাছে ছিল এক ধরনের 'ট্রেডমার্ক'। এবার তাকে দেখা গেল হালকা সোনালি রঙের ছোট বব হেয়ারস্টাইলে। তিন দশকে এটাই তার সবচেয়ে ছোট হেয়ারস্টাইল। সম্প্রতি লন্ডনে 'অ্যাংকশাস পিপল' সিনেমার সেটে এভাবেই ধরা দিয়েছেন জোলি। প্রায় অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির পরনে লম্বা সাদা র‍্যাপ টপ, ফ্লোই ক্যাপ্রি প্যান্ট, সঙ্গে হালকা লাল লিপস্টিক ও সোনালি ব্রোচ। সাধারণত লম্বা কালো চুলে অভ্যস্ত ভক্তরা নতুন এই রূপ দেখে এক কথায় মুগ্ধ হয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ক্যারিয়ারে যেমন বহুমাত্রিক চরিত্র এসেছে, তেমনি প্রতিটি লুকও দর্শকদের মনে রেখাপাত করেছে। 'গার্ল, ইন্টারাপটেড' থেকে শুরু করে 'মেলিফিশেন্ট' প্রতিবারই তিনি নতুন রূপে হাজির হয়েছেন। তবে সোনালি ছোট বব হেয়ারকাট তাঁর জন্য একেবারেই নতুন অধ্যায়, যা শুধু ছবির চরিত্রের প্রয়োজনে নয়; বরং তাঁর ক্যারিয়ারের ফ্যাশন মাইলস্টোন হিসেবেও ধরা হচ্ছে। 'অ্যাংকশাস পিপল' সিনেমায় জোলির লুকের ছবিটি প্রথম প্রকাশিত হয় ব্যাকগ্রিডে, এরপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ফ্যান ক্লাবগুলোতে। সামাজিক মাধ্যমে এক ভক্ত লিখেছেন, 'এ যেন নতুন এক জোলি, অথচ আগের মতোই মোহময়ী।' আরেকজন লিখেছেন, 'তিনি যখনই লুক পরিবর্তন করেন, তখনই সেটি ফ্যাশনের নতুন ধারা হয়ে ওঠে।'

ভুল করেছি, তাই সবার কাছে ক্ষমা চাইছি : সোহেল রানা

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড কিংবদন্তি অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানা দীর্ঘদিন ধরে তিনি সিনেমা থেকে দূরে আছেন। এখন আর তাকে নিয়মিত পর্দায় দেখা যায় না। বয়সের ভারে এখন তিনি বেশিরভাগ সময় বাসাতেই কাটান। কিন্তু তারপরও তার মনের গভীরে থাকে সিনেমার টান। সহকর্মীদের জন্য মমতা আর দেশবাসীর প্রতি দায়বদ্ধতা এখনো অনুভব করেন বলে জানান এ ড্যাশিং হিরো। গত ৭ সেপ্টেম্বর বিএফডিসিতে প্রয়াত চলচ্চিত্রশিল্পীদের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত হয়ে নতুন ও পুরোনো শিল্পীদের ভিড়ে আবেগে-আপ্লুত সোহেল রানা সে কথা বলেন। এ বর্ষীয়ান অভিনেতা বলেন, কে কখন চলে যাব, শিওর না। তাই এ সুযোগে আমার সঙ্গে যারা কাজ করেছেন বা ভবিষ্যতে করবেন, আমি যদি কারও প্রতি কোনো অন্যায় বা ভুল করে থাকি, আমি সবার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ আমি জানি না, কবে চলে যাব। সোহেল রানা বলেন, আমি ভুল করেছি, ভুল অনেক করেছি। তাই সবার কাছে ক্ষমা চাইছি। যেন মৃত্যুর পর মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নীতি ও আদর্শ নিয়ে দাঁড়াতে পারি।

উল্লেখ্য, অভিনেতা মাসুদ পারভেজ ওরফে সোহেল রানা নায়ক হিসেবে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশের পর ব্যাপক পরিচিতি পান। তবে প্রযোজক হিসেবে তার যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'ওরা ১১ জন' প্রযোজনার মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রে প্রবেশ। যে সিনেমায় কোনো খেলনা অস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। এরপর ১৯৭৩ সালে কাজী আনোয়ার হোসেনের জনপ্রিয় চরিত্র অবলম্বনে নির্মিত 'মাসুদ রানা' সিনেমায় তিনি নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন। একই সিনেমার মাধ্যমে মাসুদ পারভেজ নামে পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ ঘটে তার। সোহেল রানা ক্যারিয়ারে অসংখ্য জনপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন। অভিনয়ে অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছেন। এ ছাড়া ২০১৯ সালে পান আজীবন সম্মাননা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

আপত্তিকর ছবি ভাইরাল

আদালতে ঐশ্বরিয়া

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী ও সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নিজের নাম, ছবি ও কণ্ঠস্বরের অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) তিনি আদালতে একটি আবেদন জমা দেন, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে তার ছবি ও কণ্ঠস্বর বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা তার ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং পেশাগত ভাবমূর্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। ঐশ্বরিয়ার আইনজীবী সন্দীপ শেঠি আদালতে জানান, অনুমতি ছাড়াই বিভিন্ন পণ্যে যেমন কফি মগ, টি-শার্ট ইত্যাদিতে অভিনেত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ইউটিউব ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এআই-জেনারেটেড আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও, যা অভিনেত্রীর সম্মানহানির আশঙ্কা তৈরি করেছে।

এছাড়া, 'নেশন ওয়েলথ' নামের একটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি ঐশ্বরিয়ার নাম ব্যবহার করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এমনকি প্রতিষ্ঠান-টির লেটারহেডে তাকে 'চেয়ারপার্সন' হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং প্রতারণামূলক। আবেদনে আরও বলা হয়, কিছু অসাধু চক্র ঐশ্বরিয়ার জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। আইনজীবী স্পষ্ট করে বলেন, 'শুধু নাম ও ছবি ব্যবহার করেই কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, কিছু আপত্তিকর এআই ছবি ব্যবহার করে মানুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে একই ধরনের অভিযোগ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েছিলেন ঐশ্বরিয়ার শ্বশুর, বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন। তখন আদালত তার নাম, ছবি ও কণ্ঠস্বর অনুমতি ছাড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আদেশ দেন।

আমার ফুসফুস প্রায় শেষের দিকে - আরশ খান

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের ছোটপর্দার অভিনেতা আরশ খান অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও বেশ সরব থাকেন। সম্প্রতি ধূমপান ও ভেপের ক্ষতিকর দিক নিয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন তিনি। যারা এই আসক্তিতে জড়াতে চলেছেন, তাদের সতর্ক থাকার পরামর্শও দিয়েছেন এ অভিনেতা। গত ৭ সেপ্টেম্বর সামাজিক মাধ্যমে নিজের ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন আরশ খান। সেখানে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ধূমপানের দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন।

স্ট্যাটাসে আরশ খান লিখেছেনড়বিশ্বাস কর, সুস্থ থাকার চেয়ে বড় ফ্লেক্স আর কিছু নেই। তোমরা যারা রিসেন্টলি ধূমপান বিষয়টিকে আপন করে নেওয়ার ভাবনায় আছ, তারা এ বিষয় থেকে দূরে থাকো। তিনি বলেন, ধূমপায়ী ব্যক্তি ধূমপান ছাড়লে ফুসফুসে যদি বড় কোনো ক্ষত না থাকে, তবে ফুসফুস স্বাভাবিক হতে সময় লাগে ৯ মাস। তার পরও এমন কিছু ক্ষতি হয়ে যায়, যা কোনো দিন ঠিক হয় না বলে জানান এ অভিনেতা। আরশ খান বলেন, আমি স্কুলজীবনে ফ্লেক্স করতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সিগারেট খাওয়া শুরু করেছিলাম। ১৯ বছর শেষ। আমার ফুসফুসও প্রায় শেষের দিকে। এ অভিনেতা বলেন, এখন ফ্লেক্সের বিষয়বস্তু অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সিগারেট ছাড়ার জন্য ধরলাম ভেপ। গত ১৯ বছরে ফুসফুসের যে বারোটা বেজেছিল, তার তিনগুণ বেজেছে গত ছয় মাসে।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা আইফোনের ডিজাইনার কে এই আবিদুর চৌধুরী

বাংলাদেশ ডেস্ক : অ্যাপলের সর্বশেষ 'অও ড্রপিং' অনুষ্ঠানে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন এক নতুন মুখ, আবিদুর চৌধুরী। তিনি বিশ্বের সবচেয়ে পাতলা স্মার্টফোন আইফোন এয়ার উপস্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠানটি ছিল প্রযুক্তি দুনিয়ার কাছে অত্যন্ত প্রতীক্ষিত। যখন নতুন আইফোন এয়ারের নকশা প্রকাশ করা হয়, তখনই সবার কৌতূহল জাগে, এই ভবিষ্যতমুখী নকশার পেছনে কে কাজ করেছেন?যদিও তিনি মঞ্চে সরাসরি আসেননি, তবে পর্দায় ভেসে উঠেছিল তার নাম ও পদবি, শিল্প নকশাবিদ, আইফোন। ভিডিও উপস্থাপনার সময় তার কণ্ঠেই শোনা যায় অ্যাপলের উদ্দেশ্য, 'আমরা এমন একটি আইফোন বানাতে চেয়েছি, যাকে ভবিষ্যতের একটি অংশ মনে হয়।' এতদিন অ্যাপলের অনুষ্ঠানগুলোতে মূলত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই নতুন পণ্য উন্মোচন করেছেন। কিন্তু এবার একজন নকশাবিদকে সামনে আনা প্রমাণ করে, পণ্যের সৃজনশীল দিকটিকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে অ্যাপল।

আবিদুর চৌধুরীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা লন্ডনে। ছোটবেলা থেকেই তিনি সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তায় আগ্রহী ছিলেন। তার সেই আগ্রহই তাকে পণ্য নকশার জগতে নিয়ে আসে। তিনি যুক্তরাজ্যের নামকরা লাফবারো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে প্রোডাক্ট ডিজাইনে স্নাতক সম্পন্ন করেন।শিক্ষাজীবনেই তিনি অর্জন করেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বেশ কিছু মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো রেড ডট ডিজাইন পুরস্কার (২০১৬)। এটি বিশ্বজুড়ে তরুণ নকশাবিদদের জন্য অন্যতম সম্মানের বিষয়। একই সময়ে তিনি পান জেমস ডাইসন ফাউন্ডেশনের বৃত্তি, যা সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী চিন্তার স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।এছাড়া তিনি অর্জন করেন কেনউড যন্ত্রপাতি পুরস্কার, যেখানে বাস্তব জীবনে কার্যকর ও মানুষের জীবনকে সহজ করার মতো নকশার জন্য তাকে বেছে নেওয়া হয়। এর বাইরেও তিনি পেয়েছেন আরও বেশ কয়েকটি স্বীকৃতি, যা তার প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। শিক্ষাজীবনেই এতগুলো আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রমাণ করে, তিনি জন্মগতভাবেই একজন দক্ষ ও উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী।

শিক্ষাজীবন শেষে তিনি পেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমদিকে কাজ করেন ক্যামব্রিজ কনসালট্যান্টস এবং কারভেন্টা নামের প্রতিষ্ঠানে। এই অভিজ্ঞতা তার বাস্তব দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। এরপর তিনি যোগ দেন লন্ডনের পরিচিত নকশা প্রতিষ্ঠান লেয়ার-এ। সেখানে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রকল্পে কাজ করেন এবং নিজেকে একজন দক্ষ নকশাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

২০১৮-১৯ সালে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠান আবিদুর চৌধুরী ডিজাইন চালু করেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন স্টার্টআপ ও উদ্ভাবনী সংস্থার সঙ্গে কাজ করেন। শুধু পণ্য নকশা নয়, বরং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা ও ব্যবসায়িক কৌশলের দিকেও তিনি কাজ করতেন। এটি তাকে একজন বহুমাত্রিক নকশাবিদ হিসেবে তুলে ধরে।অবশেষে ২০১৯ সালে তিনি যোগ দেন অ্যাপল-এ। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তিনি যুক্ত হন বড় বড় উদ্ভাবনী নকশা প্রকল্পে। তার কাজের পরিধি শুধু একটি পণ্যের বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করতে কিভাবে প্রযুক্তি ও নকশাকে একীভূত করা যায়, সে বিষয়েও তিনি ভূমিকা রাখেন। অ্যাপলের ইতিহাসে এবারই প্রথম এতটা পাতলা স্মার্টফোন বাজারে এলো। নতুন আইফোন এয়ার আগের যেকোনো সংস্করণের তুলনায় অনেক হালকা এবং হাতে নিলে ভবিষ্যতের কোনো যন্ত্র মনে হয়। এর ক্যামেরা ব্যবস্থাও নতুনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে নকশা আরও সুষম হয়। শক্তিশালী প্রসেসর, উন্নত ব্যাটারি ও পাতলা গঠনশৈলী একে সত্যিকারের অভিনব করে তুলেছে।এই নকশার পেছনে আবিদুর চৌধুরীর অবদান স্পষ্ট। তার হাতেই তৈরি হয়েছে এমন একটি আইফোন, যা প্রযুক্তি প্রেমীদের কাছে শুধু একটি ফোন নয়, বরং ভবিষ্যতের এক ঝলক। অ্যাপলের মতো একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাওয়া এবং এমন একটি বিশেষ প্রকল্পে মূল ভূমিকা রাখা তার ক্যারিয়ারের জন্য এক বিশাল অর্জন।

আবিদুর চৌধুরীর এই যাত্রা প্রমাণ করে, প্রতিভা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব। লন্ডনে জন্ম নেয়া এক তরুণ আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের হাতে ধরা পড়া প্রযুক্তির নকশাকার। তার কাজ ভবিষ্যত প্রজন্মের নকশাবিদদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।আইফোন ১৭ সিরিজ। এই সিরিজে আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার। আইফোন ১৭ সিরিজ লঞ্চে সামনে এল আইফোন ইতিহাসের সবচেয়ে পাতলা ফোন, আইফোন এয়ার। ফোনটি চওড়ায় মাত্র ৫.৬ মিলিমিটার। ওজন মাত্র ১৬৫ গ্রাম। ৮০ শতাংশ রিসাইকেলড টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি এই ফোনটি। এই ফোনের ৬.৫ ইঞ্চির সুপার রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে রয়েছে যার রেজোলিউশন ১২০ হার্জ পর্যন্ত। ফোনের উভয় দিকেই রয়েছে প্রো-সেরামিক শিল্ড। এর ফলে ফোন ভাঙার সম্ভাবনা আরও চারগুণ কম। তবে আয়তনে সরু হলেও, অ্যাপেল কর্তৃপক্ষের দাবি আইওএস ২৬-র অ্যাডাপটিভ পাওয়ার ফিচার এবং এন১ ওয়ারলেস চিপ থাকায় এটির ব্যাটারি খরচও কম হবে। ফোনে এআইয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক ব্রুক প্রো স্তরের পারফরম্যান্সের দাবিও করা হয়েছে।এই ফোনের ব্যাটারি থাকছে ৩১৪৯ এমএএইচ। ফোনের ব্যাক ক্যামেরায় থাকছে ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউসন ক্যামেরা সিস্টেম। সঙ্গে ১৮ মেগাপিক্সেল সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরাও রয়েছে। এই ফোনে বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত কোনো মডেলেই সিমের আলাদা কোনো স্লট রাখা হয়নি। কেবল ই-সিমই ব্যবহার করা যাবে।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক

জ্যামাইকা ফার্মেসী

আমরা এখন নতুন করে

সিভিএস কেয়ারমার্ক–

এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি

Now we accept CVS CAREMARK

✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care

✓OTC Card

আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances

ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়

JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333

168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973

E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

বিচারকের আদেশ রাইকার্স আইল্যান্ডে অফিস চালু করতে পারবে না আইস

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট-আইস রাইকার্স আইল্যান্ডে অফিস চালু করতে পারবে না বলে আদেশ দিয়েছে নিউইয়র্ক স্টেটের সুপ্রিম কোর্ট।

এ রায়কে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস ও প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের জন্য ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আইউইটনেস নিউজ জানায়, বিচারক ম্যারি রোসাদো সোমবার মেয়র এরিক অ্যাডামসের নির্বাহী আদেশ ৫০কে 'অকার্যকর' ঘোষণা করেন। তিনি এ আদেশকে স্বার্থের সংঘাতের অনুমোদনহীন উপস্থিতি হিসেবে আখ্যা দেন। চলতি বছর নির্বাহী আদেশটিতে সই করেন মেয়র। এর লক্ষ্য ছিল রাইকার্স আইল্যান্ড কারা কমপ্লেক্সে ফৌজদারি তদন্তে ফেডারেল এজেন্টদের যুক্ত হওয়ার অনুমোদন দেওয়া। সমালোচকদের ভাষ্য, মেয়রের এ আদেশ নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের পিচ্ছিল ঢাল।

এদিকে নিউ ইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ।

কানাডায় এনআইডি সেবা চালু

বাংলাদেশ ডেস্ক : কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা চালু করল নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার টরেন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন।ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ নিয়ে ১০ দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীরা ১৭টি মিশন অফিসের মাধ্যমে এ সেবার পাচ্ছেন।'স্মার্ট কাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ কার্যক্রম ও প্রবাসীদের ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণবিষয়ক আলোচনা' অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা, কানাডা বসবাসরত বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্য ও দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।জানা গেছে, প্রবাসীরা অনলাইন পোর্টালের (https://services.nidw.gov.bd) মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধনের আবেদন করে ভোটার হতে পারছেন।

বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এনআইডি সেবা দেওয়া হচ্ছে।গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান ও মালদ্বীপে এ কাজ শুরুর অনুমতি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রে লসএঞ্জেলেসের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনসহ যেখানে বাংলাদেশের অফিস রয়েছে, সেখানে শুরু হচ্ছে এ কাজ কার্যক্রম।এ ছাড়া আগামী মাসে জর্ডান, মালদ্বীপ, ওমান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এনআইডি সেবা চালুর জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৪০টি দেশে এনআইডি সেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

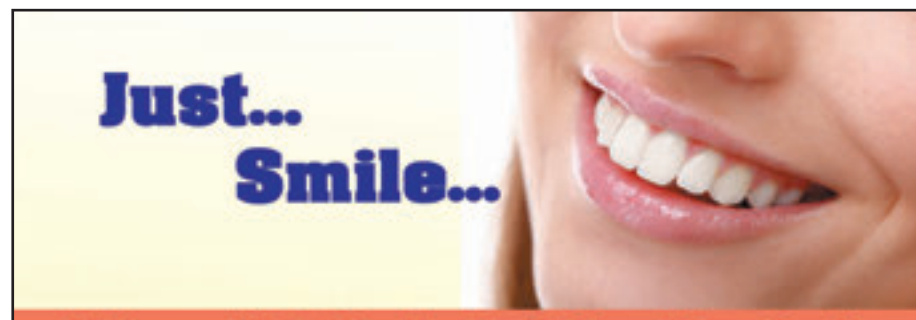

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Root Canal Therapy
- Bonding
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্বের শীর্ষ ১০ পরিচ্ছন্ন দেশের সবই ইউরোপে

বাংলাদেশ ডেস্ক : জীবনযাত্রার মান, আয়ুষ্কাল আর সুস্থতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে পরিচ্ছন্নতার। একটি দেশ কতটা পরিচ্ছন্ন, তা নির্ভর করে দেশটির বিশুদ্ধ বায়ু ও পানি, কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার ওপর। ২০২৪ সালের এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই) বা পরিবেশ সুরক্ষা সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন দেশ এস্তোনিয়া। এ সূচকে শীর্ষ ১০ পরিচ্ছন্ন দেশের সবই ইউরোপে অবস্থিত। জেনে নেওয়া যাক এসব দেশ সম্পর্কে।

এস্তোনিয়া : বিশুদ্ধ বাতাস, বাস্তুতন্ত্র রক্ষা এবং জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগে অসাধারণ সাফল্যের কারণে পরিচ্ছন্ন দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষ রয়েছে ইউরোপের দেশ এস্তোনিয়া। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনা এবং কার্বনশূন্য গণপরিবহনের জন্য এস্তোনিয়া সুপরিচিত। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে দেশটির স্কোর ৭৫ দশমিক ৩।

লুক্সেমবার্গ : লুক্সেমবার্গ আয়তনে ছোট হলেও পরিবেশ সুরক্ষায় দেশটির অর্জন অনেক বড়। বিশুদ্ধ পানি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য লুক্সেমবার্গ বিখ্যাত। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে পানির গুণগত মানের জন্য দেশটি ৯০ দশমিক ৮ স্কোর পেয়েছে। আর স্যানিটেশনের জন্য পেয়েছে ৯৯ দশমিক ৮ পয়েন্ট। লুক্সেমবার্গের অর্ধেকের বেশি ভূমি জলবায়ু সুরক্ষার অধীন। জীববৈচিত্র্যে দেশটির স্কোর ৮৪ দশমিক ৮। এর মূল কারণ জলবায়ুসংক্রান্ত কঠোর নীতিমালা। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে সামগ্রিকভাবে দেশটির স্কোর ৭৫।

জার্মানি : দেশজুড়ে পানির বর্জ্য পরিশোধন করে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেছে জার্মানি। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় দেশটির অগ্রগতি চোখে পড়ার মতো। পরিবেশ সংরক্ষণ, নবায়নযোগ্য শক্তি এবং টেকসই শিল্পায়নে দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে জার্মানি। জার্মানি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, দায়িত্বশীল বন ব্যবস্থাপনা ও কার্বন হ্রাস নীতি বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে জার্মানির স্কোর ৭৪ দশমিক ৬।

ফিনল্যান্ড : পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে ফিনল্যান্ডের স্কোর ৭৩ দশমিক ৭। বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য ফিনল্যান্ড বিখ্যাত। দেশটি তাদের বনাঞ্চল রক্ষায় সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে স্যানিটেশন, নিরাপদ খাবার পানি ও ভারী ধাতুদূষণ নিয়ন্ত্রণে ফিনল্যান্ড সর্বাধিক নম্বর পেয়েছে।

যুক্তরাজ্য : পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে ৭২ দশমিক ২ স্কোর নিয়ে পরিচ্ছন্ন দেশের তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। দেশটি সামুদ্রিক অঞ্চল সংরক্ষণে অনন্য। এখানকার ৩০ শতাংশের বেশি সামুদ্রিক অঞ্চল সুরক্ষিত। আবহাওয়া ও জলবায়ুসংক্রান্ত কঠোর নীতিমালার কারণে যুক্তরাজ্য গত ১০ বছরে এক-তৃতীয়াংশ কার্বন নিঃসরণ কমাতে সক্ষম হয়েছে।

সুইডেন : পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার এবং কম কার্বন নিঃসরণের জন্য বিশ্বজুড়ে সুইডেনের খ্যাতি রয়েছে। দেশটি বিশুদ্ধ বাতাস, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা ও ভারী ধাতবদূষণ নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এ ছাড়া বনসম্পদ রক্ষায় এবং কৃষি খাত থেকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সুইডেন। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে দেশটির স্কোর ৭০ দশমিক ৫।

নরওয়ে : নরওয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করেছে। দেশটির প্রায় ৯৮ শতাংশ বিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে আসে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশগুলোর একটি করে তুলেছে। শক্তিশালী প্রণোদনা ব্যবস্থা ও অবকাঠামোর কারণে নরওয়ে বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে বিশ্বের শীর্ষে রয়েছে। দেশটিতে বিক্রি হওয়া ৮০ শতাংশ নতুন গাড়ি বৈদ্যুতিক। নরওয়ে শিল্প খাতে কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বাতাসের মান বজায় রাখতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশটির অসলো ও বার্গেনের মতো শহরগুলো পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো, গণপরিবহন ও টেকসই নগর-পরিকল্পনার ওপর জোর দিচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে দেশটির স্কোর ৭০।

অস্ট্রিয়া : কীটনাশক ও সার ব্যবহার এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর নীতিমালার কারণে স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনায় অস্ট্রিয়ার স্কোর ৯৬। দেশটির দুই-তৃতীয়াংশ এলাকাই বন ও তৃণভূমি। অস্ট্রিয়ার প্রায় ৮০ শতাংশ বিদ্যুৎ আসে জল, বায়ু ও সৌরশক্তি থেকে, যা জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর দেশটির নির্ভরতা কমাচ্ছে। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে অস্ট্রিয়ার স্কোর ৬৯।

সুইজারল্যান্ড : পরিচ্ছন্নতা, ভারী ধাতুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য সুপরিচিত দেশটি বন্য প্রাণী সুরক্ষায় কঠোর নীতিমালা মেনে চলে। পরিবেশ সুরক্ষা সূচকে সুইজারল্যান্ডের স্কোর ৬৮।

ডেনমার্ক : ভারী ধাতুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নেতৃস্থানীয় দেশ ডেনমার্ক। অর্গানিক চাষাবাদ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে দেশটি।

বিএএনবির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: ব্রঙ্কের মরিস পার্ক এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশীদের সংগঠন বাংলাদেশী এলায়েন্স অফ নর্থইস্ট ব্রনক্স (বিএএনবি) সম্প্রতি বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে। ওয়েস্টচেস্টার কাউন্ট্রির গ্লেন আইল্যান্ড পার্কে আয়োজিত এই পিকনিকে শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। বিএএনবির প্রেসিডেন্ট মামুন আলীর সার্বিক পরিচালনায় পিকনিকে উপস্থিত ছিলেন শফিক আকবর, সায়ার উদ্দিন, এজাজ সারওয়াত, মোস্তাফিজ চৌধুরী, আহাদ আলী সিপিএ, জাকির চৌধুরী সিপিএ, ইমতিয়াজ চৌধুরী, আবু আবির, রাসেল চৌধুরী, রাব্বি আহমেদ, রাবেয়া চৌধুরী সহ আরো অনেকে। দুপুরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করা হয় ।বনভোজনে সবার জন্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্যে সম্মাননা প্রদান করা হয় এলাকার তিন সম্মানিত ব্যাক্তিত্বকে। তারা হচ্ছেন সাউথইস্ট ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিয়াউস শামস চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবা অধিদফতরের সাবেক কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফজলুল করিম, এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী আসহাব আহমেদ। তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব জালাল আহমেদ এবং এজাজ হোসাইন। পরিশেষে আয়োজকরা ভবিষ্যতে আরো বড় পরিসরে সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে পিকনিকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাপার প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : জাতীয় পাটির কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার গত ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার জ্যাকসন হাইটস ঢাকা গার্ডেনে সন্ধ্যা ৭ টায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংগঠনের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমানের সভাপ্রতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংদস সদস্য লিয়াকত আলী, জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, উপদেষ্টা মাহবুবর রহমান চৌধুরী, জাপার সিনিয়ার সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট *হারিস* উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি শফিউল আলম, মহিলা সম্পাদিক জেসমিন আক্তার চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ জিএম ইলিয়াস, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, মহিলা সভানেত্রী ফারজানা, জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি মোহাম্মদ আউয়াল, ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সালমান রশিদ।

বক্তারা সবাই বলেন, আমাদের পার্টির অফিসে বারবার হামলা ও অগ্নি সংযোগ করা কেবল একটি রাজনৈতিক দলের ওপর আক্রমন নয় বরং দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক সহনশীলতা এবং আইনের শাসনের ওপর নগ্ন আঘাত। এমন ন্যাক্কার জনক ঘটনায় আমরা ক্ষুব্ধ, মর্মাহত ও ব্যথিত। এই ন্যাক্কারজক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার গভীর ষড়যন্ত চলছে। বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় শতভাগ ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছে। বক্তারা বর্তমান এই ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় বিচারের দাবি করেন।

‘মোদি চোর, বিজেপি চোর’, বিধানসভায় তীব্র সমালোচনা মমতার

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতে বাঙালিদের হেনস্থা নিয়ে সোচ্চার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ‘মোদি চোর, অমিত শাহ চোর, বিজেপি চোর’ বলে স্লোগান দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বিজেবির তীব্র সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় ডেকান হেরাল্ড সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দৃশ্যত ক্ষুব্ধ মমতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তার সরকার এবং গেরুয়া বাস্তুতন্ত্রের ওপর তীব্র আক্রমণ করেছেন। ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পর্যন্ত বিভিন্ন তীব্র মন্তব্যে বক্তৃতার মাঝে অধিবেশনে হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রতিবেদন অনুসারে, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালি শ্রমিকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করার চেষ্টা করেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে বিজেপি আইনপ্রণেতারা ক্রমাগত বাধা দেন। ডেকান হেরাল্ড জানিয়েছে, প্রস্তাবের ওপর আলোচনার সময় সরাসরি সম্প্রচারিত ভাষণে মমতা মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ‘চোর’ বলে অভিহিত করেন। তিনি গেরুয়া শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ‘ঔপনিবেশিক, কর্তৃত্ববাদী’ মানসিকতা পোষণের অভিযোগ করেন - যা বাংলাকে ‘উপনিবেশে’ পরিণত করতে চেয়েছিল।

অধিবেশনে বিজেপি এমপিরা মমতার ভাষণের সময় হৈ চৈ করেন। সেদিকে ইঙ্গিত করে মমতা বলেন, ‘তারা বাঙালি-বিরোধী। তারা চায় না যে, জনগণ আমার কথা শুনুক, কারণ জনগণ যদি আমার কথা শুনতে পায় তাহলে তাদের মুখোশ খুলে যাবে.... ভোট চোর, গদ্দি ছোড় (ক্ষমতা ছেড়ে দাও)।’ তিনি আরও বলেন, ‘(বিজেপি) অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক, অবৈধ... এক, দুই, তিন, চার, বিজেপি হল সবচেয়ে বড় চোর।’ মমতা বলেন, ‘বাঙালিদের ওপর নির্যাতনকারী, জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিতকারী সবচেয়ে বড় চোর - মোদি চোর, অমিত শাহ চোর, বিজেপি চোর। ভোট চোরের দল। নির্যাতনকারীদের দল। লুটেরাদের দল। আমরা দেশে পরিবর্তন চাই , হ্যা... । বিজেপিকে হটাও, দেশকে বাঁচাও। আমরা তোমাদের (বাংলায়) শূন্যে নামিয়ে আনব।’ মমতা তীব্র ভাষায় বলেন, ‘ওরা জাতির লজ্জা.... এমন একটা দিন আসবে, যখন বাংলার মানুষ এখানে বিজেপির একজনও প্রতিনিধিকে দেখতে চাইবে না।’ তৃণমূল

কংগ্রেস প্রধান বলেন, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার বিজেপির নেই এবং তাদের পতন কেবল সময়ের ব্যাপার। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আর মাত্র কয়েকদিন বাকি... । এত নির্লজ্জ, মূল্যহীন দল আমি কখনো দেখিনি। তারা সক্রিয়ভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করে... গণতন্ত্র বা তার অনুশীলনকে সম্মান করে না। যারা বাংলাকে ঘৃণা করে, তারাও দেশবিরোধী।’ মমতা অভিযোগ করেন, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের নবজাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পরে জাতি গঠনে বাংলা এবং বাঙালিদের ভূমিকা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি ভারতের ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে সংঘ’ পরিবারের সন্দেহজনক ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। বলেন, ‘আমাদের স্বাধীনতায় তাদের কোনো অবদান ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তারা কী করেছিল, তা সকলেই জানে... দেশভাগের কারণ কী ছিল...। তারা সাম্প্রদায়িকতা এবং বৈষম্যকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

তিন ধর্মের পবিত্র স্থানে তৈরি হচ্ছে বিলাসবহুল রিসোর্ট

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের কাছে সমভাবে পবিত্র স্থান, যেখানে মুসা (আ.) দশ আদেশ লাভ করেছিলেন এবং জ্বলন্ত গুল্ম থেকে আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়- সেই সিনাই পর্বতকে বিলাসবহুল পর্যটনকেন্দ্রে রূপান্তর করছে মিশরের সরকার। 'সিনাই মেগা প্রকল্প' নামের এই উদ্যোগের আওতায় তৈরি হচ্ছে হোটেল, শপিং সেন্টার, ইকো-লজ, এমনকি ক্যাবল কার ব্যবস্থাও। তবে বিষয়টি নিয়ে দেশটিতে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বলা হচ্ছে, এসব উন্নয়নের শিকলে বন্দী হয়ে পড়ছে স্থানীয় বেদুইন সম্প্রদায় জেবেলিয়ার স্বাভাবিক জীবন। হুমকির মুখে পড়েছে তাদের সংস্কৃতি। সিনাই মেগা প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো- পর্যটকের আকর্ষণ বাড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া। মিশরীয় সরকার এটিকে 'বিশ্বের সব ধর্মের জন্য উপহার' হিসেবে আখ্যায়িত করছে। তবে এসব বিলাসবহুল প্রকল্পের কারণে পবিত্র সিনাই পর্বতের সংস্কৃতি ও স্মৃতি চাপের মুখে পড়ছে। সবচেয়ে চাপের মুখে পড়েছে জেবেলেয়া নামের প্রাচীন বেদুইন উপজাতি। তাদের বলা হয় 'গার্ডিয়ান অব সেন্ট ক্যাথরিন'। তাদের ঘরবাড়ি ও ইকো-ক্যাম্প ভেঙে ফেলা হয়েছে, এমনকি কবরস্থান খালি করে গাড়ি পার্কিং নির্মাণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ ভ্রমণ লেখক বেন হফলার বলেন, 'এটা উন্নয়ন নয়, বরং বাইরের স্বার্থে স্থানীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক জবরদস্তিমূলক পরিবর্তন।'

প্রকল্পটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আপত্তি তুলেছে গ্রিস। সেন্ট ক্যাথরিন মঠের জমি নিয়ে কায়রো ও এথেন্সের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এক মিসরীয় আদালত রায় দেয় যে, মঠ রাষ্ট্রের জমিতে অবস্থিত এবং কেবল তাদের ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে কিন্তু মালিকানা নেই। এ রায়কে অর্থডক্সির জন্য অস্তিত্ব সংকট বলে মন্তব্য করেন গ্রিক আর্চবিশপ ইয়েরোনিমোস। বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি বলছে, এই পাহাড়ি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক বন্ধন জড়িয়ে আছে। যা প্রকল্পের কারণে ধ্বংস হচ্ছে। এ ধরনের উন্নয়নে বিশ্ব ঐতিহ্যের অমূল্য স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হতে পারে। তাই মিশরকে এই উদ্যোগ থামিয়ে স্থায়ী সুরক্ষা পরিকল্পনায় আহ্বান জানিয়েছে ইউনেস্কো। এদিকে বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণকারী এক সংগঠন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়াচ চাইছে- এই এলাকা যেন 'ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্য' তালিকায় যোগ করা হয়। এ বিষয়ে ব্রিটেনের রাজা চার্লস বলেন, 'সিনাই পর্বত এক দামি আধ্যাত্মিক সম্পদ। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা উচিত।' সূত্র: বিবিসি

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
64-17, Broadway
(bet. 64th & 65th st.)
Woodside, NY 11377
(subway E,F,R,N,V,G,7,)
Ph. 718-424-0309
718-424-0137

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800

আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

‘সুরক্ষিত’ রয়েই গেল কানাডার বেগমপাড়া

ঢাকা : দেশ থেকে অর্থ পাচারের কথা এলেই যে দেশটির কথা সবার আগে চলে আসে, তা হলো ‘কানাডার বেগমপাড়া’। পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক ব্যক্তি, ঠিকাদার, আমলার দেশ থেকে অর্থ পাচার করে কানাডায় বাড়ি করে নির্বিঘ্নে বসবাস করার অভিযোগ উঠেছে। সরকারের অনুরোধে সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচারকারীদের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। পতিত সরকারের পতনের এক বছর অতিবাহিত হলেও কানাডায় পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারের তেমন উদ্যোগ এখনো নেয়া হয়নি। বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট থেকে প্রাথমিকভাবে কানাডায় এমন ১৮টি পাচারের ঘটনাও শনাক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিভাগ থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকেও সরিয়ে দিয়েছে ছুটিতে পাঠানো বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলাম। অথচ কানাডার হালনাগাদ মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০২৫ অনুযায়ী যেকোনো দেশের পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার অন্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক অনুকূলে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডিসহ একাধিক গবেষণা সংস্থা পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জানিয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে ১৫ বছরে ২৮ লাখ কোটি টাকা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাচার হয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি ও ব্যাংক লুট করে বিদেশে পাচার করেছে লুটেরারা। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাথমিক তদন্তে একমাত্র ব্যাংক ডাকাত এস আলমই ১১টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সোয়া দুই লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে। শেখ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ও দরবেশ হিসেবে খ্যাত সালমান এফ রহমান, ছোট দরবেশ হিসেবে খ্যাত ব্যাংকের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিএবির একটানা দেড় যুগ দখলে রাখা এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নাসা গ্রুপের নজরুল ইসলাম মজুমদার, সামিট গ্রুপ, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান, জেমকন গ্রুপ, শিকদার গ্রুপ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা, বোন রেহেনা ও শেখ পরিবারসহ ১২টি গ্রুপের বিশদ তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। দুদকের অনুরোধে এসব ব্যক্তি ও তাদের প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা দেশী-বিদেশী সম্পদ জব্দের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আদালত থেকে। ইতোমধ্যে যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা পাচারকারীদের অর্থ জব্দ করেছে ওই সব দেশ। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে এসব সম্পদ জব্দ করা

এস আলমের দেশী-বিদেশী যত সম্পদ জব্দ : এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিতর্কিত এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম ও তার স্ত্রী ফারজানা পারভীনের নামে সাইপ্রাস ও ব্রিটেনে থাকা বিদেশী সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুদকের পৃথক তিন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ জুন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো: জাকির হোসেন গালিব এ আদেশ দেন। জব্দ হওয়া সম্পত্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে সাইপ্রাসের লিমাসল জেলায় অবস্থিত একটি দোতলা বাড়ি। এ ছাড়া ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে হ্যাজেক ইন্টারন্যাশনাল পিটিই লিমিটেডে তাদের বিনিয়োগকৃত তিন লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার ও পিকক প্রপার্টি হোল্ডিংসসহ ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডসে আরো ১৮টি কোম্পানিতে বিনিয়োগ জব্দের নির্দেশ দেয়া হয়। জার্সি ট্রাস্ট কোম্পানির অধীনে ছয়টি ট্রাস্টে থাকা বিভিন্ন অঙ্কের বিনিয়োগও জব্দের আওতায় আনা হয়েছে। এ দিকে গত ১০ জুলাই ব্যবসায়ী এস আলম, তার স্ত্রী ফারজানা পারভীন, তাদের সন্তানের নামে সিঙ্গাপুরে থাকা ৬৪টি ব্যাংক হিসাব ও ১০ কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। ওই দিন এ আদেশ দেন ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত। দুদকের পক্ষে এ আবেদন করেন উপপরিদর্শক তাহসিন মোনাবিল খান। অবরুদ্ধের আদেশের মধ্যে রয়েছে সাইফুল আলমের নামে সিঙ্গাপুরের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মোট ৪০টি ব্যাংক হিসাব এবং একাধিক বীমা পলিসি। তার স্ত্রীর নামে আরো চারটি ব্যাংক হিসাব এবং তাদের দু’জনের যৌথ নামে দু’টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৬ দশমিক ৮ কোটি সিঙ্গাপুর ডলার বিনিয়োগ। এ ছাড়া রয়েছে সাইফুল আলমের চারটি এবং তার স্ত্রী আরো চারটি কোম্পানির পরিচালক ও শেয়ারহোল্ডার। তার ছেলে আশরাফুল আলমের নামে রয়েছে দু’টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ ও হিসাব, পাশাপাশি একটি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার এবং পরিচালক পদ। আরেক সন্তান আহসানুল আলম একটি কোম্পানির পরিচালক পদ ও শেয়ারহোল্ডার এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রয়েছে মোট আটটি ব্যাংক হিসাব ও বীমা পলিসি। পরিবারের অন্য সদস্য আহমেদ বেলালের নামে রয়েছে দু’টি ব্যাংক হিসাব এবং মেয়ে মাইমুনা আলমের নামে একটি বীমা পলিসি ও সিঙ্গাপুরে ৫৪ হাজার ৪০০ সিঙ্গাপুরি ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধাতব সম্পদ (মেটাল)। এ ছাড়া ছোট সন্তান আসাদুল আলম মাহিরের নামে রয়েছে আরো একটি ব্যাংক হিসাব।

এর আগে ৯ জুলাই এস আলম গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাইফুল আলম এবং তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা আরও ৫৩টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব ব্যাংক হিসাবে ১১৩ কোটি ৯ লাখ ৮২ হাজার ৮৬৮ টাকা জমা রয়েছে। এর বাইরে গত ২৩ এপ্রিল তার ৪০৭ কোটি টাকা মূল্যের ১৫৯ একর জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ১৭ এপ্রিল এস আলমের এক হাজার ৩৬০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। এসব হিসাবে দুই হাজার ৬১৯ কোটি সাত লাখ ১৬ হাজার টাকা রয়েছে। গত ১০ মার্চ এস আলমের এক হাজার ছয় বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ৯ এপ্রিল তার ৯০ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেয়া হয়েছে। একই দিন আদালত তার ঘনিষ্ঠজনদের নামে থাকা ৩৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের আট হাজার ১৩৩ কোটি ৫৬ লাখ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দেন আদালত। গত ৩ ফেব্রুয়ারি ৩৬৮ কোটি ২৫ লাখ ৬৩ হাজার পাঁচ শ’ টাকা মূল্যের ১৭৫ বিঘা সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ৪৩৭ কোটি ৮৫ লাখ দুই হাজার ২৭৪টি শেয়ার অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব শেয়ারের মূল্য পাঁচ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। গত ১৬ জানুয়ারি এস আলম ও তার পরিবারের সদস্যদের তিন হাজার ৫৬৩ কোটি ৮৪ লাখ ২১ হাজার টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন একই আদালত। যুক্তরাজ্যে সাইফুজ্জামানের জব্দ করা সম্পদের মূল্য ১০২৫ কোটি টাকা : এ দিকে যুক্তরাজ্যে থাকা বাংলাদেশের সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সম্পদ জব্দ করেছে দেশটির ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ)। এনসিএর জব্দ করা সম্পদের মধ্যে ৩৪৩টি ফ্ল্যাট বা প্লটের মূল্য প্রায় ৭৩ দশমিক ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় এক হাজার ২৫ কোটি টাকা। এ ছাড়া ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড, যা প্রায় ৩৫ কোটি টাকার সমপরিমাণ। গত ১৬ জুন এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন। যুক্তরাজ্যে থাকা সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের ৩৪৩টি ফ্ল্যাট বা প্লট এবং ১০টি স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শেয়ার গত বছরের ১৬ অক্টোবর আদালতের আদেশে ক্রোক করা হয়। ওই ক্রোকাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্যের সেন্ট্রাল অথরিটি বরাবর মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়। জেডএস প্রোপার্টিজের প্রায় মূল্য ৭৩ দশমিক ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০২৫ কোটি টাকা। ব্যাংক আমানতের পরিমাণ ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড, যা প্রায় ৩৫ কোটি টাকারও বেশি হবে।

সালমান এফ রহমানের সম্পদ জব্দ : পতিত প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বেসামরিক, শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা ও বেক্সিমকো গ্রুপের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের নামে লন্ডনে থাকা স্থাবর সম্পদ জব্দ করেছেন আদালত। একইসাথে বিদেশী দু’টি ব্যাংক হিসাব ও কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধ করা হয়েছে। চলতি বছরের ১০ মার্চ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো: জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে দুদকের উপ-পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এ আবেদন করলে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। দুদক সূত্র জানায়, সালমান এফ রহমান ও অন্যদের বিরুদ্ধে প্লেসমেন্ট শেয়ার কারসাজি ও প্রতারণার মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণপূর্বক আত্মসাৎসহ হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সালমান এফ রহমান, তার পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ অন্যদের নামে ব্যাংক হিসাবগুলোর তথ্য পাওয়া যায়। তারা এসব ব্যাংক হিসাবগুলো হস্তান্তর, স্থানান্তর বা রূপান্তর করার চেষ্টা করছেন। এতে সফল হলে, অনুসন্ধানের সব উদ্দেশ গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সালমান এফ রহমান, তার পরিবারের সদস্য ও তার সহযোগীদের নামে থাকা ৩৭২টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে সর্বমোট ৫৫ কোটি ৬ লাখ ৪৭ হাজার ১১৭ টাকা রয়েছে। গত ১৩ আগস্ট রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে নৌপথে পালানোর সময় সালমান এফ রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি কারাগারে আটক আছেন। নাসা গ্রুপের নজরুলের তিন দেশের সম্পদ জব্দের আদেশ : নাসা গ্রুপের কর্ণধার ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারের নামে যুক্তরাজ্যে থাকা ৫৯৮ কোটি টাকার সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এর মধ্যে যুক্তরাজ্য, আইল অব ম্যান ও জার্সিতে তার সম্পদ রয়েছে। চলতি বছরের ৯ মার্চ ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো: জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আক্তারুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। জব্দ হওয়া স্থাবর সম্পদের মধ্যে যুক্তরাজ্যে ৩৭ দশমিক ৯৫ মিলিয়নের পাঁচটি বাড়ি রয়েছে। এ ছাড়া আইল অব ম্যানে একটি ও জার্সিতে একটি বাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি আইলে অব ম্যানে থাকা একটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। এর আগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৭৮১ কোটি ৩১ লাখ ২২ হাজার ৪৫৪ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদি হয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলায় নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪-এর ২৭ (১) ধারা তৎসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫ (২) ধারায় অভিযোগ আনা হয়। এর আগে ৬ মার্চ নজরুল ইসলাম মজুমদারের ছয়টি বাড়ি ও আটটি প্লট জব্দের আদেশ দেন আদালত। পাশাপাশি ৫৫ কোম্পানির ৫৬ কোটি ৬ লাখ ৫৮ হাজার শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন আদালত। তার আগে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নজরুল ইসলাম মজুমদারের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদক মামলা করে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত নজরুল ইসলাম মজুমদার। গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২৫ আগস্ট তার ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়। একই সাথে নজরুল ইসলামের স্ত্রী নাসরিন ইসলাম ও তাদের ছেলেমেয়ের ব্যাংক হিসাবও স্থগিত করা হয়। ১ অক্টোবর রাতে রাজধানীর গুলশান থেকে নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সুরক্ষিত কানাডার বেগম পাড়া : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া সম্পদ জব্দের আদেশ দেয়া হলেও সুরক্ষিত রয়েছে কানাডার বেগম পাড়া। অথচ অর্থ পাচারের প্রসঙ্গ এলে সবচেয়ে আগে যে দেশের নাম আসে সেটি হলো কানাডা। অভিযোগ রয়েছে, এ দেশে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে দুর্নীতিবাজ, ব্যাংক ডাকাতরা বাড়ি গাড়ি করেছেন, যেটাকে বেগম পাড়া নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বা বিএফআইইউ থেকে কানাডায় সুনির্দিষ্ট ১৮টি অর্থ পাচারের তথ্য বের করা হয়েছিল। দেশটির কাছে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারকারীদের তথ্যও চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিএফআইইউ থেকে সংশ্লিষ্ট একজন পরিচালককে বদলি করে অন্য বিভাগে বদলি করে দিয়েছে ছুটিতে যাওয়া বিতর্কিত ভিডিও ও নানা দুর্নীতির হোতা বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলাম। শুধু পরিচালককেই বদলি করা হয়নি, ব্যাংক ডাকাত এস আলমের অর্থ পাচারের তদন্ত টিমের দলনেতাকেও বদলি করে দেয়া হয়। বদলি করা হয় টাকশালের আওয়ামী লীগ আমলের একজন বিতর্কিত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে তদন্ত করা চৌকস কর্মকর্তাকে। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয় গঠিত একটি কমিটি শাহীনুলের বিষয়ে তদন্ত করছে। ইতোমধ্যে তদন্তকমিটির রিপোর্টও জমা দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

বরিশালে ডুবে যাওয়ার ৩৩ বছর পর কীভাবে উদ্ধার হলো জাহাজটি

বরিশাল : বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার তেঁতুলিয়া নদীতে প্রায় ৩৩ বছর আগে পণ্যবাহী একটি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময়ে নদীর তলদেশে জাহাজ ডুবে যাওয়া স্থানে পলি জমে চর পড়ে যায়। এক যুগের বেশি সময় ধরে চেষ্টার পর সম্প্রতি সেই চর খনন করে প্রায় ৭০ ফুট নিচ থেকে জাহাজটি উদ্ধার করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) সূত্র জানায়, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনো নৌযান ডুবে গেলে তা উদ্ধারে তিনবার চিঠি দেয় সংস্থাটি। এরপর কোনো সাড়া না পেলে নৌযানটিকে নিলামে তোলার বিধান আছে। বিআইডব্লিউটিএর সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগের বরিশালের যুগ্ম পরিচালক আবদুল্লাহ আল বাকী বলেন, মেহেন্দীগঞ্জের নৌযানটি উদ্ধার করা হচ্ছে সত্য। তবে এলাকাটি চাঁদপুরের আওতায় পড়েছে। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ১৯৯২ সালের আগস্টে চট্টগ্রাম থেকে বৈদ্যুতিক মালামাল নিয়ে খুলনার উদ্দেশে যাচ্ছিল ‘এমবি মোস্তাবি’ নামের একটি জাহাজ। মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার মিঠুয়া-সংলগ্ন তেঁতুলিয়া নদীতে ঝড়ের কবলে পড়ে বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ জাহাজটি ডুবে যায়। তখন সরকারের উদ্যোগে কিছু মাল উদ্ধার করা সম্ভব হলেও জাহাজটিকে পানির নিচ থেকে তুলে আনা সম্ভব হয়নি। জাহাজটি উদ্ধারে কাজ করছেন সাব ঠিকাদার বরিশালের মো. ইউসুফ মিয়া। তাঁর ভাষ্য, জাহাজটি নিলামের জন্য ২০০৫ সালে দরপত্র ডাকে বিআইডব্লিউটিএ। সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ২০ লাখ টাকায় নিলাম পান খুলনার ‘অগ্রণী ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট’ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির মালিক আনসার উদ্দিন সম্প্রতি মারা যাওয়ার আগে তিনি কাজটি কিনে নেন। তবে জাহাজটি মূল ঠিকাদারের কাছ থেকে কত টাকায় কিনেছেন, তা বলতে চাননি তিনি।

ইউসুফ মিয়া বলেন, ২০১২ সাল থেকে কয়েক দফা জাহাজটি তোলার চেষ্টা করলেও উদ্ধার করতে পারেননি। চার মাস আগে আবার প্রায় পাঁচ একর জমি ও ৪৮ ফুট চর খনন করে জাহাজটি তোলা হয়। উদ্ধারকাজে ব্যবহার করা হয় তিনটি শক্তিশালী বিকে বার্জ (নদী বা সমুদ্রের অগভীর পানিতে পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হয়), বিশেষ ধরনের ক্রেন, ডুবুরি ও আধুনিক প্রযুক্তি। তিনি বলেন, উদ্ধার করা জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট, প্রস্থ ১৪ ফুট এবং উচ্চতা ১৭ ফুট। দামি যন্ত্রাংশের মধ্যে আছে ইঞ্জিনসহ অন্যান্য মালামাল। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা হানিফ রাঢ়ী বলেন, একসময় এখানে উত্তাল নদী ছিল। জাহাজটি ডুবে যাওয়ার পর বহু বছর কেটে গেছে। এরপর অনেকবার উদ্ধার করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেউ কূলকিনারা করতে পারেনি। বছর দশেক আগে এখানে চর পড়তে শুরু করে। দ্রুত সেই চর দৃশ্যমান হয়। এরপর জাহাজ উদ্ধারের চেষ্টা সফল হলো। পুরোনো জাহাজ তোলার খবর শুনে অনেক উৎসুক ব্যক্তি তা দেখতে ভিড় করেন। তাঁদের একজন মো. জাহাঙ্গীর আলম পাশের ভোলা জেলা থেকে এসেছেন। তিনি বলেন, ৩০ বছর আগের ডুবে যাওয়া জাহাজ দেখতে স্পিডবোট ভাড়া করে এসেছেন। এত বড় মেশিন আগে কোথাও দেখেননি। জাহাজ উদ্ধারকাজে জড়িত শ্রমিকেরা বলেন, কয়েক দশক ধরে জাহাজটি নদীর তলদেশে থাকার পরও জাহাজের রং প্রায় অক্ষুণ্ন আছে। জাহাজের কাঠামোর প্লেটগুলো এখনো খুব মজবুত আছে। মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রিয়াজুর রহমান বলেন, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া মেনে জাহাজটি উত্তোলন করছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। এখন এটি কেটে টুকরো টুকরো করে বিক্রি করা হচ্ছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নুরাল পাগলার কবর, বাড়ি ও দরবার শরীফে হামলা কী ঘটেছিল রাজবাড়ীতে

ঢাকা : গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার কবর, বাড়ি ও দরবার শরীফে হামলার ঘটনা ঘটে। এমনকী তার মরদেহ কবর থেকে তুলে মহাসড়কে নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়। আহত হন অর্ধশতাধিক মানুষ। বিভিন্ন অভিযোগ এনে মাজারে হামলা চালায় তৌহিদি জনতা। এ ঘটনায় শুক্রবার রাতে গোয়ালন্দ থানার এসআই সেলিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩৫০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৫ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। তৌহিদি জনতার অভিযোগ: নুরুল হক আশির দশকের মাঝামাঝি নিজেকে 'ইমাম মাহাদি' বলে দাবি করেছিলেন। তখন চাপের মুখে তিনি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। পরে আবার তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। তার বেশ কিছু ভক্ত-অনুসারীও রয়েছে। তিনি নিজেকে খোদা বলেও দাবি করেছিলেন। তিনি কালেমা ও আজান বিকৃত করতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। গত ২৩শে অগাস্ট ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। পরে তার প্রতিষ্ঠিত গোয়ালন্দ দরবার শরীফের ভেতরে কাবা শরিফের আদলে রং করা মাটি থেকে প্রায় ১২ ফুট উঁচু বেদিতে দাফন করা হয়।

যেভাবে সহিংসতায় রূপ নেয়: নুরুল হকের মৃত্যুর পর পুরনো মতবিরোধ বেড়েছিল। স্থানীয় জনতার মধ্যে টানা উত্তেজনা চলছিল। স্থানীয় প্রশাসন দু'পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। নুরাল পাগলার মাজারটি সরানোর দাবিতে এর আগেও বেশ কয়েকবার বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে। কবর ও দরবার শরীফের কর্মকাণ্ড নিয়ে দিন দিন পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে কবর সমতল করাসহ বিভিন্ন দাবি না মানলে শুক্রবার জুমার নামাজের পর 'মার্চ ফর গোয়ালন্দ' কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছিল 'ইমান-আকিদা রক্ষা কমিটি'। এদিন আনসার ক্লাব মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু করে প্রায় ২০ হাজার মানুষ। বিক্ষোভ থেকে নুরাল পাগলের দরবার শরীফে হামলা চালায়। পাল্টা আক্রমণ করে নুরাল পাগলের ভক্তরাও।

সেদিন যা হয়েছিল: দুপুরের পর দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অংশ নেন একদল ব্যক্তি। শুরুতে পুলিশ ও স্থানীয় মুরব্বিরা তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করে। এতে উত্তেজিত হয়ে পুলিশের দু'টি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার একটি গাড়িতে ভাঙচুর করে তারা। এরপর নুরাল পাগলার আস্তানায় দলবেঁধে প্রবেশের চেষ্টা করে একদল ব্যক্তি। এ সময় মাজারের ভক্ত ও বিক্ষুব্ধদের মধ্যে ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে মাজারে থাকা অনেককে মারধর ও স্থাপনা ভাঙচুর শুরু করে। দরবার শরীফে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে পুলিশের ওপরও হামলা চালায়। সে সময় সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। আগুন নেভানোর পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় ফায়ার সার্ভিস। মাজারে হামলা বন্ধের এক পর্যায়ে নুরুল হকের বাড়িতে গিয়েও হামলা চালানো হয়। এ সময় বাড়ির সামনে থাকা তার কবর থেকে মরদেহ তুলে গোয়ালন্দ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পদ্মার মোড়ে নিয়ে যায়। সেখানে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়।

মামলা-গ্রেপ্তার: এ ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুক্রবার রাতে গোয়ালন্দ থানার এসআই সেলিম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩৫০০ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম। শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ৫ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করে। এ বিষয়ে ওসি বলেন, অজ্ঞাত সাড়ে তিন হাজার মানুষকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে নুরাল পাগলের দরবার শরীফ এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সরকারের বিবৃতি: এদিকে, এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। যেখানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার নেয়ার কথাও বলা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গোয়ালন্দে নুরুল হক মোল্লা, যিনি নুরা পাগলা নামেও পরিচিত, তার কবর অবমাননা ও মরদেহে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানায়। এই অমানবিক ও ঘৃণ্য কাজটি আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের আইন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সভ্য সমাজের মৌলিক ভিত্তির ওপর সরাসরি আঘাত।' এই ধরনের বর্বরতা কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া এ অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার কথাও বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
পরামর্শের জন্য ফোন ফি লাগে না
অভিজ্ঞ আমেরিকান এটর্ণী
কেবল মাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি।
প্রয়োজনে আমরাই পৌছে যাব আপনার কাছে
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• মেডিক্যাল ম্যালপ্রাকটিস
Contact : MOHAMMED ALI
718-482-7766, 917-562-1368
The Law Offices of
SURDEZ & PEREZ, P.C
32-72 Steinway Street, Suite # 401
Astoria, NY 11103

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে স্থবিরতা, চাপে অর্থনীতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে এক নতুন স্বর্ণযুগে নিয়ে যাবেন। তার দাবি, শুল্ক আরোপ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও কড়াকড়ি অভিবাসন নীতি শেষ পর্যন্ত দেশটির অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সরকারি তথ্যে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। চাকরির বাজারে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এবং এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হচ্ছে। এ পরিস্থিতি আগামী কংগ্রেস নির্বাচন সামনে রেখে রিপাবলিকান দলকে বড় চাপের মুখে ফেলছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা। খবর এফটি। যুক্তরাষ্ট্রের বিউরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকস (বিএলএস) জানিয়েছে, গত মাসে দেশটিতে মাত্র ২২ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। আগের কয়েক মাসেও চাকরি বৃদ্ধির হার খুব দুর্বল ছিল। গত তিন মাসে গড়ে ২৯ হাজার চাকরি সৃষ্টি হয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের মতো বৃহৎ অর্থনীতির জন্য কার্যত স্থবিরতার সমান। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ ধরনের মন্থরতা বড় ধরনের সতর্ক সংকেত। ট্রাম্প প্রশাসনের উচ্চ শুল্কনীতি ও বাণিজ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনিয়োগ ও নতুন কর্মী নিয়োগে নিরুৎসাহিত করছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ইনফ্লেশন ইনসাইটসের বিশ্লেষক ওমাইর শরীফ বলেন, 'বাণিজ্যনীতি ও সামগ্রিক নীতিগত অনিশ্চয়তা নিয়োগে টানাপড়েন সৃষ্টি করেছে এবং এটি দ্রুত কাটবে বলে মনে হয় না। ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতি প্রথমে রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ হিসেবে দেখা হলেও এখন তা শিল্প খাতে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উৎপাদন, নির্মাণ, জ্বালানি ও খনন খাত এবং পাইকারি বাণিজ্যে চাকরি হারানো বেশি ঘটছে। কেবল আগস্টেই এসব খাতে মোট ৩৭ হাজার চাকরি হারিয়েছে।' ডেমোক্র্যাট সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের চাকরির বাজারে এ স্থবিরতাকে ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন। নিউ হ্যাম্পশায়ারের সিনেটর ম্যাগি হাসান বলেন, 'দেশে জীবনযাত্রার খরচ ক্রমেই বাড়ছে, উৎপাদন খাত সংকুচিত হচ্ছে, আর ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ বা নতুন কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগছে। কারণ অর্থনীতি অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। অন্যদিকে ওরেগনের সিনেটর রন ওয়াইডেন আরো কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসনের অর্থনৈতিক দল দেশের অর্থনীতিকে মন্দার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট ও বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিককে বরখাস্ত করা উচিত।' এদিকে ট্রাম্প সম্প্রতি বিএলএস কমিশনারকে বরখাস্ত করেছেন। পাশাপাশি তিনি ফেডারেল রিজার্ভকে চাপ দিচ্ছেন, যাতে তারা দ্রুত সুদহার কমায়। ট্রাম্পের যুক্তি উচ্চ সুদহার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করছে। অন্যদিকে হোয়াইট হাউজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হ্যাসেট ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, আগস্টে চাকরির দুর্বল তথ্য সাময়িক একটি ঘটনা, যা পরে সংশোধিত হয়ে বাড়তে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখনো শক্তিশালী, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত ও মূলধন ব্যয়ে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।'

চাকরির বাজারে স্থবিরতার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে কারখানাশ্রমিক-নির্ভর খাতগুলোয়। অথচ ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণায় এ খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নির্মাণ, খনন ও উৎপাদন খাত শুল্কনীতির কারণে ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রকল্প হাতে নিতে বা কর্মী বাড়াতে অনীহা প্রকাশ করছে। ফলে হাজার হাজার মানুষ চাকরি হারাচ্ছে এবং নতুন নিয়োগের সুযোগও কমে যাচ্ছে। বিএলএসের সাবেক কমিশনার এরিকা গ্রোশেন এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'সংখ্যাগুলো হতাশাজনক। যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিশাল অর্থনীতির জন্য এ হার কার্যত কোনো কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ার সমান। অর্থনীতির জন্য যা সতর্ক সংকেত।' ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই অর্থনৈতিক সাফল্যকে নিজের বড় শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক জনমত জরিপ ভিন্ন চিত্র দেখাচ্ছে। অর্থনীতি পরিচালনায় তার প্রতি আস্থার হার দ্রুত কমছে। রিয়েলক্লিয়ারপলিটিকসের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী, মাত্র ৪২ দশমিক ২ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন ট্রাম্প ভালোভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করছেন। বিপরীতে ৫৪ দশমিক ১ শতাংশ নাগরিক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যবধান রিপাবলিকান দলের জন্য অস্বস্তিকর। কারণ আগামী কংগ্রেস নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা এ ফলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভোটারদের সামনে ট্রাম্পের নীতি ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরতে পারে। বিশ্লেষকরা মনে করেন, ট্রাম্প প্রশাসন হঠাৎ কোনো বড় নীতি পরিবর্তন করবে না। বরং তারা আগের অবস্থানেই অটল থাকবে। মূলত ফেডারেল রিজার্ভকে চাপ দেয়া হবে, যাতে তারা দ্রুত সুদহার কমায়। একই সঙ্গে বিএলএসের মতো যেসব সংস্থা অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে তাদের ওপরও রাজনৈতিক চাপ বজায় রাখবে হোয়াইট হাউজ। এভাবে প্রশাসন চেষ্টা করছে দুর্বল অর্থনৈতিক তথ্য আড়াল করে জনমনে ইতিবাচক বার্তা দেয়ার। ওয়াশিংটনের পেন্টা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইয়লান মুই বলেন, 'চাকরির বাজার মন্থর হওয়া ট্রাম্পকে আসলে তার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটাই দিতে পারে। তা হলো সুদহার কমানো।'

শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল- চার বছরে গণরোষের একই রূপ দেখল তিন দেশ

বাংলাদেশ ডেস্ক : চার বছরে গণরোষের একই রূপ দেখল তিন দেশ। এক্ষেত্রে দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু পতাকার রং ও স্লোগানে। কিন্তু পরিণতি একই। তিন দেশেই জনতার বিক্ষোভ দমনে সরকারের অনমনীয়তা ও দমনপীড়ন দেখা যায়। সবশেষে জনতার প্রবল বিক্ষোভে সরকারের পতন ও পালিয়ে যাওয়া শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর এবার এই চিত্র দেখা গেল নেপালে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে আর্থিক মন্দায় পড়া শ্রীলঙ্কায় বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে ও প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের সরকারি বাসভবনের দখল নিয়েছিল। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের কোটাবিরোধী আন্দোলন রূপ নিয়েছিল দেড় দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগবিরোধী বিক্ষোভে। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা ছেড়ে দেশত্যাগ করেন। তার সরকারি বাসভবন গণভবন দখলে নেয় ছাত্রজনতা। সবশেষ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) নেপালের ছাত্র-যুবদের রোষ আছড়ে পড়ে সদ্য পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মার ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউএমএল) ও তার সহযোগী নেপালি কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। রেহাই পাননি সরকারের মন্ত্রীরাও। কারো বাসভবনে আগুন জ্বলেছে। কাউকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছে জনতা। গোতাবায়া ও হাসিনা দেশ ছেড়েছিলেন। কিন্তু ওলির অবস্থান এখনো জানা যায়নি।

নেপালের কিছু সংবাদমাধ্যম বলছে, দুবাই চলে যেতে পারেন তিনি। কারণ দেশে থাকলে তার নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে, তিন দেশেই গণরোষের ধরন হুবহু এক। জনতার নিশানায় শাসকের ঠিকানা। গত সপ্তাহে ফেসবুক, ইউটিউবসহ ২৬টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধের ঘোষণা দেয় নেপাল সরকার। এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসেন ছাত্র-যুবরা। তবে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি ছোড়ে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী। যার মধ্যে শুধু কাঠমান্ডুতেই ১৮ জনসহ ১৯ জন নিহত হন। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো হয়। একের পর এক নেতা-মন্ত্রীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে থাকেন বিক্ষুব্ধ জনতা। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগে বাধ্য হন কেপি শর্মা ওলি।

নেপাল ২০২৫ ও বাংলাদেশ ২০২৪-এর মধ্যে যত মিল : ৫ আগস্ট ২০২৪ : শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতে পালিয়ে যান।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ : দেশব্যাপী বিক্ষোভের মধ্যে কেপি শর্মা অলি নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি দেশ ছেড়ে পালানোর পরিকল্পনা করছেন।

দুই বছরের মধ্যে দুটি বিক্ষোভ ভারতের প্রতিবেশী দেশ দুটিকে নাড়িয়ে দেয় এবং দুটি আন্দোলনই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত হয়। কাঠমাণ্ডু যখন ঢাকার দিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন দুটি সরকারবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিলের দিকে একনজর দেখলে বাংলাদেশে হয়েছে, এখন নেপালেও দেখা গেল। এই ধারা দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।' বিএনপির আরেক ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, 'উপমহাদেশে জেনজি প্রজন্মের উত্থান ঘটছে। নেপালের এই পরিস্থিতি অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। ভারত কিংবা পাকিস্তানেও এমন ঘটনা ঘটলে আমি অবাক হব না। জেনজির এই রাজনৈতিক জাগরণ শাসক ও রাজনীতিকদের জন্য শিক্ষা। যদি এই অভ্যুত্থান সফল না হয়, ভবিষ্যতে আবারও গণ-অভ্যুত্থান ঘটবে।' চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, 'নেপালের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণরা বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার সফলতা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বাংলাদেশের তরুণরা এখন আন্তর্জাতিকভাবে পরিবর্তনের মডেল হিসেবে বিবেচিত। নেপালে পিআর (সংখ্যানুপাতিক) পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, ফলে অনেক সময় অস্থিতিশীল সরকার গড়ে ওঠে এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয় না। এই পদ্ধতিও বর্তমান সংকটের একটি বড় কারণ।'

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

সৌদি আরবে ১০ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা

INDIAN VISA

- ওমরাহ প্যাকেজ
- ওমরাহ ভিসা
- হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
- মোয়াল্লেম

Emirates KUWAIT AIRWAYS السعودية SAUDIA QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES

আমরাই দিচ্ছি

সবচেয়ে কম দামে

718-721-2012

নজরুল ইসলাম
সিইও, ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া
Cell: 917-459-7181

IATA Approved

আমরা বিশ্বের যে কোন দেশের ভিসা প্রসেস করি।

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station
Cell: 917-459-7181
website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

ASTRA VASCULAR

আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করুন B

ASTRA VASCULAR

আপনার স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষায়িত পরিষেবা

শিরার অপ্রতুলতার চিকিৎসা

শিরার অপ্রতুলতা তখন ঘটে যখন আপনার পায়ের শিরাগুলি সঠিকভাবে রক্ত হৃদয়ে ফিরে আসতে দেয় না, যার ফলে রক্তনালী বিকৃত হওয়া, ফোলা এবং অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। অ্যাস্ট্রা ভাসকুলারে, আমরা উন্নত চিকিৎসার পদ্ধতি যেমন এন্ডোভেনোজাল লেজার থেরাপি (EVLT) এবং স্কলারোথেরাপি অফার করি, যা উপসর্গ উপশম করতে এবং রক্তপ্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে, জীবনের গুণমান পুনরুদ্ধার করতে।

পরিচিত হোন, ডক্টর জর্জ বলোটিন

স্বাগতম অ্যাস্ট্রা ভাসকুলার ক্লিনিকে, যা আধুনিক চিকিৎসার পদ্ধতি ব্যবহারে বিশেষায়িত, যেখানে ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি এবং ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে চিকিৎসা প্রদান করা হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ সহ, ডক্টর আপনার শিরার স্বাস্থ্য উন্নত করতে সহায়ক হবে সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে।

ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি চিত্রায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করেdiagnosis এবং চিকিৎসার জন্য, যা দ্রুত পুনরুদ্ধারের সময় প্রদান করে।

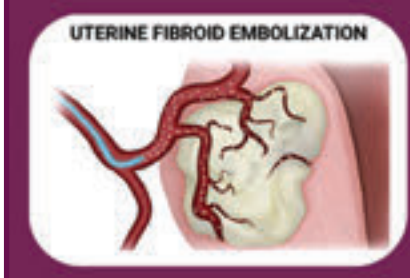

আপনি কি উপসর্গযুক্ত ফাইব্রয়েডে ভুগছেন?

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE)

গর্ভাশয় ফাইব্রয়েড এমবলাইজেশন (UFE) একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক, অস্ত্রোপচারবিহীন পদ্ধতি যা গর্ভাশয়ের ফাইব্রয়েডের রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে তাদের সংকুচিত ও ধ্বংস করে। এটি অস্ত্রোপচারের তুলনায় নিরাপদ, দ্রুত এবং আরও কার্যকর বিকল্প সরবরাহ করে, গর্ভাশয় সংরক্ষণ করে এবং উপসর্গগুলি উপশম করে। ডঃ জর্জ বলোটিন এবং ব্রুকলিন ও ব্রঙ্কসে অ্যাস্ট্রা ফাইব্রয়েড ট্রিটমেন্ট স্পেশালিস্টরা অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই উন্নত চিকিৎসা প্রদান করেন।

গাঁটের ব্যথা?

জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন

যদি আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য অবস্থার কারণে দীর্ঘস্থায়ী হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন, তবে জেনিকুলেটরি ধমনী এম্বোলাইজেশন একটি সমাধান হতে পারে। এটি একটি সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া, যা সেই রক্তনালীগুলিকে লক্ষ্য করে যা হাঁটুর প্রদাহ এবং ব্যথা সৃষ্টি করে, এবং বড় অপারেশনের প্রয়োজন ছাড়াই উপশম প্রদান করে। কম ব্যথা এবং উন্নত গতিশীলতার সঙ্গে আরও সক্রিয় জীবন উপভোগ করুন।

হেমোরয়েডসের সমস্যায় ভুগছেন?

হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন

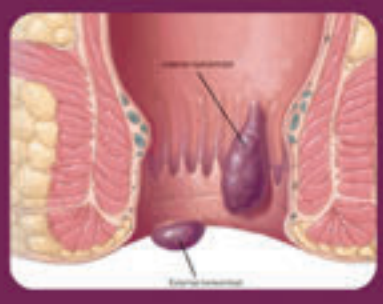

হেমোরয়েড significant অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার দৈনন্দিন কার্যকলাপে প্রভাব ফেলতে পারে। হেমোরয়েড এম্বোলাইজেশন একটি নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা পদ্ধতি, যা হেমোরয়েডাল গিঁটগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে তাদের কার্যকরভাবে ছোট করে এবং উপসর্গ উপশম করে। এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি দ্রুত পুনরুদ্ধার এবং সর্বনিম্ন অস্বস্তি প্রদান করে, আপনাকে দ্রুত আপনার সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে সহায়তা করে।

কেন ASTRA VASCULAR নির্বাচন করা উচিত?

- ☑ **বিশেষজ্ঞ সহায়তা:** ডক্টর জর্জ বলোটিনের নেতৃত্বে, আমাদের দল ব্যক্তিগতকৃত এবং কার্যকর চিকিৎসার পদ্ধতি সরবরাহ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ☑ **সর্বনিম্ন আক্রমণাত্মক পদ্ধতি:** আমাদের প্রক্রিয়াগুলি ব্যথা এবং পুনরুদ্ধারের সময় কমানোর দিকে লক্ষ্য রাখে।
- ☑ **আধুনিক প্রযুক্তি:** আমরা সেরা ফলাফল নিশ্চিত করতে চিকিৎসা এবং চিত্রায়ন প্রযুক্তির সর্বশেষ পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করি।

অধিক তথ্য বা পরামর্শের জন্য আমাদের সাইটে যান অথবা ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

আজই আপনার শিরার স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ নিন!

718-222-0225

Brooklyn Office : 4209 Avenue U, Brooklyn, NY 11234
Phone : 718-222-0225

Bronx Office: 869 E. Tremont Ave., Bronx, NY 10460
Phone : 929-447-4857

CHARITY PARTNER
droplets of mercy
THE HALAL GUIDE
HALAL BELLO FARMS MEAT & PRODUCE
THE HALAL GUIDE
HALAL FOOD FESTIVAL
SEPT 13TH | 2025
SATURDAY | 1PM TO 11PM
VENUE
NASSAU COMMUNITY COLLEGE
1 EDUCATION DR, GARDEN CITY, NY 11530
150+ VENDORS
ENTERTAINMENT
AXE THROWING, BOUNCY HOUSES
NASHEED ARTIST, QAWALI
CLOTHING STALLS
GIVEAWAYS
FREE UMRAH, FREE IPHONE
RAIN DATE SEPT 20TH
PRESENTED BY
BELLO FARMS & DROPLETS OF MERCY
EVENT SPONSORS
Amina Rashad & Associates
Shah's Halal Food
Mashriqi Law Injury Law Firm
guidance Residential
Amana Legal
Aahu Barah
Halal Investment
MRF Maximum Quality Foods
Sara International Travel
CEO Lawyer
Hi Tech
Duffy Duffy
Ehsaas
SM A Law
Property
Blanket Medical
Ali
texs
Syed CPA
NY Rise
Hab Bank
Midas
Sohu
DJ Lucky
Fun Zone
Coldwell Banker
info@thehalalguide.com
thehalalguide

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে আতিফ আসলাম জমজমাট শো

(শেষ পাতার পর)

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান শাহ নেওয়াজ গ্রুপের আমন্ত্রণে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড নাসাউ কলোসিয়ামের বিশাল অডিটরিয়ামে হাজার হাজার দর্শক শ্রোতাকে দুই ঘন্টা ধরে গান গেয়ে মুগ্ধ করেন পাকিস্তানের এই সঙ্গীত শিল্পী। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই তুমুল বৃষ্টি উপক্ষো করে দলে দলে শ্রোতারা অডিটরিয়ামের বাইরে হাজির হতে থাকে। নিরাপত্তা চেকআপরে পর চারটি লেনে তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সের মানুষ ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। এ সময় ভেতরে দাঁড়িয়ে দর্শকরা যাতে ঝামেলামুক্তভাবে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন তা পর্যবেক্ষণ করেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার শাহ নেওয়াজ ও এই গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট রানো নেওয়াজ।

রাত নয়টার দিকে আতিফ আসলাম কোনো বিরতি ছাড়াই টানা দুই ঘন্টা গান গেয়ে নেচে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে। পুরো শো'র নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দুই শতাধিক নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ দেয়া হয়। সবাইকে খুশি করতে না পারলেও পুরো অডিটরিয়াম ঘুরে ঘুরে অনেকের সাথে হাত মিলিয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে শাহ নেওয়াজকে আতিফ আসলাম ধন্যবাদ জানান। তিনি আবার তার আমন্ত্রণে নিউইয়র্কে আরও শো করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শাহ নেওয়াজ আতিফ আসলামকে বলেন, তিনি খুব শিগগিরই আরও একটি শো করবেন তাকে নিয়ে।

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

(শেষ পাতার পর)

সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর সোমবার বিকালে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন- গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের মুল প্রতিষ্ঠান শাহনেওয়াজ গ্রুপের (এসএনজি) চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহনেওয়াজ। অতিথি হিসাবে বক্তব্য দেন মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইসলামি চিন্তাবিদ ড. মুতাওয়াক্কেল বিল্লাহ রাব্বানি, ইমাম কাজী কায়্যুম, সৈয়দ মুসতানজিদ বিল্লাহ রাব্বানি, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক সাঈদ, অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভেন রাগা, ১১৫ প্রিসিঙ্কটের নির্বাহী অফিসার জাগহাম আব্বাস, সাবেক সিটি কাউন্সিল মেম্বার হায়রাম মনসেরাত প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হামদ-নাত পরিবেশন করেন শাহনেওয়াজ গ্রুপের (এসএনজি) ভাইস-চেয়ারম্যান ও জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী রানো নেওয়াজ।

জুলাই সনদ সই হতে পারে ১৫ সেপ্টেম্বর

ঢাকা : রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর হতে পারে। কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে এর মধ্যে সনদ চূড়ান্ত করেছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা ও বিতর্ক এড়াতে সনদে অঙ্গীকারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাস্তবায়ন পদ্ধতি মূল সনদে না রেখে আলাদাভাবে সরকারকে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সে অনুযায়ী, সনদের সুপারিশগুলো তিন ধাপে বাস্তবায়নে সুপারিশ করা হবে। এখন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে চূড়ান্ত সনদের কপি পাঠিয়ে স্বাক্ষরের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত চাওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, জুলাই সনদ প্রণয়নে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গত ১২ ফেব্রুয়ারি গঠিত সাত সদস্যের জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ছয় মাস মেয়াদ শেষে কমিশনের মেয়াদ আরো এক মাস বাড়ানো হয়। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর কমিশনের বর্ধিত মেয়াদ শেষ হবে। এর আগেই সনদ স্বাক্ষরের কাজ শেষ করতে চায় কমিশন। এ জন্য একটি 'স্বাক্ষর অনুষ্ঠান' আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ১৪ বা ১৫ সেপ্টেম্বর ওই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টাসহ কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত থেকে স্বাক্ষর করবেন। ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেন, সনদের খসড়ার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যে মতামত দিয়েছে, তা সমন্বয় করা হয়েছে। আইনি দিক থেকে গ্রহণযোগ্য ও রাজনৈতিকভাবে টেকসই করতে এখন সনদের ওপর বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নেওয়া হবে। এরপর চূড়ান্ত সনদ রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঠানো হবে। ঐকমত্য কমিশন সূত্র জানায়, স্বাক্ষরের বিষয়ে মতামত জানতে জুলাই সনদের চূড়ান্ত কপি রাজনৈতিক দলগুলোকে পাঠানো হবে। দলগুলোর মতামতের ভিত্তিতে এর মধ্যে 'জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫' চূড়ান্ত করেছে ঐকমত্য কমিশন। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার কমিশনের দুই দফা বৈঠকে ওই সনদ চূড়ান্ত করা হয়। সেখানে বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সূত্র জানায়, বাস্তবায়ন পদ্ধতি নিয়ে কমিশন আলাদা সুপারিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেও সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে চায় ঐকমত্য কমিশন। তাই চূড়ান্ত সনদের বিষয়ে আইনি পরামর্শ গ্রহণে রবিবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করবেন কমিশনের সদস্যরা। বৈঠকে আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামানসহ আইনজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সূত্র জানায়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গত ২০ মার্চ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত দুই দফায় ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে। সেসব আলোচনা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ১৬ আগস্ট জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এর খসড়া উপস্থাপন করে কমিশন। খসড়াটিতে ভূমিকা, বেশির ভাগ দল-সমর্থিত ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাবের তালিকা এবং একটি অঙ্গীকারনামা রয়েছে। জুলাই সনদের খসড়ায় ২৯টি দল মতামত জানিয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, জুলাই সনদ তথা সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী হবে, তা জুলাই সনদে উল্লেখ থাকছে না। রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আলাদা সুপারিশ তুলে ধরবে কমিশন। বাস্তবায়ন পদ্ধতি জুলাই সনদের অংশ হবে না। তবে চূড়ান্ত সনদের তিনটি ভাগ থাকবে। প্রথম ভাগে সনদের পটভূমি, দ্বিতীয় ভাগে ঐকমত্য ও সিদ্ধান্ত হওয়া প্রস্তাব এবং তৃতীয় ভাগে সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা থাকবে। প্রস্তাবিত সনদের সমন্বিত খসড়ায় আট দফা অঙ্গীকারনামা ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত অনুযায়ী, সনদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দফার অঙ্গীকারে পরিবর্তন আসছে। খসড়ার দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছিল, বিদ্যমান সংবিধান ও আইনে যা কিছুই বলা থাকুক, প্রাধান্য পাবে জুলাই সনদ। এই প্রস্তাবে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) একমত হলেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ওপর সনদকে প্রাধান্য দিতে রাজি নয় বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল। এতে এই অঙ্গীকারে ভাষাগত পরিবর্তন আনা হয়েছে। খসড়ায় তৃতীয় দফার অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, সনদের ব্যাখ্যা দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের থাকবে। বিএনপিসহ বেশির ভাগ দল এই অঙ্গীকারে রাজি নয়। তাদের ভাষ্য, সনদ রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল। আদালতের হাতে তা ন্যস্ত করা ঠিক হবে না। কমিশনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সনদ বাস্তবায়নে সংবিধানে যেসব পরিবর্তন আনা হবে, তা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবেই আপিল বিভাগের থাকবে। খসড়ায় চতুর্থ দফার অঙ্গীকারে বলা হয়েছে, সনদের সুপারিশ ও প্রস্তাব সাংবিধানিকভাবে বলবৎ বলে গণ্য হবে। সনদের বৈধতা, প্রয়োজনীয়তা ও জারির কর্তৃত্ব নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না। জামায়াত, এনসিপি এতে একমত হলেও বিএনপি রাজি নয়। দলটি প্রথম দফায় দেওয়া মতামতে বলেছে, আদালতে প্রশ্ন তোলার সুযোগ বন্ধ হলে নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

সনদ বাস্তবায়ন : ঐকমত্য কমিশন সংস্কার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে গণভোট, গণপরিষদ, সংসদ, অধ্যাদেশসহ ছয়টি বিকল্প দিয়েছিল। জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, এবি পার্টিসহ কয়েকটি দল চায় গণভোটের মাধ্যমে সংস্কার বা বাস্তবায়ন করা হোক। গণভোট সম্ভব না হলে জামায়াত নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক আদেশে সনদ বাস্তবায়ন চায়। এই দলগুলো সনদে আইনি ভিত্তি ও সনদের অধীনে নির্বাচন চায়। এনসিপি, গণসংহতি আন্দোলনসহ কয়েকটি দল গণপরিষদ বা সাংবিধানিক সভার মাধ্যমে সনদের বাস্তবায়ন চায়। এনসিপিও সনদের আইনি ভিত্তি চায়। তবে বিএনপি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ (সিপিবি) কয়েকটি দল এর ঘোর বিরোধী। তাদের অবস্থান, সংবিধান সংশোধন করতে হবে, এমন সংস্কার আগামী সংসদে হবে।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে টকশো আলোচক আবু আলম শহীদ খান গ্রেপ্তার

ঢাকা : সন্ত্রাস-বিরোধী আইনে পুলিশের দায়ের করা মামলায় টকশো আলোচক সাবেক সিনিয়র সচিব আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত ৮ সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামানের আদালত শুনানি শেষে তাকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেন। এর আগে রোববার রাত ১টার দিকে রাজধানীর ইস্কাটন গার্ডেন এলাকার বোরাক টাওয়ার থেকে আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে আটক করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) সদস্যরা। এরপর তাকে মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে নেয়া হয়। ২৯শে আগস্ট শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে এএসআই আমিরুল ইসলাম বাদী হয়ে দায়ের করা এক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর দুপুরে তাকে আদালতে নেয়া হয়। ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজিরের পর প্রথমে তাকে আদালতের হাজতখানায় রাখা হয়। এরপর দুপুর ২টা ২০ মিনিটের দিকে মাথায় হেলমেট, গায়ে ভেস্ট পরিয়ে কড়া নিরাপত্তায় তাকে ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামানের আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও শাহবাগ থানার এসআই তৌফিক হাসান। এ সময় আদালতের কাছে আইও (তদন্তকারী কর্মকর্তা) শহীদ খানকে কারাগারে প্রেরণের আবেদন জানান। আবেদনে তিনি বলেন, গত ২৮শে আগস্ট সকাল ১০টায় সেগুনবাগিচাস্থ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সরকারবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান শুরু হতে না হতেই একদল ব্যক্তি হট্টগোল করে স্লোগান দিয়ে সভাস্থলে ঢুকে পড়েন। এক পর্যায়ে তারা অনুষ্ঠানস্থলের দরজা বন্ধ করে দেন। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া কয়েকজনকে লাঞ্ছিতও করা হয়। হট্টগোলকারীরা গোলটেবিল আলোচনার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলেন এবং আলোচনায় অংশ নেয়াদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। একপর্যায়ে অতিথিদের অনেককেই বের করে দেয়া হলেও আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী এবং অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানকে অবরুদ্ধ করে রাখেন তারা। পরে পুলিশ এসে ১৬ জনকে আটক করে। এ ঘটনায় ২৯শে আগস্ট রাজধানীর শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন উপ-পরিদর্শক আমিরুল ইসলাম।

পরবর্তীতে এ মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। সেদিনের ঘটনার সময় আসামি শহীদ খান ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ওই ঘটনার সঙ্গে তিনি জড়িত বলে জানা গেছে। মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। এমতাবস্থায় মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলার তদন্ত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসামির নাম-ঠিকানা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত তাকে জেলে আটক রাখা একান্ত প্রয়োজন। মামলার তদন্তের স্বার্থে পরবর্তীতে ব্যাপক ও নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামিকে পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের জন্য আবেদনও করা হবে। এসময় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা সুমন পুলিশের পক্ষে শুনানি করেন। তবে আসামির পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিল না। শুনানি শেষে আদালত শহীদ খানকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বিষয়টি নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) শফিকুল ইসলাম বলেন, শাহবাগ থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আবু আলম মোহাম্মদ শহীদ খানকে রোববার রাত ১টার দিকে তার ইস্কাটনের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যথাযথ নিয়মে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাকে কারাগারে প্রেরণ করেছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্রকে গুলি করে হত্যা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন মার্কিন ডানপন্থী কর্মী ও ভাষ্যকার চার্লি কার্ক। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত। বুধবারের এই ঘটনাটিকে গভর্নর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করেছেন। খবর রয়টার্সের।

বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটনার প্রায় ছয় ঘণ্টা পরও কর্তৃপক্ষ কোনো সন্দেহভাজনকে শনাক্ত করতে পারেনি। এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল জানিয়েছেন, এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছিল, পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, আমাদের তদন্ত চলছে এবং স্বচ্ছতার স্বার্থে আমরা বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ অব্যাহত রাখব।

ইউটাহ গভর্নর স্পেনসার কক্স এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, পুলিশ একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে তিনি তার পরিচয় প্রকাশ করেননি। একই সংবাদ সম্মেলনে ইউটাহ জননিরাপত্তা বিভাগের কমিশনার বো ম্যাসন বলেন, হামলাকারী এখনও 'পলাতক'।

আমেরিকার জন্য এক অন্ধকার মুহূর্ত : ট্রাম্প

চার্লি কার্কের মৃত্যুর ঘটনাকে 'আমেরিকার জন্য এক অন্ধকার মুহূর্ত' বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রুথ সোশালে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় ট্রাম্প বলেছেন, চার্লি কার্কের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তিনি 'শোক ও ক্রোধে ভরে আছেন।

তিনি বলেন, চার্লি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং আজ রাতে যারা তাকে চিনতেন ও ভালোবাসতেন তারা সবাই শোকে মর্মাহত। চার্লি একজন দেশপ্রেমিক, যিনি তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন মুক্ত আলোচনার জন্য এবং তার প্রিয় দেশ, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য।

ট্রাম্প বলেন, তিনি সত্য ও স্বাধীনতার প্রতীক ছিলেন, এবং তরুণদের কাছে এত সম্মানিত আর কেউ কখনও হননি। চার্লি ছিলেন গভীর বিশ্বাসের একজন মানুষ।

আমরা এই জেনে সান্ত্বনা পাই যে এখন তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তিতে আছেন।

তিনি আরো বলেন, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যেন এই ভয়াবহ দুঃখ ও কষ্টের সময়ে কার্কের স্ত্রী ও সন্তানদের দেভাল করেন।

পাঁচ ট্রলারসহ ৩০ বাংলাদেশি জেলেকে ধরে নিয়ে গেল আরাকান আর্মি

ঢাকা : কক্সবাজারের টেকনাফ উপকূলে সেন্টমার্টিন দ্বীপের নিকটবর্তী সাগর থেকে পাঁচটি মাছ ধরার ট্রলারসহ অন্তত ৩০ জন জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ পৌর বোট মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ। তিনি জানান, ট্রলারগুলোর মধ্যে তিনটি টেকনাফ পৌর এলাকার এবং দুটি শাহপরীরদ্বীপের বাসিন্দাদের মালিকানাধীন। চোখের সামনে ঘটনাটি দেখেছেন আশপাশের জেলেরা। তাদের বরাতে সাজেদ আহমেদ বলেন, ওই সময় বঙ্গোপসাগরে অন্তত ২০৩০টি ট্রলার মাছ ধরছিল। হঠাৎ দুটি স্পিডবোটে করে আসা আরাকান আর্মির সদস্যরা অস্ত্রের মুখে কয়েকটি ট্রলার থামিয়ে দেয়। পরে জেলেদের জিম্মি করে পাঁচটি ট্রলারসহ অন্তত ৩০ জনকে ধরে নিয়ে যায় তারা।

তিনি আরও জানান, খবর পাওয়ার পর বিজিবি, কোস্ট গার্ড ও প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে সঠিক কতজন জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশনের ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সালাহউদ্দিন রশীদ তানভীর বলেন, ঘটনাটি বিভিন্ন মাধ্যমে শোনা গেছে। বিস্তারিত তথ্য যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান চলছে।

নরসিংদীতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী : নরসিংদীর শিবপুরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করেছে আপন চাচা ও চাচাতো ভাইয়েরা। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার চক্রধা ইউনিয়নের বৈলাব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত দুই ভাই হলেন, চক্রধা ইউনিয়নের বৈলাব গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য আসাদুজ্জামান মন্টুর ছেলে সোহাগ (৪০) ও রানা (৩৫)। পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, বৈলাব গ্রামের বাসিন্দা দিদার ও বিদ্যুৎ এর বাড়ির ব্যবহৃত টিউবওয়েলের পানি চাচাতো ভাই সোহাগদের বাড়ির ওপর দিয়ে নামাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে ঘটনার দিন বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে চাচা মামুন ও তার দুই ছেলে দিদার ও বিদ্যুৎ ছুরি, বল্লম, শাবল নিয়ে সোহাগ ও তার ছোট ভাই রানার ওপর হামলা চলায়। এ সময় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ঘটনাস্থলেই রানা নিহত হয় এবং সোহাগ গুরুতর আহত হয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় সোহাগকে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতদের মা শামীমা আক্তার জানান, দিদারদের টিউবওয়েলের পানি আমাদের বাড়িতে আসে, এতে আমাদের চলাচল করতে সমস্যা হয়। এ নিয়ে আমার ছোট ছেলে রানা তার চাচা মামুনকে জানালে সে ও তার দুই ছেলে দিদার ও বিদ্যুৎ আমার ছোট ছেলে রানাকে ছুরি দিয়ে পেটে গাই মারে। এ সময় রানার চিৎকারে আমার অপর ছেলে সোহাগ দৌড়ে আসলে দিদার ও বিদ্যুৎ তাকেও লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। এ সময় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। আমার ছেলেদের হত্যাকারীদের বিচার চাই। এ ব্যাপারে শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। দুই পরিবারের পারিবারিক বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। দুটি লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ড্রামের ফান্ড রেইজিংয়ে জোহরান মামদানি

(শেষ পাতার পর)

আপনাদের যে কোন প্রয়োজনে আমি পাশে থাকবো। গত ৬ সেপ্টেম্বর ব্রুকলিনের একটি পার্কে ড্রাম বিটসের ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি এই কথা বলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে জোহরান মামদানি বলেন, আমার নির্বাচনে বাংলাদেশিদের অসামান্য ভূমিকা ছিলো। জ্যামাইকায় এক র‍্যালিতে আমাকে নিয়ে স্লোগান দেয়া হয়- তোমার মেয়র, আমার মেয়র, মামদানি, মামদানি।

নিউইয়র্ক সিটিতে দক্ষিণ এশিয়ানদের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে গঠিত স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট-৩৬ থেকে ২০২০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাথে সখ্যতা বাড়িয়েছেন জোহরান মামদানি । সে সূত্রে তার মেয়র নির্বাচনেও বাংলাদেশিরা সরব হয়েছেন। যার প্রভাব দৃশ্যমান হলো গত শনিবার নিউইয়র্ক সিটির প্রসপেক্ট পার্কে 'ড্রাম বিটস' নামক একটি সংস্থার বনভোজন পার্টিতে। বৃষ্টি সত্ত্বেও শতশত প্রবাসীর সমাগমে হাজির হয়েছিলেন জোহরান মামদানি। মামদানিকে বিজয় প্রদানে সর্বাত্মক সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিটি বাংলাদেশি ভোটারকে কেন্দ্রে গিয়ে ব্যালট যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহবান জানান কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন ড্রামের অর্গানাইজিং ডিরেক্টর কাজী ফৌজিয়া।

কারাম চৌধুরীকে 'জীবন'র সংবর্ধনা

(শেষ পাতার পর)

অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে ডেপুটি ইন্সপেক্টর হয়েছেন। বর্তমানে তিনি জীবন-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার এ পদোন্নতি কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক অনন্য গৌরবের অর্জন।

সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এম. ডি. হালিম ও সহ-সাধারণ সম্পাদক সরদার আল মামুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের মিডিয়া লিয়াজোঁ পাপিয়া শারমিন, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর পলাশ আহমেদ, কো-ট্রেজারার রাজীব ঘোষ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা সরদার আল মামুন ও মেহেদী মামুন, ট্রেজারার পঙ্কজ রায়, কো-ট্রেজারার অনিক ইসলাম এবং উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট সাজেদুর রহমান, ড. ইসলাম, এম. ডি. হোসেন, দিদারুল হোসেন, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর রাজীব হোসেন, আরিফ হোসেন ও ইজাজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মূলধারার রাজনীতিবিদ ও ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনের চেয়ারপার্সন ও কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক আইটি বিশেষজ্ঞ আহমেদ সোহেল, 'ভালো' সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ শাহরিয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শোয়েব চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ এনায়েত আলী, ড. সুজাত খান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, লেফটেন্যান্ট হাফিজ রহমান, ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক তরিকুল ইসলাম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সাঈদ প্রমুখ।

এসময় ইমিগ্র্যান্টস ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে বাপার সাবেক সভাপতি কারাম চৌধুরীকে একটি সম্মানজনক প্রোক্লেমেশন প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা কারাম চৌধুরীর উজ্জ্বল কর্মজীবন ও বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতি তার অবদানকে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি দেন। তারা বলেন, তার এই অর্জন প্রমাণ করে যে, কঠোর পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রবাসেও স্বপ্নকে

কারাম চৌধুরী

তুহিন খান

তুহিন খান

আবু নূর মোহাম্মদ সৈয়দ

বাস্তবে রূপ দেয়া সম্ভব। এসময় কারাম চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের পদোন্নতিতে কমিউনিটিতে উচ্ছ্বাস

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির এনওয়াইপিডি পুলিশ সদর দপ্তরে গত ৯ সেপ্টেম্বর সকালে এই জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পুলিশ কমিশনার জেসিকা টিশের কাছ থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের চারজন গর্বিত সদস্য। ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কারাম চৌধুরী। বর্তমানে নিউইয়র্ক পুলিশের ১০৪ প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে তিনি কর্মরত। কারাম চৌধুরী বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার টিলাগাঁও গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল মতিন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র কারাম চৌধুরী ১৯৯৩ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০০৫ সালে যোগ দেন নিউইয়র্ক পুলিশের অফিসার পদে।

এছাড়া সি ডাক্লু এ লোকাল ১১৮২ এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং এনওয়াইপিডি ট্রাফিক বিভাগের সুপারভাইজার মোহাম্মদ শাহজাহানের বড় ছেলে আবু নূর মোহাম্মদ সৈয়দ পুলিশ সার্জেন্ট পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।বাবা-ছেলের এই সাফল্য বাপা এবং বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য অনেক আনন্দের এবং গর্বের।আবু নূর মোহাম্মদ সৈয়দ অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তিনি ২০১৬ সালে পুলিশ ক্যাডেট হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং ২০১৮ সালে পুলিশ অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

এটি বাংলাদেশি পরিবারের প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে একটি।

সার্জেন্ট হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেছেন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের ইভেন্ট কো-ট্রেজারার শেরপুর জেলার কৃতি সন্তান জসিম মিয়া। তিনি ২০১৮ সালে নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট একজন অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশের শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার শালচুড়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জসিম মিয়া ২০০৯ সালে ২১ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তিনি জন জে কলেজে ক্রিমিনাল জাস্টিসে ব্যাচেলর করছেন।তুহিন খান ২০১৭ সালে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন। সিলেটের মৌলভীবাজারের রাজনগরে জন্মগ্রহণকারী তুহিন ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হন। তিনি জন জে কলেজে ক্রিমিনাল জাস্টিস বিভাগে ডিগ্রি অর্জন করছেন। তিনি নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের স্ট্র্যাটেজিক রেসপন্স গ্রুপ এসআরজি ইউনিটে কর্মরত ছিলেন। বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সার্জেন্ট ডিটেকটিভ স্কোয়াড এরশাদুর সিদ্দিক, প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন একেএম আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট আলী চৌধুরী এবং সেক্রেটারি ডিটেকটিভ রাসেকুর মালিক অভিনন্দন জানিয়েছেন পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের। বাপা'র মিডিয়া লিয়াজোঁ ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার জানান, এই অর্জন বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্যকে উচ্ছ্বসিত করেছে এবং তাঁদের সাফল্য পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাপার নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত তারেক আরিফুল ইসলাম

(শেষ পাতার পর)

আরিফুল ইসলাম। তিনি সম্প্রতি ওয়াশিংটন ডিসিতে বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগ দিয়েছেন।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ৩ সেপ্টেম্বর তার নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়। এর আগে রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামকে পররাষ্ট্র সচিব করার পর ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূতের পদটি শূন্য ছিল। তারেক মো. আরিফুল ইসলাম গত বছরের জুনে জাতিসংঘের জেনেভা দপ্তরে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। তার আগে তিনি শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিসিএস (পররাষ্ট্র ক্যাডার) ১৭তম ব্যাচের এই কর্মকর্তা ১৯৯৮ সালে কূটনৈতিক ক্যারিয়ার শুরু করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি, কলকাতায় উপ-হাইকমিশনার এবং ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহ-াপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।তারেক মো. আরিফুল ইসলাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং অস্ট্রেলিয়ার মোনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কূটনীতি ও বাণিজ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, আঞ্চলিক সহযোগিতা, মানবাধিকার এবং অভিবাসন বিষয়ে তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনে তিনি বাংলাদেশ-আমেরিকা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও জোরদার করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ট্রায়ালে সফল রাশিয়ার ক্যানসার ভ্যাকসিন

বাংলাদেশ ডেস্ক : মরণব্যাধি ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের তৈরি ভ্যাকসিন পরীক্ষামূলক প্রয়োগে (ট্রায়াল) সফল হয়েছে। ভ্যাকসিনটি এখন সব রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। রাশিয়ার ফেডারেল মেডিকেল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সির (এফএমবিএ) প্রধান ভেরোনিকা স্কভোর্তসোভা ইস্টার্ন অর্থনৈতিক ফোরামে এ ঘোষণা দেন। নতুন ভ্যাকসিনটির নাম এন্টারোমিক্স। এমআরএনএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়েছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে কভিড-১৯ ভ্যাকসিনও তৈরি করা হয়। এরপরই এটি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। নতুন এ ভ্যাকসিন দুর্বল ভাইরাস ব্যবহারের পরিবর্তে মানব শরীরের কোষগুলোকে প্রোটিন তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেয়। এরপর শরীর এমন প্রোটিন তৈরি করে যা ক্যানসার কোষগুলোকে আক্রমণ করে।

পরীক্ষায় যা দেখা গেছে : ফেডারেল মেডিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল এজেন্সি জানিয়েছে, ভ্যাকসিনটি তিন বছরের প্রাক-ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বারবার ডোজ দেওয়ার পরেও এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। সবচেয়ে ভালো ফলাফল হলো, কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসারের ধরনের ওপর নির্ভর করে টিউমারের আকার ৬০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত ছোট হয়েছে বা সেগুলোর বৃদ্ধি অনেক কমে গেছে। গবেষকরা আরও দেখেছেন, ভ্যাকসিনটি যারা গ্রহণ করেছেন তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রাথমিকভাবে ভ্যাকসিনটি শুধু কোলন ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে।-তাস নিউজ

তবে বিজ্ঞানীরা গ্লিওব্লাস্টোমা (এক ধরনের দ্রুত বর্ধনশীল মস্তিষ্কের ক্যানসার) এবং বিভিন্ন ধরনের মেলানোমার (গুরুতর ত্বকের ক্যানসার) জন্যও ভ্যাকসিন তৈরির তৎপরতা চালাচ্ছেন।

নিউইয়র্কের সহস্রাধিক পাবলিক স্কুলে সেলফোন নিষিদ্ধ

(শেষ পাতার পর)

৪ সেপ্টেম্বর থেকে নয়া শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে 'সেলফোন নিষিদ্ধ'র আওতায়। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, ক্লাস শুরু থেকে ছুটির ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত কেউ সেলফোন ব্যবহার করতে পারবে না। নিউইয়র্ক সিটিতে ১১ শতাধিক পাবলিক স্কুলের ৯ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে। স্কুলে প্রবেশের পরই নির্দিষ্ট একটি ব্যাগে সবাইকে সেলফোন রাখতে হবে। আবার তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে ছুটির ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে।

এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে নিউইয়র্ক স্টেটের গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, 'আমরা এমন একটি কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছি যাতে তোমরা নির্বিঘ্নে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পার। ক্লাসে সেলফোন ব্যবহারের বিরুদ্ধে এমন নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ক্রমে গোটা স্টেটেই প্রসার করা হবে।' অপরদিকে এমন নিষেধাজ্ঞায় অনেক অভিভাবক ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারা বলেছেন, সন্তানেরা কখন কোথায় কী করছে সেটি জানতে সেলফোনের বিকল্প ছিল না। এ ছাড়া কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা কোনো বিপদে পড়লে জানব কীভাবে? তবে প্রশাসনের যুক্তি, যে কোনো প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর পাশে রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে।

কুইন্সে প্রবীণ দম্পতিকে হত্যার পর বাড়িতে আগুন

(শেষ পাতার পর)

বৃদ্ধ স্বামী ফ্র্যাঙ্ককে বেসমেন্টে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে এবং মওরিনের দেহ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঘাতক তাদের হত্যা ও বাড়ি লুট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে জামেল ম্যাকগ্রিফ (৪২) নামে সন্দেহভাজনকে খুঁজছে পুলিশ। বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সংগৃহীত ম্যাকগ্রিফের ছবি প্রকাশ করেছে এনওয়াইপিডি।

এনওয়াইপিডির কমিশনার জেসিকা টিশ মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে জানান, সোমবার ওল্টন দম্পতির পুত্র, বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ৯১১ এ ফোন করলে পুলিশ ওই বাড়িটিতে যায়। প্রায় পুড়ে যাওয়া বাড়ির ভেতরের বেজমেন্টে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় ফ্র্যাংক ওল্টনের মরদেহ শনাক্ত করে পুলিশ। তার শরীরে অনেক ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। অন্যদিকে বাড়ির প্রথম তলায় মৃতাবস্থায় পড়ে থাকা মওরিন ওল্টনের শরীরের বেশির ভাগই পুড়ে গিয়েছিল। দম্পতিকে হত্যার করার আগে অভিযুক্ত ব্যক্তি চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা বাড়ির ভেতর অবস্থান করে বলে জানান পুলিশের গোয়েন্দারা। তাদের মতে, ম্যাকগ্রিফ ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ওই বাড়িতে প্রবেশ করে। বেলা তিনটার দিকে ম্যাকগ্রিফকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেন কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী। সন্দেহভাজন ম্যাকগ্রিফের সঙ্গে নিহত দম্পতির জ্ঞাত ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। ম্যাকগ্রিফের বিরুদ্ধে এর আগেও ডাকাতি, যৌন সহিংসতার মতো অপরাধের অভিযোগ রয়েছে বলে জানান এনওয়াইপিডি কমিশনার। জেসিকা টিশ জানান এক সিসিটিভি ফুটেজে ম্যাকগ্রিফকে মঙ্গলবার ব্রঙ্কসের এক সেলফোনের দোকানে দুটি ফোন বিক্রয়ের চেষ্টা করতে দেখা গেছে। তাকে সশস্ত্র ও বিপজ্জনক মনে হচ্ছিল। আগের কোনো এক ডাকাতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ম্যাকগ্রিফ প্যারোলে ছিল। পুলিশের গোয়েন্দারা জানিয়েছেন সন্দেহভাজন ম্যাকগ্রিফ বেলরোজ নেইবারহুডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেন যে, তিনি তার সেলফোন চার্জ করাতে পারেন কিনা। এক বাড়ি মালিক তাকে তিরস্কার করার পর ম্যাকগ্রিফ ফ্র্যাঙ্ক ওলটনের বাড়ি যায় এবং ভিডিওতে তাকে সকাল ১০টা ২০ মিনিটের দিকে ওলটনের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। তাকে বাড়ির ব্যাকইয়ার্ডে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এক পর্যায়ে ম্যাকগ্রিফ পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন। সন্দেহভাজন বাড়িটিতে প্রায় ৫ ঘন্টা অপেক্ষা করে এবং সার্ভেইলেন্স ক্যামেরায় তাকে বিকেল ৩টা ৮ মিনিটে বের হয়ে যেতে দেখা যায়। তার হাতে একটি কাগজের ব্যাগ ও ডাফেল ব্যাগ ছিল এবং পরনে ছিল গাঢ় নীল জিনসের ট্রাউজার, কালো হ্যাট, কালো জ্যাকেট ও পায়ে কালো জুতা।

পুলিশে মতে, ম্যাকগ্রিফের অপরাধ কর্ম সংঘটনের ইতিহাস কয়েক দশকের। ২০০৬ সালে এক ডাকাতিতে জড়িত থাকার অপরাধে আদালত সাজা দেয় এবং ১৬ বছর কারাগারে কাটানোর পর তিনি প্যারোলে ছিলেন। আরো দুটি ডাকাতির ঘটনায় পুলিশ তার অনুসন্ধান করছিল।

৫৫ বছরে বিশ্বে চার কোটি মানুষের মৃত্যু

বাংলাদেশ ডেস্ক : ১৯৭০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একতরফা নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বজুড়ে তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে এ তথ্য। কাতারের সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি দ্য ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে গবেষণাপত্রটি। যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ফ্রান্সিসকো রদ্রিগেজের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় ১৯৭০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত মোট অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে। ফলাফল ভয়াবহ। গবেষকদের মূল অনুমান অনুযায়ী, ১৯৭০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের একতরফা নিষেধাজ্ঞার কারণে তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। শুধু ১৯৯০-এর দশকের কিছু বছরে এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মারা গেছেন। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালেই নিষেধাজ্ঞার কারণে মৃত্যু হয়েছে আট লাখেরও বেশি মানুষের। এই গবেষণার ফলাফল বলছে, প্রতিবছর নিষেধাজ্ঞার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি নিহত মানুষের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। যেখানে গড়ে প্রতিবছর যুদ্ধে প্রায় এক লাখ মানুষ মারা যায়, সেখানে নিষেধাজ্ঞায় মৃত্যুর সংখ্যা কয়েক লাখ। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভুক্তভোগী শিশু ও প্রবীণরা, যারা অপুষ্টি ও দুর্বলতার কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু ২০১২ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার কারণে ১০ লাখেরও বেশি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গবেষণা বলছে, ক্ষুধা ও বঞ্চনা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার অনিচ্ছাকৃত ফল নয় বরং এগুলোই হলো মূল লক্ষ্য। এর প্রমাণ মেলে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন নথিতে। সেখানে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো ও বিপ্লবকে ঘিরে জনগণের ব্যাপক সমর্থনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, 'কিউবার অর্থনৈতিক জীবনকে দুর্বল করতে যা সম্ভব তার সব কিছুই দ্রুত গ্রহণ করা উচিত।' নথিতে আরো বলা হয়েছিল, কিউবার কাছে অর্থ ও পণ্য প্রবাহ বন্ধ করতে হবে, যাতে আর্থিক আয় ও প্রকৃত মজুরি কমে যায়, ক্ষুধা ও হতাশা তৈরি হয় এবং শেষ পর্যন্ত সরকারের পতন ঘটে। জরিপ অনুযায়ী, ১৯৭০-এর দশকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১৫টি দেশ পশ্চিমা একতরফা নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল। ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০টি দেশ পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল। আর বর্তমানে, ২০২০-এর দশকে, এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০-এরও বেশি। এখন পর্যন্ত গবেষকরা সাধারণত একেকটি দেশের প্রেক্ষাপটে আলাদাভাবে নিষেধাজ্ঞার মানবিক প্রভাব বোঝার চেষ্টা করেছেন। এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এতে সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়নি।

অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত না নিলে সেসব দেশের ভিসা কমিয়ে দেবে যুক্তরাজ্য

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত না নিলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ভিসা কমানো হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনার পর এ ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ দেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের কয়েক দশক ধরে থাকা গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় অংশীদারত্বকে সম্মিলিতভাবে ফাইভ আইস বলা হয়। যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, 'যারা আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এই ঘোষণাটি তাদের যে কারও জন্য স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। আপনার যদি যুক্তরাজ্যে থাকার বৈধ কাগজপত্র না থাকে, তাহলে আমরা আপনাকে বহিষ্কার করব। আর যেসব দেশ তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব।' ট্রাম্প প্রশাসনের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান মুখ মার্কিন হোমল্যান্ড সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম সাংবাদিকদের বলেন, 'এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।' গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় নির্মাণাধীন হুন্দাই গাড়ির কারখানা থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার শতাধিক কর্মীকে আটকের বিষয়টি সমর্থন করেছেন ক্রিস্টি নোম। তিনি বলেন, প্রশাসন আইন মেনে চলছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর পদক্ষেপগুলো অন্যান্য দেশকে একইভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিতে পারে।

Health Career
Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home
Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ARMAN CHOWDHURY, CPA
ARMAN CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
Individual Income Tax
Business Income Tax
Non-Profit Tax Return
Accounting & Bookkeeping
Retirement and Investment Planning
Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
Family Petition
Citizenship Application
Affidavit of Support
Green Card Renewal
Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রেইজিং

৪৬ পাতার পর)

প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিবর্গকে। ধন্যবাদ জানান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জেএমসি পরিচালনা কমিটি এবং সম্প্রসারণ কাজে যারা আর্থিক অনুদান প্রদান করে চলেছেন তাদের প্রতি। ডাঃ খান জেএমসি পরিচালনা কমিটি ও ট্রাস্টিবোর্ডের সকল কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ভবন সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং টিমের সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন জেএমসির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন তরুণ ইসলামী স্কলার ডঃ জাকির আহমেদ। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা, মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও তাতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিনিয়োগ করতে সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন ডঃ জাকির আহমেদ। । জেএমসির ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ সমবেত অতিথিদের উদ্দেশ্যে ভবন সম্প্রসারণ কাজে মুক্ত হতে অনুদানের আহ্বান জানান। প্রতিষ্ঠানটির কল্যাণমূলক ও শিক্ষণীয় কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের শেষে দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন হাফেজ শেখ মুজাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন জয়েন্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার।

জোহরান মামদানী তার বক্তব্যে জেএমসির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ধন্যবাদ জানান ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিভিন্ন সময় এই মসজিদে জুমার নামাজ আদায় ও ঈদের জামাতে আমি আপনাদের সাথে অংশ নিয়েছি। মামদানি বলেন, নিউইয়র্ক সিটি একক কোন ব্যক্তির নয়। এই মহানগরী সবার। তিনি বলেন, আমি বরাবরই প্যালেস্টাইন ইস্যুতে কথা বলেছি এবং এখনো বলছি। আমি ন্যায় বিচার সাম্য ও সকলের নিরাপত্তায় বিশ্বাসী। ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্ক সিটির মেয়র

নিধারণের এখতিয়ার রাখেন না। নিউইয়র্কবাসীই সিদ্ধান্ত নিবে কে হবেন সিটির পরবর্তী মেয়র। মুসলিম ভোটাররা নি-উইয়র্ক সিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন বলে মন্তব্য করেন জোহরান মামদানি। অনুষ্ঠানে ভবন সম্প্রসারণ কাজের উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

উল্লেখ্য, জেএমসি'র ভবন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে গত ২৭ এপ্রিল । ভবন প্রাঙ্গণে সকলের উপস্থিতিতে সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন করা হয় গ্রাউন্ড-ব্রেকিংয়ের কাজ। বহুল প্রতীক্ষিত এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান দ্বিতল ভবনটি উন্নীত হবে চার তলায়। ফলে মুসল্লিদের স্থান সংকুলান না হওয়ার বিদ্যমান সমস্যার অবসান ঘটবে। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে নতুন প্রজন্মসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য নতুন এক সুযোগের সৃষ্টি হবে। জেএমসির নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তৃতীয় ও চতুর্থ তলায় আরো ৫ হাজার ৬৫০ বর্গফুট আয়তন বাড়বে। ফলে বর্তমান ৯ হাজার ৮৪০বর্গফুট মিলে মোট আয়তন দাঁড়াবে ১৫ হাজার ৪৩৪ বর্গফুট। বর্তমান দ্বিতীয় তলা থেকে হিফজ স্কুল তৃতীয় তলায় সরানো হলে সেখানে অতিরিক্ত আরো ১৮০জন মুসল্লির নামাজের স্থান সংকুলান হবে। এছাড়া প্রথম তলা থেকে অফিস স্টোরেজ সরালে আরো ৬০ জন মুসল্লির নামাজের জায়গা বাড়বে। ইমামের অফিস স্থানান্তর করা হবে চতুর্থ তলায়।

নিউইয়র্ক সিটিতে অভিজ্ঞতা ছাড়াই

(শেষ পাতার পর)

দেশে চার হাজারের বেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। নিউ ইয়র্ক সিটিতে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ক্যালিফোর্নিয়ার অরেঞ্জ সিটিভিত্তিক কোম্পানি এসএএস রিটেইল সার্ভিসেস। খাদ্য ও পানীয় শিল্পের কোম্পানিটি দিচ্ছে ৬৫ হাজারের বেশি টিমমেট এবং ৪০টির বেশি দেশে চার হাজারের বেশি ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ। এ চাকরিতে লাগবে না কোনো অভিজ্ঞতা। প্রতিষ্ঠানের নাম: এসএএস রিটেইল সার্ভিসেস; পদের নাম: ট্রাভেলিং রিটেইল মার্চেন্ডাইজার; পদসংখ্যা: নির্দিষ্ট নয়; চাকরির ধরন: পার্ট টাইম; অভিজ্ঞতা: নিষ্প্রয়োজন; প্রার্থীর ধরন: ১৮ বা তার বেশি বয়সী। ক্রেতাদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতাসম্পন্ন। শারীরিক কর্মকাণ্ড বা চলাচলে সক্ষম। ৫০ পাউন্ড নাগাদ তোলায় সক্ষম। বেতন: ঘণ্টায় ১৭ ডলার; অন্যান্য সুবিধা: চিকিৎসা, দন্ত্য ও চক্ষুসেবা, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, অ্যাসোসিয়েট পার্কসের মাধ্যমে ডিসকাউন্টের সুযোগ। কর্মস্থল: ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক সিটি; আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা জিপরিক্রুটার-এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

যুক্তরাজ্যে 'প্যালেস্টাইন অ্যাকশন' গ্রুপের বিক্ষোভ থেকে ৪ শতাধিক গ্রেপ্তার

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশন গ্রুপের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন হাজারো মানুষ। এ সময় ৪২৫ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভাকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। স্থানীয় সময় এ বিক্ষোভের আয়োজন করে ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস নামের একটি ক্যাম্পেইন গ্রুপ। তারা জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট স্কয়ারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে প্রায় দেড় হাজার মানুষ অংশ নেন। ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস এক্সে (সাবেক টুইটার) ঘটনার একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'পুলিশ নৃশংসভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা চালিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। এ ছাড়া ''আমি গণহত্যার প্রতিবাদ জানাই। আমি প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের পক্ষে'' লেখা প্ল্যাকার্ড ধরায় অন্যদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়।'

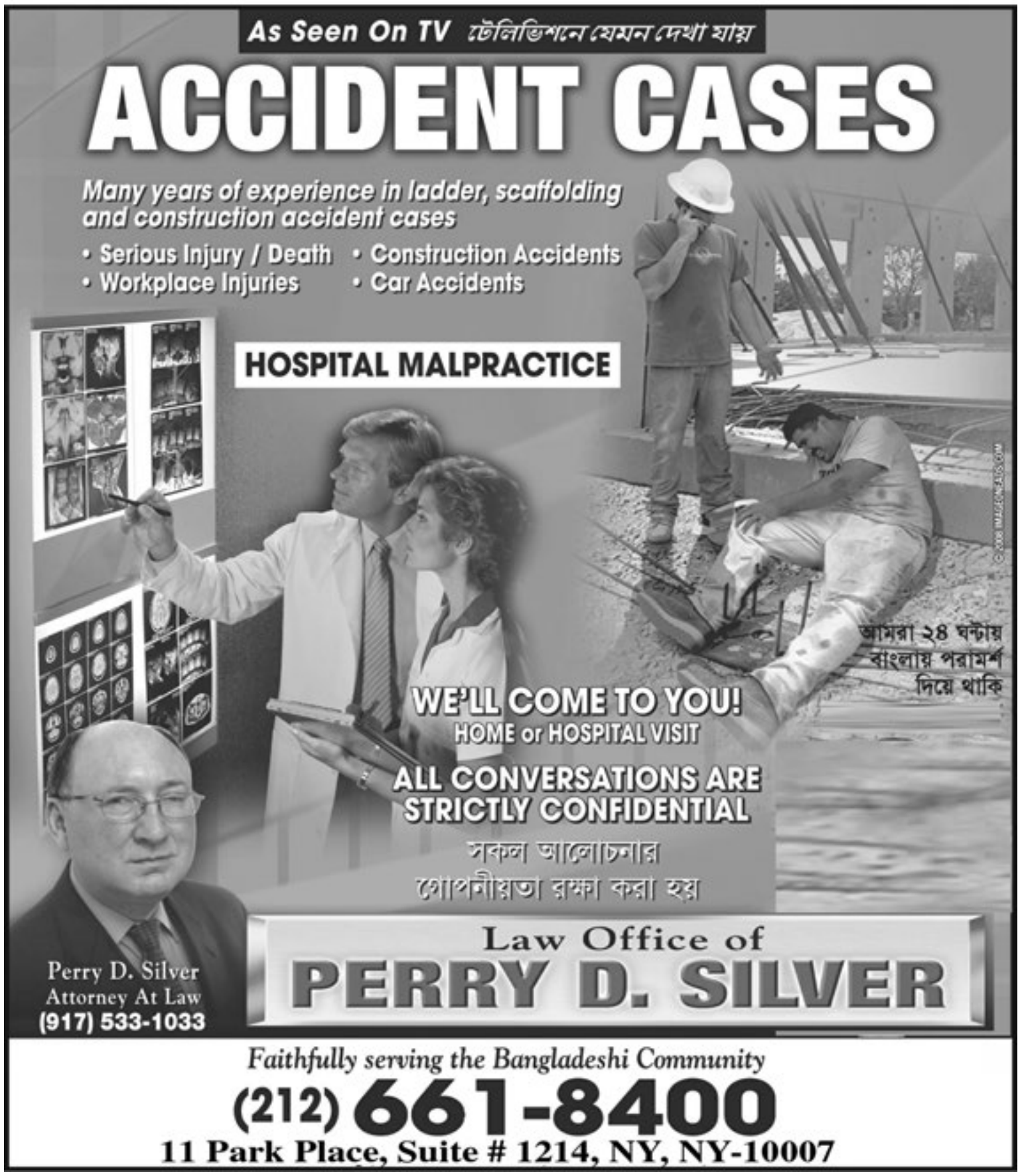

নাইজেরিয়ায় সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় নিহত ৬৩

বাংলাদেশ ডেস্ক : নাইজেরিয়ার উত্তরপূর্বাঞ্চলের বোর্নো রাজ্যে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় অন্তত ৬৩ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার রাতে দারুল জামাল শহরে হামলার ঘটনা ঘটে। সেখানে নাইজেরিয়া-ক্যামেরুন সীমান্তে একটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন সেনাসদস্য ছিলেন। নাইজেরিয়ায় কয়েক বছর ধরে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের আশ্রয়শিবিরগুলো বন্ধ করে নিজেদের গ্রামে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। তবে সাম্প্রতিক এই হামলা গত কয়েক বছরের সেই উদ্যোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। বোর্নো রাজ্যের গভর্নর বাবাগানা জুলুম সাংবাদিকদের বলেন, 'এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এই সম্প্রদায়কে কয়েক মাস আগে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছিল।

জ্যাকসন হাইটসে বর্ণাঢ্য হেরিটেজ মেলা

(শেষ পাতার পর)

পরিবেশনার পাশাপাশি মেলায় ছিলো কাপড়সহ বিভিন্ন ধরনের স্টল। মানুষ হেঁটে হেঁটে এসব স্টলে স্টলে ঘুরেছেন, পছন্দের জিনিস ক্রয় করেছেন, আবার কেউবা আড্ডা মেরেছেন। উপভোগ করেছেন শিল্পীদের পরিবেশনা। বেলুন উড়িয়ে ঠিকানা প্রেজেন্টস হেরিটেজ মেলার উদ্বোধন করেন মেলার চেয়ারম্যান, এনওয়াই হোমকেয়ারের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ ও মেলার কনভেনর, জেবিবিএর প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইর সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মহসীন নীরা, কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসের প্রতিনিধি রোকেয়া আক্তার, বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লিটু চৌধুরী, জেবিবিএর কর্মকতা আতিকুল ইসলাম জাকির, এপিএ সরোয়ার চৌধুরী, এভিটিভির প্রতিনিধি আবুল কাশেম। অতিথি হিসাবে ছিলেন অ্যাসেম্বলিওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস, কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, বিচারক সোমা সাঈদ, ঠিকানার ভাইস চেয়ারম্যান ও সিওও অনুভা শাহীন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিলাল চৌধুরী, শাহ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ জে চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড থ্রির কর্মকর্তা জোবানি রিড, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত চৌধুরী, সাবেক বিচারপতি র‍্যাফায়েল, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, ফেড রকি, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটেলিনা ক্রুজের প্রতিনিধি জামি কাজী প্রমুখ। মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, এলভিস ও ফৌজিয়ার উপস্থাপনায় এম আজিজ মূলধারার রাজনীতিবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, যখন আসে তখন আপনারা আমাদের কাছে আসেন। আমরা আপনাদের ভোট দিই। আপনাদেরও আমাদের কাজ করে দিতে হবে। আমাদের এখন বড় প্রয়োজন বয়স্কদের জন্য এডাল্ট ডে কেয়ার সেন্টার এবং শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার। তারা তা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, এই ধরনের মেলার আমাদের কমিউনিটির জন্য প্রয়োজন কারণ এই মেলার মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে তুলে ধরতে পারি এবং নতুন প্রজন্মের সামনে আমাদের শিল্প সংস্কৃতিকে তুলে ধরছি।

গিয়াস আহমেদ বলেন, জেবিবিএর আয়োজনে প্রতি বছরই এই ধরনের মেলা হয়ে থাকে। এবার ফাহাদ সোলায়মান মেলার আয়োজন করেছে। এই ধরনের উদ্যোগে বাংলাদেশকে উপস্থাপনের পাশাপাশি কমিউনিটিকে উপস্থাপন করা হয়। ফলে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

জেসিকা গঞ্জালেস রোহাস এ ধরনের উদ্যোগে তার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং কমিউনিটির কল্যাণে কাজ করার শাহ জে চৌধুরী, আমিন মাকজুমি ম্যাকসহ কয়েকজনকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এছাড়াও মেলার পক্ষ থেকে কমিউনিটি বোর্ড থ্রি, চেয়ারম্যান এম আজিজসহ বেশ কয়েকজনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

শেখ কৃষ্ণান বলেন, এটি আমার জনপদ। আমি আপনাদেরই লোক। আমরা সব ধর্মের এবং বর্ণের মানুষ এখানে সুন্দরভাবে বসবাস করছি। তিনি বাংলাদেশিদের অবদানের কথা স্বীকার করে বলেন, যে কারণে আমরা ৭৩স্ট্রিটকে বাংলাদেশ স্ট্রিট বলে ঘোষণা দিয়েছি। তিনি যে কোনো প্রয়োজনে তার অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের আহ্বান জানান।

মেলায় সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী কালা মিয়া, কিশোর দাস, কামরুজ্জামান বকুল, ক্রিনিয়া হাসান, নাজু আবন্দ, শশী, শাহ মাহবুব, আফতাব জনি, টিনা রাসের ও শামীম সিদ্দিকী।সবশেষে ফাহাদ সোলায়মান সবাইকে ধন্যবাদ জানান মেলা সফল এবং সার্থক করার জন্য। তিনি বলেন, এভাবে আপনাদের সহযোগিতা থাকলে আগামীতে আরো বড় বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবো।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal
আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ Weekly Bangladesh

জেন-জির বিক্ষোভে নেপালে সরকার পতন

(প্রথম পাতার পর)

গেছে, তিনি দুবাই গেছেন। তবে বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। কেপি শর্মার পদত্যাগের পরও শান্ত হয়নি নেপাল। আগুন দেওয়া হয়েছে পার্লামেন্ট ভবন, মন্ত্রীদের বাসভবন এবং অনেক সরকারি স্থাপনায়। জনরোষ থেকে রেহাই পায়নি মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের বাসভবন ও পার্টি অফিস। বিক্ষোভকারীরা দেশটির সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে হামলা করেছে। বিক্ষোভকারীদের দেওয়া আগুনে পুড়ে মারা গেছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকর। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নেপালি কংগ্রেস সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা এবং তার স্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবার ওপরও হামলা চালিয়েছে তারা। অর্থমন্ত্রীকে মারধরের ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এদিকে সংবিধান মেনে নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি সবাইকে শান্ত থাকার পাশাপাশি ভাঙচুর থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। রাতে সর্বশেষ খবরে জানা যায়, নেপালের সার্বিক নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। স্থানীয় সময় রাত ১০টার দিকে সেনাসদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়েছেন। রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন সেনাপ্রধান জেনারেল অশোক রাজ সিগদেল। এ সময় তিনি বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন ত্যাগ করে সংলাপে বসার আহ্বান জানান। খবর : কাঠমান্ডু পোস্ট, দ্য হিমালয়ান, রয়টার্স, আলজাজিরা, আনন্দবাজার পত্রিকার।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবির পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার থেকেই বিদ্রোহ শুরু করেন নেপালের তরুণরা। ওই বিক্ষোভে ১৯ জনের মৃত্যু হয়। শেষে ছাত্র-যুবাদের আন্দোলনের মুখে সোমবার রাতেই সামাজিক মাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয় নেপাল সরকার। 'কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন মিনিস্টার' (যোগাযোগ ও তথ্যমন্ত্রী) পৃথ্বী সুব্বা গুরুং জানান, 'জেন-জি'র দাবি মেটাতে সোমবার গভীর রাতে মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকের পর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর পরও বিদ্রোহ থামেনি। কারফিউয়ের মধ্যেই নেপালি তরুণদের বিক্ষোভ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে গড়ায়। তারা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ শুরু করেন।

সরকারি দপ্তর, মন্ত্রীদের ভবনে আগুন : কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়, মঙ্গলবার রাজধানী কাঠমান্ডু ও বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান জেনারেশন জেডের তরুণরা। তারা নেতাদের বাসায় ইটপাটকেল ছোড়েন এবং অগ্নিসংযোগ করেন। ললিতপুরে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী প্রত্যুষ সুব্বা গুরুংয়ের বাড়িতে আগুন লাগান বিক্ষোভকারীরা। পাশাপাশি উপপ্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পাউডেলের ভৈসেপাতির বাসভবনেও তারা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। সোমবার পদত্যাগ করা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখকের বাসভবনেও হামলা চালানো হয়। ভৈসেপাতিতে অবস্থিত নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংকের গভর্নর বিশ্ব পাউডেলের বাসভবনেও হামলা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা বুড়ানিলকণ্ঠায় অবস্থিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নেপালি কংগ্রেস সভাপতি শের বাহাদুর দেউবা এবং তার স্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরজু রানা দেউবার ওপরও হামলা চালিয়েছে। হামলার পর প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, সাবেক মন্ত্রীর মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। কর্তৃপক্ষ দেউবা ও আরজুকে উদ্ধার করার আগেই তাদের বাসভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এবং সরকারি ভবনগুলো ছাড়াও দলীয় কার্যালয় ও পুলিশ স্টেশনও বিক্ষোভের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। নেপালি কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়েও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিক্ষোভের আগুন থেকে রক্ষা পায়নি নেপালের সবচেয়ে বড় মিডিয়া গ্রুপ কান্তিপুর পাবলিকেশন। এতে কাঠমান্ডু পোস্টের সার্ভার ডাউন হয়ে যাওয়ায় এর পেজ অফলাইন হয়ে গেছে। পত্রিকার পক্ষ থেকে এক্স বার্তায় বলা হয়েছে হামলার কারণে সার্ভার ডাউন হওয়ায় কোনো প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যমে এর সব আপডেট দেওয়া হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু প্রসাদ পাউডেলকেও কাঠমান্ডুর রাস্তায় ধাওয়া করেছে। এক ভিডিওতে দেখা গেছে, এক তরুণ বিক্ষোভকারী মন্ত্রীর দিকে ছুটে গিয়ে তাকে লাথি মারছে, এতে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে একটি লাল দেওয়ালে আছড়ে পড়েন। হিমালয়ান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, সিংহ দরবার, ফেডারেল পার্লামেন্ট, সুপ্রিমকোর্ট, বিশেষ আদালত, জেলা আদালত, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ভূমি রাজস্ব অফিস এবং শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি ও কার্যালয়ে আগুন এবং ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া বিরোধী দল সিপিএনের (মাওইস্ট সেন্টার) চেয়ারম্যান পুষ্পকমল দহলের খুমালতার বাসভবনেও ইটপাটকেল ছোড়েন বিক্ষোভকারীরা। স্থানীয় সংবাদদাতারা জানিয়েছেন, প্রশাসন কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলায় মুখ্যমন্ত্রী, প্রাদেশিক মন্ত্রী ও অন্য নেতাদের বাসভবন লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছেন বিক্ষোভকারীরা।

হেলিকপ্টারে মন্ত্রীদের সরিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী : সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল নেপালের সরকারের সব মন্ত্রীকে তাদের বাসভবন থেকে হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী। নেপালি সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মন্ত্রীপাড়া হিসাবে পরিচিত ভাইসেপতি এলাকায় মন্ত্রীদের তাদের বাসভবন থেকে সরিয়ে নেয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে অলির পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরুর পর পরিস্থিতি ক্রমে হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল। ছাত্ররা তার বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেন। এ সময় নেপালের প্রেসিডেন্টের বাসভবনেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তাজনিত শঙ্কার কারণে নেপালের ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। স্থানীয় সময় দুপুরের পর থেকে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ফ্লাইটের উড্ডয়ন বন্ধ রয়েছে। ফলে চাপের মুখে নতিস্বীকার করতে হয় অলিকে। প্রধানমন্ত্রী অলি পদত্যাগপত্রে বর্তমান সংকট সমাধানে রাজনৈতিকভাবে পথ প্রশস্ত করার কথা উল্লেখ করেছেন। পদত্যাগের আগে সেনাপ্রধান অশোক রাজ সিগদেল তার সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগের অনুরোধ করেন এবং পরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন।

দেশ ছেড়েছেন কেপি শর্মা অলি : এনডিটিভি জানিয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি দেশ ছেড়েছেন। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে সেনাবাহিনীর একটি হেলিকপ্টারে করে তিনি নিরাপদ গন্তব্যের দিকে রওয়ানা দিয়েছেন। তবে তিনি কোন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন তা স্পষ্ট নয়। এদিকে নেপালি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, চিকিৎসার কথা বলে কেপি শর্মা সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে যেতে পারেন।

আগুনে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যু : নেপালের বিক্ষোভকারীদের দেওয়া আগুনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝালানাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকরের মৃত্যু হয়েছে। বিক্ষোভের সময় তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে তিনি ভেতরে আটকা পড়েন। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। কোনো কোনো সূত্র দাবি করেছে, তাকে ভেতরে আটকে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে পোড়া ক্ষত নিয়ে তাকে কীর্তিপুর বার্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঝালানাথের পারিবারিক সূত্র উল্লেখ করে নেপালি সংবাদমাধ্যম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। ঝালানাথ নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএন) সদস্য। ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ওই বছরের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

সুদান গুরুংয়ের ডাকে রাস্তায় লাখ লাখ জেন-জি : নেপালে আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা সুদান গুরুং একটি এনজিও পরিচালনা করেন। ৩৬ বছর বয়সি সুদান গুরুংয়ের এক ডাকেই লাখ লাখ মানুষ নেপালের রাস্তায় নেমেছে। সুদান হামি নেপাল নামে একটি এনজিও পরিচালনা করেন। তিনি প্রায়ই অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। গুরুংই সরকারের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে তিনি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম পরে হাতে বই নিয়ে আন্দোলনে নামার পরামর্শ দিয়েছিলেন সুদান গুরুং। ২০১৫ সালের ভূমিকম্পের সময় এনজিও 'হামি নেপাল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুদান। এই ভূমিকম্পে তার এক সন্তানও নিহত হয়। এর আগে তিনি ইভেন্ট আয়োজক ছিলেন। একটি এনজিও গঠনের পর তিনি সমাজসেবা শুরু করেন। ৮ সেপ্টেম্বর সুদান গুরুং ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্ট লিখেছিলেন, 'ভাইয়েরা, বোনেরা, ৮ সেপ্টেম্বর এমন একটি দিন যখন নেপালের তরুণরা জেগে উঠবে এবং বলবে-যথেষ্ট হয়েছে। এটা আমাদের সময় এবং আমাদের লড়াই তরুণদের সঙ্গে শুরু হবে।' তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের ঐক্য প্রদর্শন করব এবং যারা ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে তাদের মাথা নত করতে বাধ্য করব।' তার ডাকেই রাস্তায় নেমে আসে লাখ লাখ তরুণ।

জেনজিদের ক্ষোভের কারণ : নেপালে ফেসবুক, এক্স (সাবেক টুইটার) বা ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে 'জেনারেশন জেড' বা জেন-জির ডাকে সোমবার কাঠমান্ডুতে দেশের পার্লামেন্টের সামনে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মানুষ পার্লামেন্টের সামনে জড়ো হলে পরিস্থিতি একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্ষুব্ধ প্রতিবাদকারীরা কারফিউ বিধিনিষেধ ভেঙে পার্লামেন্ট কমপ্লেক্সের সুরক্ষিত এলাকায় ঢুকে পড়লে সেনাবাহিনী নামানো হয়। নেপালের যোগাযোগমন্ত্রী পৃথ্বী সুব্বা বলেছেন, পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বল প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তিনি জানিয়েছেন, বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করে জলকামান ও রাবার বুলেট ছোড়া হয়, সেই সঙ্গে লাঠিচার্জও করা হয়। এর আগে নেপালের সরকার বলেছিল, ভুয়া ও মিথ্যা খবর, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার এবং অনলাইন জালিয়াতি মোকাবিলায় নেপালে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করা জরুরি।

প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের গুঞ্জন : সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির পর প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পাউডেল পদত্যাগ করেছেন। ইন্ডিয়া টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। তবে অন্য কোনো সূত্র থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পাউডেলের পদত্যাগ বিষয়ে কোনো বিবৃতিও দেয়নি নেপালের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।

তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে পিটিয়ে হত্যা : নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর কোটেশ্বরে ভয়াবহ সহিংসতায় তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, আত্মসমর্পণের পরও বিক্ষুব্ধরা তাদের টেনে এনে রাস্তায় পিটিয়ে হত্যা করে। নিহতদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। নেপাল পুলিশের সদর দপ্তর ঘটনাটির সত্যতা নিশ্চিত করে একে 'বর্বরোচিত হামলা' বলে উল্লেখ করেছে।

নতুন নেপালের পথ দেখাবেন বালেন? : তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের মুখে গত ৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। রাজধানী কাঠমান্ডুসহ বড় শহরগুলোতে সরকারি স্থাপনা দাউদাউ করে জ্বলছে। কার্যত গোটা নেপাল অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন শাহ আন্দোলনকারীদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সংহতিও প্রকাশ করেছেন। এ পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে- প্রকৌশলী, র‍্যাপার থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া বালেন শাহ কি নতুন নেপালের পথ দেখাবেন! সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্ট গত ৯ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে লিখেছে, জেনারেশন-জেড বা জেন-জিদের ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শুধু প্রধানমন্ত্রী অলির বিদায় হয়নি। বরং অলির প্রজন্মের সব বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিকের বিদায় জানিয়েছে তরুণ প্রজন্ম। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তা হলে বালেন শাহ কি পরিস্থিতিকে শান্ত করতে পারবেন? এদিকে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বালেন শাহকে নিয়ে এক প্রতিবেদনে একই প্রশ্ন তুলেছে, প্রকৌশলী, র‍্যাপার... মেয়র এবার কি তা হলে প্রধানমন্ত্রী? ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনলাইনে বালেনের নামে ব্যাপক জয়গান গাওয়া হচ্ছে। অনেকেই তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চেয়ে নিজেদের মতামত দিয়েছেন। সরকার ২৬টি সামাজিক মাধ্যম বন্ধ করার পর গত সোমবার গোটা নেপালে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। সরকার কারফিউ ঘোষণা করার পরও আন্দোলনকারীরা রাজপথ দখল করে ছিল। সোমবারই পুলিশের গুলিতে ১৯ জন নিহত হয়েছেন। গত ৯ সেপ্টেম্বর দুইজন নিহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে বালেন শাহ গত ৯ সেপ্টেম্বর ফেসবুক পোস্টে জানান, আয়োজকদের বয়সসীমা নির্ধারণের কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি তবে তিনি মনে করেন, তাদের (জেন-জি) কণ্ঠস্বর শোনা প্রয়োজন। বালেন ফেসবুক পোস্টে বলেন, এই সমাবেশ স্পষ্টতই জেন-জিদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন- যাদের কাছে আমিও বৃদ্ধ বলে মনে হতে পারি। তবে আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য এবং চিন্তাভাবনা বুঝতে চাই। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দল, নেতাকর্মী ও আইনপ্রণেতাদের এই সমাবেশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত নয়। অপর একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং নেপালের মধ্যে পার্থক্য হলো আমাদের একজন সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী আছেন, যিনি ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া শুধু দেশের জন্য কাজ করবেন। বালেন প্রধানমন্ত্রী হোক।

জর্জিয়ায় কারখানায় অভিবাসনবিরোধী অভিযান

বাংলাদেশ ডেস্ক : জর্জিয়ায় একটি কারখানা থেকে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) প্রায় পাঁচশ জন কর্মীকে আটক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুনদাইয়ের ওই কারখানা থেকে আটক অধিকাংশ ব্যক্তি কোরীয় নাগরিক। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ও অভিবাসন কর্তৃপক্ষের মিলিত উদ্যোগে পুরো অভিযানটি সম্পন্ন হয়। মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আইসিই জানিয়েছে, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান বা বেআইনিভাবে কাজ করার অভিযোগে ওই কারখানা থেকে ৪৭৫ জনকে আটক করা হয়। আপাতত তাদের জর্জিয়ার ফকস্টনে অবস্থিত একটি আইসিই কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। আটকদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন কোরীয় নাগরিক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, মার্কিন কর্মকর্তারা হুনদাই কর্মীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে তল্লাশির বিষয়ে অবহিত করছেন। এই ঘটনায় উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। তারা জানায়, মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের নাগরিকের অধিকার সুরক্ষার আহ্বান জানিয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য শিগগিরই কূটনীতিবিদ পাঠানো হবে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, মার্কিন আইন প্রয়োগের সময় কোরীয় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও তার নাগরিকদের অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির দাবি, ওই কারখানায় অবৈধ নিয়োগ এবং গুরুতর ফেডারেল অপরাধের অভিযোগে তল্লাশি পরোয়ানা (সার্চ ওয়ারেন্ট) জারি করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কর্মকর্তা স্টিভ শ্র্যাংক বলেন, এটা আর দশটা অবৈধ অভিবাসী আটকের অভিযান নয়, যেখানে কর্মকর্তারা কোথাও গিয়ে সবাইকে ধরে বাসে তুলে নিয়ে এসেছেন। এখানে কয়েক মাস তদন্ত করে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। পরে ওই প্রমাণ দাখিল করে সার্চ ওয়ারেন্ট আদায় করা হয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ইতিহাসে এটি ছিল কোনও একক স্থানে পরিচালিত বৃহত্তম অভিযান। সর্বশেষ এই অভিযানের কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুটি অগ্রাধিকারদ্বদেশে উৎপাদনশিল্প বাড়ানো ও অবৈধ অভিবাসন রোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এছাড়া, পিয়ংইয়ংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মিত্রের সঙ্গেও সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠার ঝুঁকি রয়েছে। শুক্রবার ওভাল অফিসে ট্রাম্প বলেন, আটক ব্যক্তিরা অবৈধ অভিবাসী ছিল। আর আইসিই তাদের কাজ করেছে। সিউলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্কও চাই আবার দেশে স্থিতিশীল কর্মশক্তিও চাই। তবে যতদূর বুঝি, ওখানে অনেক অবৈধ অভিবাসী কাজ করছিল। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ওই ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়েছেন অভিযোগ করে ট্রাম্প আরও বলেন, ওই কর্মীরা বাইডেনের মাধ্যমে এসেছিল। তারা অবৈধভাবে এসেছিল। এদিকে, হুনদাই এক বিবৃতিতে জানায়, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তাদের দাবি, আটক ব্যক্তিদের কেউ সরাসরি হুনদাইয়ের কর্মী নন।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাত মাসে দেড় লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার

সাত মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রায় দেড় লাখ (১ লাখ ৪৫ হাজার ৪১৯) অবৈধ অভিবাসীকে বহিষ্কার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি ২৭ হাজার ৯৭০ জনকে বহিষ্কার করা হয় জুন মাসে। এ সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আহ্বানে আরও ৪ হাজার ২৪১ জন স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরেছেন। ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস অ্যানফোর্সমেন্ট (আইস) ৪ সেপ্টেম্বর এ তথ্য গণমাধ্যমে দিয়েছে। উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে প্রথম সরকারি তথ্য, যেখানে দেশওয়ারি বিবরণীও রয়েছে। অভিবাসন দপ্তরের অভিভাবক 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট'র মন্ত্রী ক্রিস্টি নয়েম বারবার দাবি করেছেন, অবৈধভাবে বসবাসরতদের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের ঘটনা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে। তবে এ দাবির সমর্থনে কোন মাসে কতজনকে বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে তা কখনো প্রকাশ করা হয়নি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলে প্রতি মাসের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে আইসের ওয়েবসাইটে। সে অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বাইডেনের আমলে তথা গত বছরের জুলাই মাসে ২৫ হাজার জনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়। আর এ বছরের জুলাইয়ে সে সংখ্যা হচ্ছে ২৩২৫০। তবে বাইডেনের আমলের চেয়ে বর্তমানে অভিবাসননবিরোধী অভিযানের প্রচারণা অনেক বেশি এবং এর ফলে গোটা কমিউনিটি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, যার প্রভাব পড়ছে ব্যবসাবাণিজ্যে। এ প্রসঙ্গে 'লিবারটেরিয়ান ক্যাটো ইনস্টিটিউট'র অভিবাসন বিষয়ক পরিচালক ডেভিড বাইয়ার বলেন, 'আমি বলতে পারি গত বছরের চেয়ে এ বছরের ৮ মাসে বহিষ্কারের সংখ্যা কোনোভাবেই বেশি নয়।' এমনকি গ্রেপ্তারের ভয়ে অনেকে আত্মগোপনে যাওয়ায় দুর্বৃত্তদের তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছে না টহল পুলিশের দল। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবির পরিপূরক হিসেবে নানান অপকর্মে দণ্ডিত অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের সাফল্য দেখা গেছে। এবং এটাই হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মূল লক্ষ্য। এভাবেই সামাজিক শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার সংকল্পে নিবেদিত রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন-মন্তব্য ক্রিস্টি নয়েমের। গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রচারণা জোরদারের সুফল অবশ্য এসেছে মেক্সিকো হয়ে দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে বেআইনি/চোরাইপথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের প্রবণতায়। সে সংখ্যা প্রায়ই শূন্যে নেমে এসেছে।

নিউইয়র্কে ৩৫ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে ক্রোমবুক

বাংলাদেশ ডেস্ক : ডিজিটাল যুগে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি ও উচ্চগতির ইন্টারনেট একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। কিন্তু শহরের অনেক শিক্ষার্থীর কাছে এই সুবিধা নেই, যা তাদের শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। এই সমস্যার সমাধানে, নিউইয়র্ক সিটি এই শিক্ষা বর্ষে ৩৫ লাখ নতুন ক্রোমবুক বিতরণ শুরু করেছে। এসব ডিভাইস এলটিই বা ফাইভজি ইন্টারনেট সংযোগসহ শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা সমান সুযোগে শিক্ষায় অংশ নিতে পারে। প্রায় ১,৭০০টির বেশি স্কুলে এই ডিভাইসগুলো বিতরণ করা হবে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে।

ক্রোমবুকগুলো পূর্বনির্ধারিতভাবে ৫জি ইন্টারনেট এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামসহ আসছে, যা শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে শিখতে, দূরবর্তী সুযোগ গ্রহণ করতে এবং কলেজ ও চাকরির আবেদন করতে সাহায্য করবে। পুরনো, অব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করে এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করবে।শহরের সাথে টি-মোবাইলের চুক্তির মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিভাইস সরবরাহ সম্ভব হয়েছে, ফলে যেকোনো পরিবারের জন্য ক্রোমবুক বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। প্রশাসন আরও উল্লেখ করেছে, এটি অন্যান্য শিক্ষা উদ্যোগের সাথে সমন্বিত, যেমন গণিত ও পাঠ্য দক্ষতা বৃদ্ধি, ৫৭টি নতুন 'গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড' প্রোগ্রাম চালু, প্রায় ১৪,০০০ শিক্ষার্থীর জন্য ওয়ার্ক-বেসড লার্নিং অভিজ্ঞতা, এবং ১,৫০,০০০ শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় সম্প্রসারণ।শহর প্রশাসন বলেছে, শিক্ষার্থীদের জন্য বিনিয়োগ তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রসারিত করবে এবং একটি শক্তিশালী, ন্যায়পরায়ণ ও শিক্ষার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা
জ্যামাইকার কুইন্স বুলেবার্ডে বাংলাদেশী মালিকানাধীন
KEY STAR AUTO LLC
ইউএন অটো ও সিলেট মটরস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
★ AUTO REPAIR ★ AUTO BODY
Foreign & Domestic
* Wheel Alignment * NYS Inspection
* All Insurance Work for all kinds of Auto Repair & Body Work
অভিজ্ঞ মেকানিকস দ্বারা পরিচালিত উন্নত সেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
অত্যন্ত যত্ন সহকারে আধুনিক উপায়ে গাড়ীর বডি মেরামত করি
★ সবধরনের গাড়ী এবং ইন্স্যুরেন্সের কাজ করে থাকি
★ সার্ভিস এন্ড পার্টস ওয়ারেন্টি
★ সম্পূর্ণ কম্পিউটারজড মেশিনারিজ
★ বিশালকায় গ্যারেজ, পার্কিং সুবিধা
★ কাষ্টমারদের জন্য রয়েছে ওয়েটিং রুম ও নামাজের পৃথক ব্যবস্থা
★ আমরা সার্ভিস ও পার্টসের ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে থাকি
we Accepet all Major Credit Cards
OPEN
Monday to Saturda
Tel: 718-739-4030
Sham-917-686-2870
Munna-917-749-5483
139-31 Queens Blvd. Jamaica, NY 11435

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের ঐতিহাসিক বিজয়

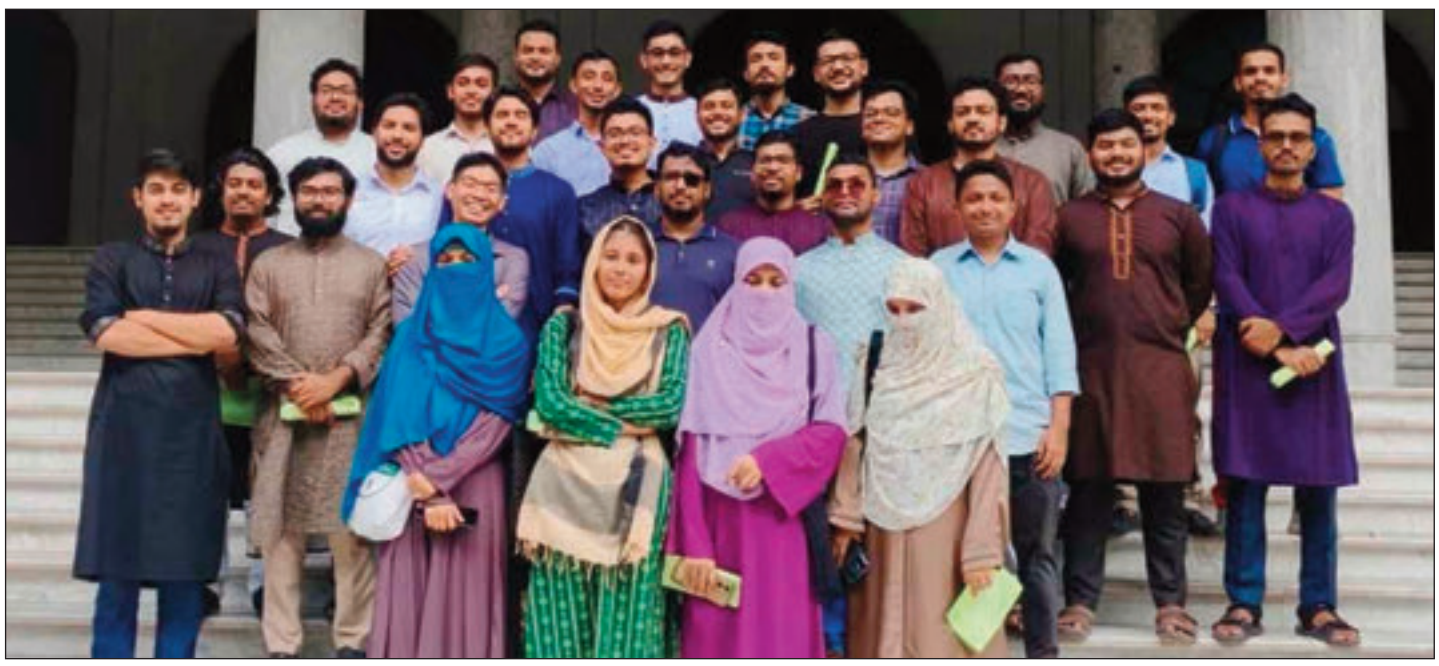

(প্রথম পাতার পর)

তারা এগিয়ে। বিভিন্ন হলের ফলাফল ইতোমধ্যে আসতে শুরু করেছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঘোষিত আনুষ্ঠানিক ফলাফলে এসব তথ্য জানানো হয়। ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান। এছাড়া জিএস পদে একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ হোসেন এবং এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান বড় ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার পর ঢাবির সিনেট ভবনে ডাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ফলাফল ঘোষণা করেন। এ সময় অন্য নির্বাচন কমিশনাররা উপস্থিত ছিলেন। ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে, ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট পেয়েছেন। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৮৪ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামিম পেয়েছেন ৫ হাজার ২৮৩ ভোট। এ ছাড়া প্রতিরোধ পর্ষদের মেঘমল্লার বসু পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৪৯ ভোট।

এজিএস পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী মুহা. মহিউদ্দীন খান পেয়েছেন ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৫ হাজার ৬৪ ভোট। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন পেয়েছেন ৯০০ ভোট। প্রসঙ্গত, এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হয়েছে ১৩টি পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৩৫ জন। ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৩টি ছাত্র হলে ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার ছিল। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয়, ভোটগ্রহণ শেষ হয় বিকাল ৪টায়।

ডাকসুর ২৮ পদে কারা জয়ী

ডাকসুর ১২টি সম্পাদকীয় পদের মধ্যে ৯টিতে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। বাকি তিনটি পদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদকপদসহ (এজিএস) ডাকসুতে পদ আছে ২৮টি। এর মধ্যে সদস্যপদ ১৩টি। ডাকসুতে কোন পদে কারা জয়ী হলেন দেখে নেওয়া যাক এক নজরে। যেসব পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী : সহ-সভাপতি (ভিপি)- আবু সাদিক কায়েম। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) -এস এম ফরহাদ। সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস)-মুহাম্মদ মহিউদ্দীন খান। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক-ফাতেমা তাসনিম জুমা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক-ইকবাল হায়দার। কমন রুম রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক-উম্মে ছালমা। আন্তর্জাতিক সম্পাদক-জসীমউদ্দিন খান। ক্রীড়া সম্পাদক-আরমান হোসেন। ছাত্র পরিবহন সম্পাদক-আসিফ আব্দুল্লাহ। ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক-মাজহারুল ইসলাম। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক-এম এম আল মিনহাজ। মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক-মো. জাকারিয়া।

যেসব পদে স্বতন্ত্র প্যানেলের প্রার্থীরা জয়ী : সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ। গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক-সানজিদা আহমেদ তন্বি। সমাজসেবা সম্পাদক-যুবাইর বিন নেছারী।

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রতিটি হলের আলাদা ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত ফলে ভিপি পদে শিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম, জিএস পদে ফরহাদ ও এজিএস পদে মহিউদ্দীন বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টা ৫০ মিনিটে হলগুলোর ফলাফল ঘোষণা শুরু হয়। সবশেষ আজ সকাল ৬টার দিকে ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের ফলাফল ঘোষণার মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়। ১৮ হলের মোট ফলাফলে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ১৪ হাজার ৪২ ভোট, আবিদ পাঁচ হাজার ৭০৮, স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন ৩৮৮৩টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা ২,৫৪৯টি এবং বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের প্রার্থী আব্দুল কাদের পেয়েছেন ৬৬৮টি ভোট। জিএস পদে এসএম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪, শেখ তানভীর বারী হামিম ৫২৮৩, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার ৮৪৫, প্রতিরোধ পর্ষদের প্যানেলের মেঘমল্লার বসু ৪,৯৪৯ ভোট পেয়েছেন। আর এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান ১১,৭৭২ আর ছাত্রদল সমর্থিত তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৫০৬৪ ভোট পেয়েছেন।

কোন হলে কে কত ভোট পেলেন : অমর একুশে হলে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম ১৪১ ও ছাত্রশিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম ৬৪৪ ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামা ফাতেমা ৯০ ভোট পেয়েছেন। সুফিয়া কামাল হলে কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত আবিদুল ইসলাম ৪২৩ ও ছাত্রশিবির সমর্থিত সাদিক কায়েম ১২৭০ ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের উমামা ফাতেমা ৫৪৭ ভোট পেয়েছেন। এদিকে, ফজলুল হক হলে সাদেক কায়েম ৮৪১, আবিদ ১৮১ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে শিবির সমর্থিত ফরহাদ ৫৮৯, ছাত্রদল সমর্থিত হামিম ৫৮৯ ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসংসদ প্যানেলের আবু বাকের মজুমদার ৩৪১টি ভোট পেয়েছেন। শহিদুল্লাহ হলে সাদেক কায়েম ৯৬৬ ও আবিদ ১৯৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৭৭৩ ও হামিম ২৪৯ ভোট পেয়েছেন। শামসুন নাহার হলে সাদিক কায়েম ১১১৪, আবিদ ৪৩৪, উমামা ফাতেমা ৪০৩ ভোট পেয়েছেন। তবে জগন্নাথ হলে ভিপি পদে আবিদ ও জিএস পদে বাম সমর্থিত মেঘমল্লার বসু এগিয়ে রয়েছেন। এই হলে আবিদ ১২৭৬, সাদিক কায়েম ১০, উমামা ফাতেমা ২৭৮টি ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে মেঘমল্লার ১১৭০, এসএম ফরহাদ ৫ ও হামিম ৩৯৮ ভোট পেয়েছেন। অন্যদিকে, জহুরুল হক হলে আবিদ ৩১৪, সাদিক কায়েম ৮৯৬ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৬৭০, হামিম ৪০৯টি ভোট পেয়েছেন। রোকেয়া হলে আবিদ ৫৭৫ ও সাদিক কায়েম ১৪৭২ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ১১২০, হামিম ৪৪৭, বাকের ২৪১, মেঘমল্লার বসু ৭৮০ ভোট পেয়েছেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ভিপি পদে সাদিক ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ২৩৭, হামিম ১২৪ ভোট পেয়েছেন। স্যার এফ রহমান হলে সাদিক ৬০২, আবিদ ১৮৬, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৪৮৮ ও হামিম ২৪৫ ভোট পেয়েছেন। বিজয় একাত্তর হলে সাদিক ৯৯১, আবিদ ২৭৮, উমামা ১০৪ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে ফরহাদ ৭৭৯, হামিম ৪৪২ ভোট পেয়েছেন। বিজয় একাত্তর হলে সাদিক ৬৩৩, আবিদ ২২১ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে ফরহাদ ৫০১, হামিম ২৭১, মেঘমল্লার ১০৬ ভোট পেয়েছেন। জসিমউদ্দিন হলে আবিদ ১৮৭, সাদিক ৬৪৭, উমামা ৬২ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৫৪০, হামিম ২৫৫ ও মেঘমল্লার বসু ৮১ ভোট পেয়েছেন। শেখ মুজিব হলে সাদিক ৮৪২, আবিদ ২৩৮, উমামা ৬৯ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৬৮৩, হামিম ৩০৭ ও মেঘমল্লার বসু ১২৪ ভোট পেয়েছেন। মাস্টারদা সূর্যসেন হলে আবিদ ২১০, সাদিক ৭৬৯, উমামা ৬৪ ভোট পেয়েছেন। আর জিএস পদে ফরহাদ ৫৬৮, হামিম ২৮৫ ও মেঘমল্লার বসু ১০৮ ভোট পেয়েছেন। জিয়া হল সাদিক ৬৭৪, আবিদ ২৪৮, উমামা ১৫১ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ফরহাদ ৫৪৪, হামিম ৩৩৪, মেঘমল্লার বসু ১৭৬ ভোট পেয়েছেন। কুয়েত মৈত্রী হলে সাদিক কায়েম ৬২৬, আবিদ ২১০, উমামা ২২৬ ভোট পেয়েছেন। ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ৭৪২, আবিদ ২২৭, উমামা ২২৩ ভোট পেয়েছেন।

'তুমিও জানো আমিও জানি, সাদিক-কায়েম বাংলাদেশি'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম বেশ এগিয়ে রয়েছেন। এতে শাহবাগ এলাকায় শিবির সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। তারা নানান স্লোগানে মুখরিত করে রেখেন শাহবাগ মোড়। 'তুমিও জানো আমিও জানি, সাদিক কায়েম বাংলাদেশি' সহ নানান স্লোগান দিচ্ছেন তারা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার পর থেকে স্লোগান শুরু করেন ছাত্রশিবির সমর্থকরা।

এছাড়া জামায়াতে ইসলামীর অনেক কর্মীকেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেছে। সরেজমিনে দেখা গেছে, শিবিরের নেতাকর্মীরা তুমিও জানো আমিও জানি, সাদিক কায়েম বাংলাদেশি' , 'কথায় কথায় বাংলা ছাড়, বাংলা কি তোর বাপ-দাদার' সহ নানান স্লোগান দিচ্ছেন। ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের কর্মী বলেন, আমরা দুপুর থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে অপেক্ষা করছি। আশা করশি শীর্ষ ৩ পদে শিবিরের ৩ জনই থাকবেন। আমরা অপেক্ষা করছি। শিবিরের এই বিজয় জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

বিপুল ভোটে বিজয়ী তন্বি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে বিজয়ী হয়েছেন জুলাইয়ের পরিচিত মুখ সানজিদা আহমেদ তন্বি। স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন তিনি। ১১ হাজার ৭৭৭টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে সাড়ে ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকসু নির্বাচনের এ ফল ঘোষণা করা হয়। গত বছর ১৫ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বি। স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণায় তার সম্মানে ওই পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদসহ ছয়টি প্যানেল।

অন্য তিনটি প্যানেল হলোড়্রাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ', জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ ও মাহিন সরকারের নেতৃত্বাধীন 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ', তিন বাম ছাত্রসংগঠনের প্যানেল 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন। এদিকে ঘোষিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী মো. আবু সাদিক (সাদিক কায়েম) সর্বমোট ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন পেয়েছেন ৩ হাজার ৬৮১ ভোট। জিএস পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৮৯৪ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী তানভীর বারী হামীম ৫ হাজার ২৮৩ ভোট পেয়েছেন। প্রতিরোধ পর্ষদের প্রার্থী মেঘমল্লার বসু পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৪৯ ভোট। এজিএস পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী মহিউদ্দীন খান পেয়েছেন ৯ হাজার ৫০১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৪ হাজার ২৫৪ ভোট। প্রসঙ্গত, এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হবে ১৩টি করে পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ১ হাজার ৩৫ জন। ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন। এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে বিভিন্ন পদে ছাত্রী ৬২ জন। এছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। এসব পদে ভোটে লড়েছেন এক হাজার ৩৫ জন।

কোথাও মিছিল না করার নির্দেশ শিবির সভাপতির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম, জিএস পদে এস এম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে ভরাডুবি হয়েছে ছাত্রদলসহ অন্যান্য প্যানেলের প্রার্থীদের। ফলাফল ঘোষণার আগে থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে বিএনপি ও জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা অনেকটা মুখোমুখি অবস্থায় ছিলেন। তবে কোনো সংঘাত হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের প্রার্থীরা বিজয়ী হলেও সারা দেশে কোথাও মিছিল না করতে নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ফেসবুক পোস্টে তিনি এমন নির্দেশ দেন।

শিবির সভাপতি তার পোস্টে লিখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ মহান। অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাই বিজয়ী হলো। আমরা সারা দেশের কোথাও কোনো মিছিল করব না। শুধু মহান রবের নিকট সিজদার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করবো। এই বিজয় আল্লাহর একান্ত দান। আমরা অহংকারী হবো না, সবার প্রতি উদার ও বিনয়ী থাকবো। তিনি বলেন, স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়ার পথযাত্রী, আমরা থামবো না। প্রিয় মাতৃভূমি হবে সবার বাংলাদেশ। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের আবিদুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৫ হাজার ৭০৮ ভোট। আর স্বতন্ত্র প্রার্থী উমামা ফাতেমা পেয়েছেন ৩ হাজার ৩৮৯ ভোট পেয়েছেন। আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী শামীম হোসেন পেয়েছেন ৩ হাজার ৮৮৪ ভোট পেয়েছেন। জিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল নেতা তানভীর বারী হামীম পেয়েছেন ৫ হাজার ২৮৩ ভোট। এ ছাড়া প্রতিরোধ পর্ষদের মেঘমল্লার বসু পেয়েছেন ৪ হাজার ৯৪৯ ভোট। অন্যদিকে এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা মুহা. মহিউদ্দীন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ছাত্রদলের এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ পেয়েছেন ৫ হাজার ৬৪ ভোট।

নাজনীন সীমনের কবিতার বইয়ের প্রকাশনা উৎসব ২০ সেপ্টেম্বর

নিউইয়র্ক : কবি ও গল্পকার নাজনীন সীমনের নতুন কবিতার বই 'কফিনের পাশে নিরশ্রু জনতা'-র প্রকাশনা উৎসব আগামী ২০ সেপ্টেম্বর উডহেভেন পাবলিক লাব্রেরিতে সময় দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত হবে। শব্দগুচ্ছ পাণ্ডুলিপি প্রকাশনার অধীনে প্রকাশনা সংস্থা নালন্দার তত্ত্বাবধানে একুশে বইমেলায় এই বইটি প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিতা নিয়ে আলোচনা, কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠ, আবৃত্তি ও সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। সবার জন্যে অনুষ্ঠানটি উন্মুক্ত। আয়োজনে থাকছে শব্দগুচ্ছ ও কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি।

উল্লেখ্য, এটি নাজনীন সীমনের ১২তম গ্রন্থ। তিনি নিউইয়র্ক সিটি হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক। তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে ইংরেজি, পোলিশ, কোরিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, ও রোমানিয়ান ভাষায়। তিনি ২০২৪ সালে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত কবি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ইতিপূর্বে কুইন্স লাইব্রেরি তাঁর কর্ম ও লেখালেখি নিয়ে ২০২১ সালে একটি পটকাস্ট প্রকাশ করে। তিনি ম্যাস পোয়েট্রি ফেস্টিভাল, লং আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি ও ইয়েল ক্লাবে ফিচার পোয়েট হিসেবে ইতিপূর্বে কবিতা পড়েছেন।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MO AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ছাত্রশিবিরের অভাবনীয় জয় যেসব কারণে...

(প্রথম পাতার পর)

ছাত্রশিবিরের দলীয় কর্মসূচি ও শিক্ষার্থীবান্ধব নানা কর্মকাণ্ড পৌঁছে দেওয়ায় এ অভাবনীয় জয় হয়েছে বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক ও ডাকসুর এক সাবেক জিএস। তাঁদের মতে, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস) সংগঠিত ছিল না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে তারা কর্মপরিকল্পনা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেনি। শিবিরের প্রার্থীদের তুলনায় ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন বাম সংগঠন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, 'কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিবাদে এবারের ডাকসু ও হল ছাত্র সংসদের নির্বাচন মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। যদিও ছাত্রদল, বাগছাস, ছাত্র ইউনিয়ন ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ভোটের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন।'হল ছাত্র সংসদ ও ডাকসু নির্বাচনের ইতিহাসে এই প্রথম ছাত্রশিবির ভিপি, জিএস, এজিএসসহ বেশির ভাগ আসনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে। ছাত্রশিবিরের প্রার্থীরা এর আগে হল সংসদ ও ডাকসু নির্বাচনে এমন কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।

অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ছাত্রশিবির একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের ছেলেরা ক্যাডারভিত্তিক ছাত্ররাজনীতি করে, এটাই তাদের ঐতিহ্য।' ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্গানাইজডভাবে ডাকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠনটি জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম সারির দুই নেতাকে ডাকসুর ভিপি ও জিএস প্রার্থী করেছে। তারা প্রতিটি হল, ফ্যাকাল্টি ও ক্যাম্পাসের আশপাশের ছাত্রাবাসগুলোতে জনসংযোগ করেছে। ছাত্রশিবিরের এবারের ডাকসু নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় এক বছরের। এই সময়ে তারা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করেছে। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার বেশ পরে নির্বাচনের প্যানেল ঘোষণা করেছে। সেখানে আওয়ামী লীগ আমলে নির্যাতিত ও ডেডিকেটেড প্রার্থী খুব বেশি ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পুরোনো একটি অংশকে তারা এবার প্রার্থীই করেনি। এর ফলে তারা ভোটের ক্যাম্পেইনে 'নিষ্ক্রিয়' ছিল। ছাত্রদল সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের সাংগঠনিক এজেন্ডা নিয়ে 'ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন' করতে পারেনি। অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদের মতে, 'ছাত্রশিবির ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে থেকে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন হল, ফ্যাকাল্টি ও আশপাশের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। সংগঠনটি তাদের কর্মীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করেছে। পাশাপাশি তাদের ক্যারিয়ার ও প্রযুক্তিগত নানামুখী প্রশিক্ষণ দিয়েছে। শিবিরের কর্মীদের সাংগঠনিক দক্ষতা, যোগাযোগ ও কর্মপন্থা ছাত্রদল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সংগঠন এবং বাম ছাত্রসংগঠনগুলোর তুলনায় বেশ দক্ষ ও কার্যকর ছিল।' তাঁর মতে, ছাত্রশিবির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে সামাজিক আন্দোলনের মতো করে কাজ করেছে। শিবিরের ছেলে-মেয়েরা নানামুখী পড়াশোনা করে, তাদের একাডেমিক ক্যারিয়ারে সাফল্য ঈর্ষণীয়, যা সাধারণ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে। এদের বেশির ভাগেরই আচরণ ভালো। শিবিরের ছেলেদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের খবর তেমন একটা পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষার্থীদের কাছে ছাত্রশিবিরের প্রতি 'পজিটিভ ইমেজ' তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক ছাত্ররাজনীতির বাইরে ছাত্রশিবিরের ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড কর্মকাণ্ড পছন্দ করেন। তাঁরা হলে ফাউ খাওয়া, বাকিতে খাওয়া, মারামারি, চাঁদাবাজি, গেস্টরুম কালচার ও টর্চার সেল পছন্দ করেন না। শিক্ষার্থীরা চান, তাঁদের জন্য যে বা যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদেরকেই তাঁরা ভোট দেবেন। ডাকসু ও হল সংসদের ভোটের ফলাফলে প্রমাণও মিলেছে। এবার ছাত্রশিবিরের প্রার্থীরা মেয়েদের প্রচুর ভোট পেয়েছেন, যা তাঁদের অভাবনীয় জয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে মেয়েরা সামনের সারিতে ছিলেন। তাঁরা আন্দোলনে গিয়ে ছাত্রলীগের ছেলেদের হাতে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্যদের মাধ্যমে ছাত্রশিবির মেয়েদের নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করেছে। অনেক শিক্ষার্থী স্কুল ও কলেজে পড়াকালীন ছাত্রশিবিরের কর্মকাণ্ডের বা ইসলামিক অ্যাকটিভিটির ওরিয়েন্টেশন পান। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ওই সব শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছাত্রশিবির ও ছাত্রী সংস্থার মাধ্যমে সেই পরিবেশ পেয়ে সংগঠনমুখী হন। দীর্ঘদিনের সেই প্র্যাকটিস এবার তাঁরা ভোটের মাঠে কাজে লাগিয়েছেন। ছাত্রশিবির সাধারণ শিক্ষার্থীদের আর্থিক, পড়ালেখা, কোচিংসহ নানাভাবে সহযোগিতা করে। এই কাজ ছাত্রদল ও বাম ছাত্রসংগঠনগুলো খুব একটা করে না। তাই এবার ভোটে ছাত্রশিবির একতরফাভাবে জিতেছে বলে মনে করেন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, ডাকসু নির্বাচনের প্রভাব আগামী সংসদ নির্বাচনে খুব বেশি পড়বে বলে মনে হয় না। তাঁর মতে, 'দেশব্যাপী বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের চাঁদাবাজি, দখল ও মব সন্ত্রাসের খবর গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচকভাবে ছড়িয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এসব খবর ভালোভাবে নেয়নি। তারা একটা ইতিবাচক বিরাট পরিবর্তন চেয়েছে। নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটেছে বলে আমি মনে করি।'অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিনের মতে, 'ছাত্রদলের মেসেজ শিক্ষার্থীদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায়নি। কারণ, সংগঠনটির ছেলে-মেয়েরা ছাত্রলীগের অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণে দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিল না। তারা বাইরে থেকে খুবই অল্প পরিসরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করতে পেরেছে।' তাঁর মতে, 'ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে দীর্ঘদিন সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখেছে। তাঁবেদার সরকার দেশবিরোধী এজেন্ডা এই দেশে বাস্তবায়ন করত, যা তাদের দলীয় কর্মকাণ্ডে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ তুঙ্গে। ছাত্রশিবির এটাকে 'পুঁজি' করেছে। তাদের ধর্মীয় অনুভূতি ও দেশপ্রেমবিষয়ক প্রচার-প্রচারণা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে দারুণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ছাত্রশিবিরের সাইবার ও সোশ্যাল মিডিয়া টিম ভোটের আগে ভীষণ অ্যাকটিভ ছিল। তাদের প্রত্যেক সদস্য সারাক্ষণ অনলাইনে ক্যাম্পেইন করেছে।'

সর্বোপরি ছাত্রশিবিরের প্রার্থীরা জুলাই অভ্যুত্থানপরবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে ইসলামিক কালচার ও আদর্শ নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। যার ফলাফল ডাকসু নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করেন ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ। ভোটের দিন কিছু শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, কোনো কোনো রিটার্নিং অফিসারের আচরণ পক্ষপাতমূলক ছিল, যা ভোটকে কিছুটা হলেও 'বিতর্কিত' করেছে। নির্বাচনে দায়িত্বপালনরত শিক্ষকেরা আচরণবিধি ভালো করে পড়েননি। গণমাধ্যমের সামনে কোনো কোনো শিক্ষক প্রার্থীদের অযথাই অভিযুক্ত করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। এ বিষয়গুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও শিক্ষকদের আরও নিরপেক্ষ ও সতর্ক থাকা দরকার ছিল। এদিকে ১৯৮৯-৯০ সালে ডাকসু নির্বাচনে জিএস পদে বিজয়ী হয়েছিলেন জাসদ ছাত্রলীগ সমর্থিত প্রার্থী ড. মুশতাক হোসেন। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, 'এবারের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবিরের রাজনীতির বিপরীতে কোনো শক্তিশালী আদর্শিক ছাত্রসংগঠন ছিল না। যে সংগঠন শিবিরের প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে পরিচিত করার চেষ্টা করেছে, তারা সাংগঠনিকভাবে বিস্তৃত হলেও নিকট অতীতে তারা শিবিরের সঙ্গে একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাই ডাকসুর ভোটাররা তাদের তুলনায় শিবিরকেই 'শ্রেয়তর' বিবেচনা করেছে।' ড. মুশতাক হোসেন বলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক শক্তি সরকার পরিচালনা করেছে, তাদের প্রতি ছাত্রসমাজ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ছাত্রসমাজ এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে যে ছাত্রশিবিরের মতো ধর্মভিত্তিক, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী সংগঠনকেও তারা নেতৃত্বের সুযোগ দিতে চেয়েছে। এ ছাড়া বিগত দিনে ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে আওয়ামীপন্থী ছাত্রলীগের অত্যাচার-নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠনটিকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঘৃণাভরে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দোহাইকেও অকার্যকর করে দিয়েছে।' ড. মুশতাকের মতে, 'দখলবাজি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ছাত্রদলের শপথকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্বাস করেনি। সারা দেশে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এ ধরনের কাজেই লিপ্ত। এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রচলিত রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন ধারার রাজনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে রাজনৈতিক দল গঠন করেছে, তারা সেই পুরোনো রাজনৈতিক অপকৌশল ব্যবহার করেই নিজেদের দলকে শক্তিশালী করার পথে হেঁটেছে। তারাও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও 'মব সন্ত্রাস' করেছে। এর ফলে দেশবাসীর পাশাপাশি ছাত্রসমাজও তাদের প্রতি হতাশ হয়েছে। স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রতি ছাত্রসমাজের অনুকূল মনোভাব থাকলেও এত বিশালসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের সমর্থনকে সংগঠিত করার মতো কাঠামো তাদের ছিল না। স্বতন্ত্র পরিচয়ে সেটা সম্ভবও নয়। তারপরও কোনো কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট চমকে দেওয়ার মতো ছিল, যেটা আগে দেখা যায়নি।' ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনার প্রক্রিয়া সাধারণ শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে দেশবাসীর মনে ক্ষোভ তৈরি করেছে জানিয়ে ডাকসুর সাবেক এই জিএস বলেন, 'ভোট গণনা আরও বিজ্ঞানভিত্তিক ও সহজ করতে হবে। প্রায় ৩৯ হাজার ভোটের ফলাফল পরদিন দুপুরে ঘোষণা করলে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। এ ছাড়া নির্বাচনে দায়িত্বপালনরত শিক্ষকদের মিডিয়ার সামনে বাড়াবাড়ি কর্মকাণ্ড নির্বাচনকে কিছুটা হলেও বিতর্কিত করেছে।'

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু

(প্রথম পাতার পর)

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশন। ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলে নিউইয়র্কে নবনির্বাচিত সভাপতি অ্যানালিনা ব্যারবক এর দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অধিবেশন। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণে শুরু হবে বিতর্ক-পর্ব। অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র যাবেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস। ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার কথা রয়েছে তার। বিশ্বনেতাদের অংশগ্রহণে সবচেয়ে বড় আসর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। জাতিসংঘের এবারের অধিবেশনের প্রতিপাদ্য: 'বেটার টুগেদার: এইটি ইয়ারস অ্যান্ড মোর ফর পিস, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস'।

মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৩টায় নতুন সভাপতি জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানালিনা ব্যারবকের সভাপতিত্বে শুরু হয় ৮০তম অধিবেশন। উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস। এবার উচ্চ পর্যায়ের সভার মধ্যদিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর শুরু হবে জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠান। পরদিন ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা সাধারণ বিতর্কে অংশ নেবেন। ওইদিন রেওয়াজ অনুযায়ী প্রথম বক্তৃতা করবেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা। এরপরই ভাষণ দেবেন স্বাগতিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২৬ সেপ্টেম্বর সকালের পর্বে শেষ বক্তা হিসেবে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণ দেয়ার কথা রয়েছে।একইদিন ভাষণ দেবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে এবারও অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন না রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

গরীবের ইলিশ মাছ

(শেষ পাতার পর)

যেতে। মেরুল বৌদ্ধ মন্দির থেকে হেঁটে হেঁটে রামপুরা ব্রিজের কাছে এসে একটি রিক্সা নেই। এখন প্রায় সব রিক্সায়ই মোটর লাগানো। প্যাডেল মেরে চালাতে হয় না। বৈদ্যুতিক মোটরে রিক্সা চলে কিন্তু থামানোর জন্য ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্রেকই চেপে ধরে। ফলে এই রিক্সাগুলো আমার কাছে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। ই ব্লকে কে যাবেন? বলতেই কয়েকজন হাত উঁচু করে ডাকতে শুরু করল। আমি একজনের দিকে তাকিয়ে বলি, আপনার রিক্সায় কি ইঞ্জিন আছে? রিক্সাচালক আমার কণ্ঠের এবং দেহের অভিব্যক্তি পড়েই বুঝে ফেলেছে আমি ইঞ্জিনচালিত রিক্সা চাইছি না। অন্য একজন তার রিক্সাটা টান দিয়ে আমার পায়ের কাছে এনে বলে, আমারটায় ইঞ্জিন নাই, ওঠেন। বনশ্রীর ই-ব্লকে নেমে বলি, ভাড়া কত? ও বলে, দেন চল্লিশ/পঞ্চাশ যা দেবেন। আমি ৫০ টাকা ওর হাতে তুলে দেই। রিক্সাচালকের নাম মুদাব্বিরুল ইসলাম। বাড়ি নীলফামারী। বয়স ত্রিশ। মুদাব্বির বলে, ভালোই দেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। এই কাজ বড়ো কষ্টের, আর পারি না। আমি লোহার গেইটের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ঢুকি না, ফিরে তাকাই। বলি, কতক্ষণ ধরে চালাচ্ছেন?

সকাল আটটায় বেরোইছি।

এতক্ষণ?

কী করবো মামা, বাচ্চা দুটোকে দুই বচ্ছর হলো ইলিশ মাছ খাওয়াবো বলে আসতেছি, আজও খাওয়াতে পারিনি।

আমি চোখের জল গোপন করে ওয়ালেটে হাত দিই। কিছু টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলি, বাকিটা ভরে আজই ইলিশ মাছ কিনবেন।

ওরা তো বাড়িতে। আমি পনের দিন রিক্সা চালাই, তারপর বাড়ি যাই। সামনের রোববারে যাবো।

এখানে একা থাকতে কত খরচ হয়? ঘর ভাড়া কত?

ঘর ভাড়া লাগে না মামা। রিক্সার জন্য জমা দিই ১২০ টাকা, খাওয়ার জন্য আড়াই'শ। এইই খরচ।

তাহলে ঘুমান কোথায়?

রিক্সার গ্যারেজেই, একটা খোপের মদ্যি রিক্সা রাখি, তার ওপরে তক্তা পাতা, সেই তক্তার ওপরে ঘুমাই।

বালিশ, তোষক?

এইসব কিচ্ছু নেই। সারা গা ব্যাথা হয়ে যায়।

বলেন কি?

মাত্র ১৫ দিনেরই তো ব্যাপার। কষ্ট করে কিছু পয়সা জমাই, যাতে বাচ্চাগুলার পাতে খাবার তুলে দিতে পারি।

কত হয় সারা দিনে?

হাজার খানিক হয়।অন্য আর কোনো কাজ পেলেন না?

এক আত্মীয় একটা কাজ জোগাড় করে দিয়েছিল, ইউনিয়ন কাউন্সিলে। ক'বছর করিছি। বেতন দেবার পারে না, তাই ছেড়ে দিয়েছি।

বাচ্চারা স্কুলে যায়?

যায় মামা। দোয়া করবেন ওদের জীবনডা জানি আমার মতন না হয়।

দোয়া করছি। আপনি নিজেও চেষ্টা করবেন ওদের লেখাপড়া যেন বন্ধ না হয়। আমি কি আপনার একটা ছবি তুলতে পারি? আমার এই প্রশ্ন শুনে মুদাব্বির বেশ একটা পোজ দিয়ে সিটের ওপর বসলো।

লিফটে চড়ে ছ'তলায় উঠছি আর বারবার মনে মনে বলছি, আল্লাহ, মুদাব্বিরের ছেলে-মেয়ে দুটি যেন খুব শিগগিরই ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারে।কাকতালীয় ব্যাপার কি জানেন, আজ বিকেলে আম্মাকে বলেছি, বাসায় কি ইলিশ মাছ আছে? আগামীকাল ইলিশ মাছ ভাজা খাব। আম্মা বলেন, আমি আজ রাতেই তোমার জন্য ইলিশ মাছ ভাজবো।

ঘরে ঢুকেই ইলিশ মাছ ভাজার সুঘ্রাণ পাচ্ছি। আমি জানি না এই ইলিশ মাছ আমি কীভাবে খাব। ঠিক এই মুহূর্তে, যখন আমি দরোজা বন্ধ করে এই পোস্ট লিখছি, কেউ যদি আমাকে দেখত, একটা বুড়ো লোক কেন অকারণে কাঁদছে তা ভেবে অবাক হত নিশ্চয়ই।

ভয়াল নাইন-ইলেভেনের ২৪ বছর পূর্তি

(শেষ পাতার পর)

২০০১ সালের এই দিনে সন্ত্রাসীরা যাত্রীবাহী চারটি বিমান ছিনতাই করে একযোগে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ার ও ভার্জিনিয়ার পেন্টাগনে হামলা চালায়। এ হামলায় ৬ বাংলাদেশিসহ অন্তত তিন হাজার লোক নিহত হন। নিহতদের মধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৭৮টি দেশের নাগরিকও ছিলেন। গুরুতর আহত হন প্রায় ২৫ হাজার। প্রতি বছরের মতো এবারও আমেরিকানরা দিনটি স্মরণ করবেন নানা আয়োজনে। হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ফুল-মালা-মোমবাতি নিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চত্বরে হাজির হবেন হাজার হাজার মানুষ। স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘরে বার্ষিক আয়োজনে শ্রদ্ধাঞ্জলির পাশাপাশি প্রতিবছরের ন্যায় পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিহতদের নাম পাঠ এবং নীরবতা পালন করা হবে।

অনুষ্ঠানটি শুরু হবে স্থানীয় সময় সকালে। মোট ছয়টি মুহূর্তে পালন করা হবে নীরবতা। প্রথম নীরবতা পালন করা হবে ৮টা ৪৬ মিনিটে, ঠিক যে সময়ে উত্তর টাওয়ারে প্রথম হামলাটি চালানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।সিটি মেয়র এরিক এডামসসহ বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নিহতদের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।এ ছাড়া হামলার অপর দুই এলাকা পেন্টাগন এবং পেনসিলভেনিয়া পার্কেও দিনটিকে স্মরণ করে নানা আয়োজন করবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দিনটিকে স্মরণ করবেন বিভিন্ন আয়োজনে।

উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ছিনতাইকারীরা ছোট ছোট দলে পূর্ব আমেরিকার আকাশপথ দিয়ে ওড়া চারটি বিমান একইসাথে ছিনতাই করে। তারপর বিমানগুলো তারা ব্যবহার করে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনে আঘাত হানার জন্য বিশাল ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে। দুটি বিমান বিধ্বস্ত করা হয় নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার ভবনে।

প্রথম বিমানটি আঘাত হানে নর্থ টাওয়ারে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে। দ্বিতীয় বিমানটি সাউথ টাওয়ারে বিধ্বস্ত করা হয় এর অল্পক্ষণ পর, সকাল ৯টা ৩ মিনিটে।দুটি ভবনেই আগুন ধরে যায়। ভবন দুটির উপরতলায় মানুষজন আটকা পড়ে যায়। শহরের আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। দুটি টাওয়ার ভবনই ছিল ১১০ তলা। মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে দুটি ভবনই বিশাল ধূলার ঝড় তুলে মাটিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় বিমানটি পেন্টাগনের সদর দপ্তরের পশ্চিম অংশে আঘাত হানে স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে ছিল আমেরিকান প্রতিরক্ষা বিভাগের বিশাল এই সদর দপ্তর পেন্টাগন ভবন। এরপর, সকাল ১০টা ৩ মিনিটে চতুর্থ বিমানটি আছড়ে পড়ে পেনসিলভেনিয়ার এক মাঠে। ছিনতাই হওয়া চতুর্থ বিমানের যাত্রীরা ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পর সেটি পেনসিলভেনিয়ায় বিধ্বস্ত হয়। ধারণা করা হয় ছিনতাইকারীরা চতুর্থ বিমানটি দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল ভবনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের মধ্যে ৬ জন বাংলাদেশি ছিলেন। নিহতের তালিকায় রয়েছেন মুক্তাগাছার নূরুল হক মিয়া এবং তার স্ত্রী মৌলভীবাজারের শাকিলা ইয়াসমীন, সুনামগঞ্জের সাব্বির আহমেদ, কুমিল্লার মো. শাহজাহান, সিলেটের সালাহউদ্দিন চৌধুরী এবং নোয়াখালীর আবুল কে. চৌধুরী। যাদের স্মরণে নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

স্থায়ী বসবাসের সুযোগ দিচ্ছে কানাডা

(প্রথম পাতার পর)

করে। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে দেশটি স্থায়ী বসবাসের (পিআর) সুযোগ। কানাডায় পিআরের জন্য আবেদন করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এর সাথে বিভিন্ন সুবিধাও পাওয়া যায়। **কানাডিয়ান পিআর কী :**কানাডিয়ান স্থায়ী আবাসিক (পিআর) ধারী ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে কানাডার যেকোনো জায়গায় বসবাস, কাজ এবং পড়াশোনা করার অনুমতি পান। অস্থায়ী ভিসার বিপরীতে, ভোটদানের অধিকার এবং কিছু সরকারি চাকরিতে প্রবেশাধিকার ছাড়া পিআরধারীরা কানাডিয়ান নাগরিকের মতো বেশিরভাগ অধিকার ভোগ করেন, এবং এটি কানাডিয়ান নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আপনি কি আবেদন করতে পারবেন :নির্বাচিত অভিবাসন যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করলে আপনিও কানাডার পিআরের জন্য আবেদন করতে পারেন। এজন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন- আবেদনকারীর দক্ষ কর্মী বা শিক্ষার্থী হতে হবে এবং বয়স ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। এছাড়া, ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং পর্যাপ্ত অর্থ থাকা জরুরি। আবেদনকারীর পোস্ট-সেকেন্ডারি বা উচ্চতর শিক্ষা থাকা উচিত। যদি কেউ আগে কানাডায় পড়াশোনা করেছে বা কাজ করেছে, তা বড় সুবিধা হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া, আবেদনকারীর কাছে কানাডিয়ান কোম্পানি থেকে বৈধ চাকরির প্রস্তাব থাকা আবশ্যক।

কীভাবে আবেদন করতে হবে–

ধাপ ১) কোন ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামটি আপনার প্রোফাইলের সাথে মানানসই তা দেখতে কানাডা সরকারের অনলাইন টুলের সাহায্যে আপনার যোগ্যতা যাচাই করুন। **ধাপ ২)** একটি এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইল তৈরি করুন এবং বয়স, কাজ, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা এবং ভাষাগত স্কোরের মতো আপনার বিবরণ দিন। **ধাপ ৩)** আবেদনকারীদের কম্প্রিহেনসিভ র ্যাঙ্কিং সিস্টেম (সিআরএস)-এর অধীনে স্কোর করা হয়। যারা বেশি স্কোর করেন, তাদের পিআর-এর জন্য আবেদন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। **ধাপ ৪)** আপনি নির্বাচিত হয়ে গেলে, আপনাকে আবেদনের জন্য একটি আমন্ত্রণ (ইনভাইটেশন টু এপ্লাই বা আইটিএ) পাঠানো হবে। **ধাপ ৫)** এরপর সব প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে, যেমন– মেডিকেল পরীক্ষা, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ এবং পুলিশ সার্টিফিকেট। **ধাপ ৬)** আপনার আবেদনটি ইমিগ্রেশন, রিফিউজি অ্যান্ড সিটিজেনশিপ কানাডার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হবে। **ধাপ ৭)** যদি আবেদন অনুমোদিত হয়, তাহলে কনফার্মেশন অব পার্মানেন্ট রেসিডেন্স (সিওপিআর) এবং পিআর কার্ড আপনার কাছে পৌঁছাবে।

সিআরএস কি :সিআরএস হলো একটি পয়েন্টভিত্তিক সিস্টেম, যা এক্সপ্রেস এন্ট্রি প্রোফাইলে প্রার্থীদের র ্যাঙ্কিং করতে ব্যবহার করা হয়। প্রার্থীরা বয়স, শিক্ষা, কাজের অভিজ্ঞতা, ভাষার দক্ষতা এবং চাকরির প্রস্তাব বা প্রদেশীয় নামনির্দেশ-এর ওপর ভিত্তি করে পয়েন্ট পেয়ে থাকে।

ট্রাম্পসহ রক্ষণশীলরা মামদানির বিরুদ্ধে একাট্টা

(প্রথম পাতার পর)

সংস্থার জরিপে জোহরান মামদানি অন্য যেকোনো সংস্থার জরিপে এগিয়ে আছেন। এরই মাঝে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পসহ যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলরা মামদানির বিরুদ্ধে একট্টা। রক্ষণশীলদের বক্তব্য হচ্ছে তারা মেনে নিতে পারছেন না যে একজন মুসলিম নিউইয়র্ক সিটির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সিটির মেয়র নির্বাচিত হবেন।

ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে জোহরান মামদানি এবং রিপাবলিকান পার্টি থেকে কার্টিস সিলওয়াসহ আরো দুজন প্রার্থী মাঠে আছেন, তারা বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং নিউইয়র্ক স্টেটের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু ক্যুমো। গত সপ্তাহে আরেকজন প্রার্থী জিম ওয়াল্ডেন তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এএআরপির সর্বশেষ জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, এ মুহূর্তে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে মামদানি পাবেন ৪১.৮ শতাংশ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী ক্যুমো পাবেন২৩.৪ শতাংশ, সিলওয়া পাবেন ১৬.৫ শতাংশ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র অ্যাডামস পাবেন ৮.৮ শতাংশ ভোট।

জোহরান মামদানি সম্ভাব্য বিজয় ঠেকানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মামদানির সমালোচনা করে বলেছেন যে, এই লোক একজন কমিউনিস্ট। এই কমিউনিস্ট শুধু নিউইয়র্ক সিটির জন্য নয়, একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। অন্যদিকে প্রভাবশালী ডেমোক্রেট, নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটান বরোর প্রেসিডেন্ট মার্ক লিভিন মামদানি সমালোচনা করে ফক্স নিউজকে বলেছেন, জোহরান মামদানি ইসরায়ে ও ইহুদি বিদ্বেষী, আমাদের পক্ষে কীভাবে তাকে সমর্থন করা সম্ভব?

ট্রাম্পের ওয়ান টু ওয়ান প্ল্যান: মামদানির বিজয় ঠেকাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ওয়ান টু ওয়ান প্ল্যান ঘোষণা করেছেন। এই প্ল্যানে যে চারজন প্রার্থী মেয়র নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাঠে জানাচ্ছেন তাদের দুজনকে মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এখানে দুজন হচ্ছেন রিপাবলিকান কার্টিস সিলওয়া এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এরিক অ্যাডামস। ট্রাম্প মনে করেন এই দুই প্রার্থীকে সরিয়ে নিলে মাঠে থাকবেন শুধু মামদানি ও ক্যুমো। যাদেরকে তিনি সরিয়ে নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা যদি তার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে এরিক অ্যাডামসকে সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এবং কার্টিস সিলওয়াকে হোয়াইট হাউসের কোনো চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে বলে তিনি ঘোষণ করেছেন। অ্যাডামস গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক ওয়ানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তিনি নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবেন না। একই সাথে কার্টিস সিলওয়া বলেছেন যে হোয়াইট হাউজে তার চাকুরি নেয়ার কোনো ইচ্ছা নেই।

ওয়ান টু ওয়ান প্রার্থী হলে কোন প্রার্থী কত ভোট পাবেন তার ওপর জরিপ করেছে এএআরপি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, যদি অ্যান্ড্রু ক্যুমো সরে যান এবং প্রার্থী হিসেবে থাকেন শুধু মামদানি ও সিলওয়া, তাহলে মামদানি পাবেন ৪৮.৪ শতাংশ ভোট এবং কার্টিস সিলওয়া পাবেন ২৭.৬ শতাংশ ভোট। যদি এরিক অ্যাডামস সরে যান তাহলে মামদানি পাবেন ৪২.৬ শতাংশ ভোট এবং ক্যুমো পাবেন ২৮.৬ শতাংশ ভোট। যদি সিলওয়া সরে যান তাহলে মামদানি পাবেন ৪৫ শতাংশ ভোট এবং ক্যুমো পাবেন ২৮.৩ শতাংশ ভোট। ওয়ান টু ওয়ান জরিপে বলা হয়ে যে ২৭ শতাংশ ভোটার কোনো মতামত প্রদান করেনি।

হেভিওয়েট ডেমোক্রেটরা নীরব: ভোটের আগে সবসময় দেখা গেছে যে প্রভাবশালী ডেমোক্রেটরা মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থীকেই আনুষ্ঠানিক সমর্থন দিয়ে তার পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। কিন্তু হেভিওয়েট ডেমোক্রেটরা নীরব। স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল ও সিনেট মাইনরিটি লিডার চাক শুমার এখন পর্যন্ত মামদানির প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন ব্যক্ত করেননি। শুধু প্রভাবশালী ডেমোক্রেট সিনেটর ম্যাসাচুসেটস এর এলিজাবেথ স্যান্ডার্স ও ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স তাদের দলের প্রার্থী মামদানিকে সমর্থ করেছেন। শুধু আনুষ্ঠানিক সমর্থন নয় বার্নি স্যান্ডার্স নিউইয়র্কে এসে মামদানির পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিয়েচেন। গত শনিবার ব্রুকলিনে তিনি প্রচারণা চালাতে গিয়ে হেভিওয়েট ডেমোক্রেটদের কঠোর সমালোচনা করেন মামদানিকে সমর্থন না করার জন্য। এছাড়া অতীতে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট এবং সাবেক প্রেসিডেন্টরা নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থীর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন ও প্রচারণা চালিয়েছেন। কিন্তু এবার তিনজন সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন, ওবামা বা বাইডেনের মধ্যে কাউকে মামদানির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে দেখা যায়নি। কেবল বিল ক্লিনটন প্রাইমারিতে ক্যুমোর পক্ষে সমর্থ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন।

জনমত জরিপে দ্বিগুণ ব্যবধানে পিছিয়ে ক্যুমো

তহবিল সংগ্রহে মামদানি শিবিরের রেকর্ড

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোট গ্রহণ হবে আগামী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার। সেই হিসেবে প্রায় দুই মাস বাকি। এরই মধ্যে প্রচারণা তুঙ্গে। আর এই নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি তহবিল সংগ্রহে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। তার প্রচারণা শিবির জানিয়েছে, নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা–৮০ লাখ ডলার–তারা সংগ্রহ করেছে। অন্যদিকে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের সাম্প্রতিক যৌথ জরিপে দেখা গেছে সাবেক গভর্ণর অ্যান্ড্রু ক্যুমোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন জোহরান মামদানি। গত ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে একটি ভিডিওবার্তায় মামদানি বলেন, "আমরা আর কারও অর্থ গ্রহণ করতে পারব না। সত্যিই আপনারা এখন থামুন। যদি সাহায্য করতে চান, তবে অর্থ নয়, সময় দিন। প্রচারণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হোন।" নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে আসা এই তরুণ রাজনীতিকের পক্ষে ছোট অঙ্কের দাতাদের বিপুল সাড়া মিলেছে। তার নির্বাচনী শিবির বলছে, শহরের বিভিন্ন মহল্লা থেকে তরুণ-তরুণী, অভিবাসী ও কর্মজীবী শ্রেণির মানুষ কয়েক ডলার থেকে শুরু করে সামান্য অঙ্কের অনুদান দিয়ে তাকে সমর্থন জানাচ্ছেন। এতে তার জনপ্রিয়তা ও জনভিত্তি আরও সুসংহত হয়েছে বলে দাবি করছে প্রচারণা দল। তবে মামদানির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে গঠিত সুপার প্যাকগুলো। এ ধরনের স্বতন্ত্র তহবিল সংগ্রাহক কমিটিগুলো আইনত সীমাহীন অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় করতে পারে। ইতিমধ্যেই তাঁকে হারাতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্য এসব কমিটি লাখ লাখ ডলার ব্যয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে নির্বাচনী মাঠে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় মামদানিকে বড় চাপে ফেলতে পারে।

অন্যদিকে, তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু এম. ক্যুমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। সর্বশেষ তথ্যমতে, তার তহবিলে রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ ডলার। ফলে প্রচারণা জোরদার করতে তাকে এখন আরও অর্থ সংগ্রহে মনোযোগী হতে হচ্ছে। কুয়োমো ছাড়াও আরও কয়েকজন প্রার্থী রয়েছেন, তবে জনমত জরিপে তারা মামদানির অনেক পিছিয়ে। সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, মামদানি এগিয়ে রয়েছেন উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে। তার প্রচারণা শিবির বলছে, অভিবাসী সম্প্রদায়, প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট এবং তরুণ ভোটারদের মধ্যে তিনি ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আক্রমণাত্মক প্রচারণা এবং বড় অঙ্কের বিজ্ঞাপন ব্যয় পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে। আগামী নভেম্বরের নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন নিউইয়র্ক সিটি জুড়ে তুমুল প্রচারণা শুরু হয়েছে। জনসভা, টাউন হল বৈঠক থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিদিনই পাল্টাপাল্টি বার্তা দেওয়া হচ্ছে। এই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করবে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী শহরটির নেতৃত্ব কার হাতে যাবে।

জরিপে ক্যুমোর চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে মামদানি

এদিকে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের সাম্প্রতিক যৌথ জরিপে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু ক্যুমোর চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে গেছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জোরান মামদানি।

জরিপের ফলের বরাতে আইউইটনেস নিউজ জানায়, এতে অংশগ্রহণকারীদের ৪৬ শতাংশ নিউইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র হিসেবে দেখতে চান মামদানিকে। অন্যদিকে কুওমোর পক্ষে ভোট পড়ে ২৪ শতাংশ। সে হিসাবে ক্যুমোর চেয়ে ২২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন মামদানি।

জরিপে ১৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর সমর্থন পান রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। অন্যদিকে ৯ শতাংশ ভোট পান বর্তমান মেয়র ও স্বতন্ত্র প্রার্থী এরিক অ্যাডামস। জরিপের বিষয়ে সিয়েনা কলেজের পরিচালক লেভি ডন জানান, মামদানির পক্ষে বিশাল সমর্থনের মূলে আছেন তরুণ ভোটাররা। অন্যদিকে ৪৫ বছরের বেশি বয়সীদের অনেকে সমর্থন করেন সাবেক গভর্নর ক্যুমোকে। তিনি আরও জানান, মামদানিকে হারাতে হলে স্লিওয়া ও অ্যাডামসের সমর্থকদের নিজের পক্ষে টানতে হবে ক্যুমোকে। আইউইটনেস নিউজের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তরুণদের মধ্যে মামদানির সমর্থন থাকলেও সিটির বিত্তশালীরা মেয়র হিসেবে চান ক্যুমোকে। গুরুত্বপূর্ণ এ নির্বাচনে মামদানির জয় ঠেকাতে চান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। প্রতিদ্বন্দ্বী সবাইকে একত্রিত হয়ে মামদানির পরাজয় নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

১১ বিলিয়ন ডলার অনিয়মের অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর)

অন্যতম হচ্ছে তাদেরকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব প্রদানের আগে স্টেটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির যোগাযোগ ও আলোচনা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিউইয়র্কের হোম হেলথ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য ১১ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে সে সম্পর্কে গত শুক্রবার অনেক অভিযোগ উঠেছে। গত মাসে আইনজীবীদের সাথে প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার জন্য শুনানিতে পাবলিক অংশীদারিত্ব জোর দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিষ্ঠানটি বিপুল অংকের অর্থ পরিচালনার জন্য চুক্তি সম্পাদনের আগে স্টেটের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। তবে টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা এড়াতে সাধারণত এ ধরনের যোগাযোগের কোনো অনুমতি নেই। নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে সবকিছু বিধিসম্মতভাবেই হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় চুক্তি সম্পাদনকারী ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর কমিশনার ডাঃ জেমস ভি ম্যাকডোনাল্ড। তিনি তার সাক্ষে বলেন, "আমরা যা কিছু করেছি, তা প্রকিউরমেন্ট বিধিবিধান অনুসরণ করেই করেছি। এতে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি।" তিনি আরও বলেন, টেন্ডারে জেতার জন্য প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে স্টেট কর্মকর্তাদের পূর্ব-যোগাযোগের ব্যাপারে তার সরাসরি কিছু জানা নেই।

নিউইয়র্ক টাইমস আরো উল্লেখ করেছে যে, টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্টেট আইনপ্রনেতাদের কাছে যে অভিযোগ দিয়েছেন তা নিউইয়র্ক টাইমসের কাছেও এসেছে। সেই অভিযোগপত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্যাট্রিসিয়া বাসনেস, যিনি সরকারী সম্পর্ক বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেন, তিনি স্বীকার করেছেন যে, ২০২৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের কর্মকর্তাদের সাথে টেন্ডার জয়ী প্রতিষ্ঠানে সাধারণ যোগাযোগ ছিল। নিউইয়র্ক স্টেট এই কর্মসূচির অর্থ সাশ্রয় করার উপায় নিয়ে বিচার বিবেচনা করছিল, যা তাদের হাজার হাজার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় ভুগছেন এবং প্রতিবন্ধী লোকজনের হোম হেলথ কেয়ার গ্রহণেল সুযোগ দিয়েছিল, তারা স্বাস্থ্যসেবা পেতে বিপদে বিঘ্নের মুখোমুখি হতে পারেন, এমন আশঙ্কা রয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে হেলথ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল সে সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। অতএব তারা পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি'র টেন্ডার জেতায় কোনো ভূমিকা রেখেছে বলে অভিযোগের কোনো বাস্তবভিত্তিক প্রমাণ নেই। স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল, বা হেলথ ডিপার্টমেন্টের কোনো কর্মকর্তা অভিযোগ সম্পর্কিত প্রশ্নে তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি। সিনেট ইনভেস্টিগেশনস এন্ড গভর্নমেন্ট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান স্টেট সিনেটর জেমস স্কোফিস বলেছেন, পিপিএল'র সাক্ষ্যের বিপরীতে তাদের বক্তব্যগুলো যথার্থতা সম্পর্কে যে গুরুতর সন্দেহ হয়েছিল তা নিশ্চিত করে। আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, হেলথ ডিপার্টমেন্ট এবং পিপিএল কি জানতো এবং কখন তারা এসব বিষয় জানতো। মিঃ স্কোফিস আরো বলেন, তিনি আগামী দিনগুলোতে আইনপ্রনেতাদের শীর্ষ নেতা ও সিনেট হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর গুস্তাভো রিভেরার সাথে এই প্রতিষ্ঠানের বিষয় তদন্তের জন্য পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনায় মিলিত হবেন। গভর্নর হকুলের একজন প্রতিনিধি স্যাম স্পোকনি কোনো ধরনের অনিয়ম ঘটার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, হেলথ ডিপার্টমেন্টের প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ার বিধি মেনেই পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি'র সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে কোনো স্টেট কর্মকর্তার জানার সুযোগ নেই যে কে টেন্ডার লাভ করেছে।

টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে স্টেট আইনপ্রনেতাদের কাছে দেওয়া চিঠিতে সিডিপ্যাপ বা 'কনজ্যুমার ডাইরেক্টেড পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম'কে একীভূত করার জন্য স্টেটের যে সিদ্ধান্ত ছিল, সেটি নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সেই সিদ্ধান্তে প্রায় ৭০০ প্রতিষ্ঠানকে প্রতিস্থাপন করা হয়, যে প্রতিষ্ঠানগুলোর পে-রোল এবং অন্যান্য আর্থিক বিষয় একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান পাবলিক পার্টনারশিপ এলএলসি বা পিপিএল কর্তৃক পরিচালিত হতো। যেহেতু এটি সিডিপ্যাপ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, তাই রোগী এবং রোগীদের সেবাদানকারীরা বেতনের চেক বিলম্বে পাওয়া এবং সেবায় ঘাটতির অভিযোগ করেছেন। স্টেট আইনপ্রনেতারা এর আগেও প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অনিয়মের উল্লেখ করেছেন যে, এই চুক্তি স্টেট কম্পট্রোলারের রিভিইয়ের আওতা বহির্ভূত ছিল। গত মাসের শুনানিতে মিঃ স্কোফিস ২০২৪ সালের এপ্রিলের একটি খসড়া আইনের উল্লেখ করেছেন. যাতে টেন্ডার ইস্যুর আগে পিপিএল'কে প্রোগ্রাম এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গত আগস্টের শুনানিতে মিঃ স্কোফিস স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর কমিশনার ডাঃ জেমস ভি ম্যাকডোনাল্ডকে খসড়া আইনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন যে কীভাবে এটিতে সুনির্দিষ্টভাবে কেবল চারজন টেন্ডারদাতা টেন্ডার লাভের অর্জন করতে পারেন। ডাঃ ম্যাকডোনাল্ড তার হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, আপনার আইন প্রণয়নের অংশ। আমি আশা করব আইনে যে ভাষা প্রয়োগ করা রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনাদের আরও ভাল জ্ঞান থাকা উচিত, কারণ আপনারা আইন প্রণেতা।" পিপিএল কর্তৃক সিডিপ্যাপ এর দায়িত্ব গ্রহণের ৯ মাস পর এ ধরনের স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল। পিপিএল কার্যকর হওয়ায় সুফল পাওয়া গেলেও এটি একটি দায়েও পরিণত হয়েছিল। ২০১৭ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২ হাজার থেকে ২৫০,০০০ এ উন্নীত হয়েছিল। যার ফলে স্টেটের বাজেটের ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। গত মাসে পিপিএল ঘোষণা করেছে যে, তারা প্রায় ২ লাখ ৩৬ হাজার সেবাদানকারীর জন্য ২.২ বিলিয়ন ডলারের বেতন পরিশোধ করেছেন। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে প্রশাসনিক ফি এর আকারে তারা স্টেটের শত শত মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে এই শাবানা!

(প্রথম পাতার পর)

হিসেবে সম্প্রতি দায়িত্ব নিয়েছেন শাবানা মাহমুদ। তিনি দেশটির অভিবাসন-সংক্রান্ত নীতিমালা, শরণার্থী, পুলিশ এবং জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখভাল করবেন। যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জনমত জরিপে যখন ডানপন্থী রিফর্ম পার্টির ক্রমাগত উত্থান হচ্ছে, তখনই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্বে এমন পরিবর্তন আনা হয়। এর আগে যুক্তরাজ্যের আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন শাবানা মাহমুদ। উপপ্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রেইনার পদত্যাগ করার পর গত শুক্রবার যুক্তরাজ্য সরকারের একটি বড় রদবদলের অংশ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান শাবানা। এটি যুক্তরাজ্যের শীর্ষ চার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের একটি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে কোনো মুসলিম নারীর দায়িত্ব পাওয়ার ঘটনা দেশটিতে এটিই প্রথম। যুক্তরাজ্যের শীর্ষ চার রাষ্ট্রীয় কার্যালয় হচ্ছেপ্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়। স্কাই নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শাবানা মাহমুদের জন্ম বার্মিংহামে। তাঁর মা-বাবা দুজনেরই বাড়ি পাকিস্তাননিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে। শাবানা মাহমুদ ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ভবিষ্যতেও তা বজায় থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১০ সালে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার পর থেকে শাবানা যা যা করেছেন, সেগুলোর তালিকা নিজের ওয়েবসাইটে রেখে দিয়েছেন তিনি। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কথা বলার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তিনি এ ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করে থাকেন। ২০১০ সালে গাজা অভিমুখী ফ্লোটিলা জাহাজে ইসরায়েলের প্রাণঘাতী হামলার নিন্দা জানিয়ে দেওয়া একটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিলেন শাবানা। ওই হামলায় ১০ জন নিহত হন। প্রস্তাবটিতে গাজার ওপর ইসরায়েলের অবরোধ দ্রুত শেষ করার দাবি জানানো হয়। শাবানা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। ইসরায়েলের হাতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি। অবৈধ ইসরায়েলি বসতিতে ব্যবসা পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর নাম প্রকাশ করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শাবানা। ২০১৪ সালে শাবানা সেন্সবারি সুপারমার্কেট চেইনের একটি শাখার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনে অবৈধভাবে বসতি স্থাপনকারী ইসরায়েলিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা পণ্যের বিক্রি বন্ধ করতে সুপারমার্কেটটির কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি।

ওই সময় যুক্তরাজ্যের ইহুদিদের সংগঠন জিউয়িশ লিডারশিপ কাউন্সিল শাবানার সমালোচনা করেছিল। তারা বলেছিল, শাবানা জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উসকে দিচ্ছেন। এ বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে একটি সুপারমার্কেট বন্ধ করে দিতে হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ফিলিস্তিনের পক্ষে সোচ্চার থাকা মানুষেরা শাবানার কর্মকাণ্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ২০২৩ সালের নভেম্বরে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি উত্থাপিত প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন তিনি। শাবানা লেবার পার্টির নেতৃত্বের পক্ষে অবস্থান নেন। যদিও দলের ভেতরের অনেকেই ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। এর ফলে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বার্মিংহাম লেডিউড আসনে শাবানা মাহমুদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আখমেদ ইয়াকুব। তিনি মূলত গাজার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রচার চালান। নির্বাচনে শাবানার সঙ্গে ভোটের ব্যবধান মাত্র ৩ হাজার ৪২১-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হন ইয়াকুব। ২০১৯ সালে ভোটের ব্যবধান ছিল ২৮ হাজার ৫৮২। 'এমপি ওয়ার ক্রাইমস' নামের একটি ওয়েবসাইটে শাবানা মাহমুদকে 'স্পষ্টত ফিলিস্তিনবিরোধী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সাম্প্রতিক অবস্থান মূল্যায়ন করে থাকে। ওয়েবসাইটটিতে বলা হয়, শাবানা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি। তিনি ইসরায়েলি যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বহাল রাখার চিঠিতেও স্বাক্ষর দেননি। অবশ্য ওয়েবসাইটে এটাও বলা হয়েছে, শাবানা মাহমুদ লেবার ফ্রেন্ডস অব প্যালেস্টাইনের সদস্য। গত বছর তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠান বর্জন, সেখান থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আন্দোলনকে অবৈধ ঘোষণার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়, মন্ত্রিসভার শীর্ষ ব্যক্তিদের যাঁরা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যকে আহ্বান জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শাবানাও আছেন। তবে যাঁরা ভেবেছিলেন শাবানা নিষিদ্ধ সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশন নিয়ে যুক্তরাজ্যের অবস্থান বদলাবেন, তাঁরা সম্প্রতি হতাশ হয়েছেন। গত রোববার শাবানা বলেন, 'ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানো এবং নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ানো এক জিনিস নয়।'

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী বলছে : সম্প্রতি যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় হাজারো মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু শনিবারই লন্ডনে গ্রেপ্তার হয়েছেন ৮৯০ জন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শাবানা এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান মার্ক রাউলির কিছু ছবি প্রকাশ করেছে। ছবিতে দেখা গেছে, শনিবার বিক্ষোভ চলাকালীন বিশেষ অভিযানসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষে বসে আছেন তাঁরা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থকদের গ্রেপ্তারে তিনি (শাবানা) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমর্থন দিয়েছেন।' প্যালেস্টাইন অ্যাকশন ইস্যুতে শাবানার অবস্থানের সঙ্গে পূর্বসূরি ইভেট কুপারের অবস্থানের মিল রয়েছে। নিজের এমন অবস্থানের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন শাবানা। জনমত জরিপ অনুযায়ী, লেবার পার্টির সমর্থন ক্রমাগত কমছে। তাই শাবানা মাহমুদকে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে সতর্কভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। ২০২৯ সালের গ্রীষ্মের মধ্যে ওই নির্বাচন হওয়ার কথা।

শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী

(১৪ পাতার পর)

বলছেন, কর্মসংস্থানের সংকট, বেকারত্ব, রাজনৈতিক মতবিরোধ ও মামলাসংক্রান্ত কারণে বিগত কয়েক বছর উন্নত দেশগুলোয় অ্যাসাইলাম ও শরণার্থীর সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। বিশেষ করে গত বছর সরকার পতনের পর বাংলাদেশীদের অনেকে নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছেন। তাদের বড় অংশই রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও অবৈধ অভিবাসী। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর মামলা ও জীবন হুমকি দেখে দেশ ছাড়েন মাগুরার জিসান আহমেদ অভি (ছদ্মনাম)। একটি রাজনৈতিক দলের উপজেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকায় জীবন শঙ্কার কথা ভেবে তিনি বিদেশে পালিয়ে যান। প্রথমে প্রতিবেশী দেশ ভারতে, সেখান থেকে দালালের মাধ্যমে পাড়ি দেন পর্তুগাল। এরপর সেখানে এক মাস থেকে লরিতে করে ইতালিতে প্রবেশ করেন। পাঁচ মাস থাকার পর দেশটির শরণার্থী হিসেবে আবেদন করেন অভি। বর্তমানে তার আবেদন ইতালি সরকারের বিবেচনার তালিকায় রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জিসান আহমেদ অভির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বণিক বার্তাকে জানান, ইতালিতে অবৈধভাবে বহু মানুষ গত এক বছরে প্রবেশ করেছে। তবে তাদের বড় অংশ দেশটিতে উন্নত জীবন ও কর্মসংস্থান খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায়। এছাড়া রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্যও অনেকে এসেছেন। তবে ইতালি সরকার বর্তমানে অবৈধ অভিবাসন নিয়ে কঠোর অবস্থানে থাকায় অনেকে আবার ইউরোপের অন্য কোনো দেশে পাড়ি দেয়ারও চিন্তা করছেন। রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া ও সাময়িকভাবে প্রবেশের সুযোগ বিবেচনায় বাংলাদেশীদের অন্যতম গন্তব্য দেশ যুক্তরাজ্য। ২০২৪ সালে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী যুক্তরাজ্যে আবেদন করেছেন। বিশেষ করে পতনের পর আওয়ামী সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের বড় অংশ দেশটিতে আশ্রয় নিয়েছেন। যাদের অনেকেই আবেদন করেছেন অ্যাসাইলাম হিসেবে। যুক্তরাজ্য সরকারের হোম অফিসের তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশী ৭ হাজার ২২৫টি অ্যাসাইলাম আবেদন জমা পড়ে। ইউকে হোম অফিসের চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত তথ্য বলছে, ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে অ্যাসাইলাম আবেদনে শীর্ষ পাঁচ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। এ তালিকায় সবার ওপরে পাকিস্তান। বাংলাদেশী অভিবাসী ও গণমাধ্যমকর্মী জমির হোসেন থাকেন ইতালিতে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে তিনি বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী, বেশকিছু ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন; যারা গত বছর আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন দেশ হয়ে সেখানে গেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জমির হোসেন বণিক বার্তাকে জানান, বেশ কয়েক বছর যুক্তরাজ্যে রেকর্ড পরিমাণ অ্যাসাইলাম আবেদন পড়েছে বাংলাদেশীদের। চলতি বছরের সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে না পারলেও তিনি বলেন, যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে গত এক বছরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী প্রবেশ করেছেন। তাদের বেশির ভাগই চেয়েছেন রাজনৈতিক আশ্রয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিগত বছরে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশীর রাজনৈতিক ও শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার বড় কারণ হিসেবে দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বিদেশে বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় বৃদ্ধির পেছনে কারণ মূলত জুলাই অভ্যুত্থান ও পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। যেমনটি শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। শ্রীলংকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময় দেশটির অনেক মানুষ বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন। সংখ্যাটা অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। আমি মনে করি ঠিক একই কারণে বহুসংখ্যক বাংলাদেশী দেশ ছেড়েছেন। এখনো অনেকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ এশিয়া থেকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে যুক্তরাজ্য-কানাডা অনেক কঠোর। যে কারণে অনেকে সহজ পথ খুঁজতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের চেষ্টা করেন।' বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী হিসেবে আবেদনের সংখ্যাটা বেড়েছে মূলত ২০১২ সাল থেকে। ২০২০ সাল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা থাকলেও ২০২১ সাল থেকে তা উদ্বেগজনক হারে বাড়ে। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের মোট ৩৯টি দেশে আবেদন করেন অন্তত ৬৯ হাজার ৩৫৫ বাংলাদেশী। যদিও ৯৩ শতাংশই বাতিল হয়েছে। রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী হিসেবে কানাডায় গত বছর আবেদন জমা পড়ে ১৩ হাজার ৭৩৬টি, ফ্রান্সে ৬ হাজার ৩১, আয়ারল্যান্ডে ১ হাজার ৭, গ্রিসে ৭৭০, জাপানে ৫৬৮, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৪১৯, স্পেনে ৪১৯ ও ব্রাজিলে ৪১৫টি।

অবৈধ অভিবাসন কিংবা রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার কারণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে বিশ্বে। বিশেষ করে পাসপোর্টের ওপর বড় নেতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। অ্যাসাইলাম ও অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করতে হলে আইনগত কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা যেতে পারে বলে মনে করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আল আমিন রহমান। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'অবৈধ অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয় বাড়ার বেশকিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, গত বছরের সরকার পতনের পর উন্নত দেশগুলোয় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া বাংলাদেশীদের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এগুলোর কারণে বিশ্বে বাংলাদেশের পাসপোর্টের মানও কমে যাচ্ছে। এটা কমিয়ে আনতে হলে সরকারের বিদ্যমান আইনে সুযোগ অনেক কম। তবে আইন সংশোধন করে এখানে শাস্তির বিধান কিংবা যারা অবৈধ পথে বিদেশ যাচ্ছে, তাদের দেশে থাকা সম্পত্তির অংশীদারত্বে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। এটা করা গেলে অবৈধ অভিবাসন অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে।' বিদেশে অবৈধ অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের বড় কারণ দেশে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক মতবিরোধে হামলা-মামলা। যে কারণে অনেকেই বিদেশে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক আশ্রয় ও শরণার্থী আবেদন করছেন। তবে রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় এলে আবার তা কমে যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। অভিবাসন ও শরণার্থীবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর বণিক বার্তাকে বলেন, 'অনেকেই বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। যখন ক্ষমতার পালাবদল হয়, তখন তারা সেভাবে বিদেশ যাওয়ার কাগজপত্র তৈরি করে। কারো কারো ক্ষেত্রে হয়তো সত্যিই ঝুঁকি আছে। যে কারণে রাজনৈতিক আশ্রয়ের দরকার হতে পারে, যেটি বিভিন্ন দেশে করা আবেদনে দেখাও যাচ্ছে। এটি যাচাই-বাছাইও হয়। ইতালিতে যারা রাজনৈতিক আশ্রয় চাচ্ছেন, তাদের বেশির ভাগই বাতিল হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অভিবাসীদের নিয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।' তিনি মনে করেন, বিদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনে এখন একটা ট্রেন্ড রয়েছে, আবার নির্বাচনের পরও এটি দেখা যাবে। তারপর একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন হলে রাজনৈতিক আশ্রয়ের তালিকা খুব বেশি বড় হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সব বিষয়েই একটি অনিশ্চয়তা রয়েছে। যে কারণে মানুষ হয়তো ভাবছে দেশের বাইরে যাওয়া ভালো।

দেশে আশা জাগাচ্ছে রিজার্ভ

(প্রথম পাতার পর)

যাচ্ছে। সর্বশেষ জুলাই ও আগস্ট মাসের আকুর প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার বিল পরিশোধের পরও রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে রয়েছে। সেই সঙ্গে ডলারের বাজারেও এসেছে স্থিতিশীলতা। বৈদেশিক উৎসের ঋণের পাশাপাশি রেমিট্যান্সের উদ্বৃত্ত গতি ও রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, রিজার্ভের এই স্থিতিশীল প্রবণতা অর্থনীতির জন্য স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে বড় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক শাহ মো. আহসান হাবীব বলেন, বর্তমানে আমাদের যে রিজার্ভ রয়েছে, তা অবশ্যই স্বস্তিদায়ক। কারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ানোর জন্য এবং বাজারে হস্তক্ষেপ করার জন্য যে পরিমাণ রিজার্ভ থাকা দরকার, সেটা বাংলাদেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেও স্থিতিশীলতা এসেছে। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন বা আকু হলো এশিয়ার কয়েকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যকার একটি আন্তঃআঞ্চলিক লেনদেন নিষ্পত্তি ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে এশিয়ার ৯টি দেশের মধ্যে যেসব আমদানি-রপ্তানি হয়, তার মূল্য দুই মাস পরপর নিষ্পত্তি করা হয়। আকুর সদস্য দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, ভুটান ও মালদ্বীপ। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার জুলাই ও আগস্ট মাসের আমদানি বিলের দায় বাবদ ১৫০ কোটি ডলার (১.৫ বিলিয়ন) পরিশোধ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই অর্থ পরিশোধের পর বৈদেশিক মুদ্রার মোট রিজার্ভ ৩০ বিলিয়নের ওপরে রয়েছে। মূলত বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের চেয়ে ব্যয় কম হওয়ায় ধারাবাহিক বাড়ছে রিজার্ভ। ফলে দুই মাস পর পর আকুর বিল পরিশোধেও রিজার্ভের ওপর তেমন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, আকুর পেমেন্টের পর গত বৃহস্পতিবার মোট রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব-পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ রয়েছে ২৫ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। গত বুধবার মোট রিজার্ভ ৩১ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার উঠেছিল। আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভ ছিল ২৬ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে গত বছরের আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সময় মোট রিজার্ভ ছিল ২৫ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। আর বিপিএম-৬ অনুযায়ী ছিল ২০ বিলিয়নের মতো।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, আকুর বিল পরিশোধের পর রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের ওপরে রয়েছে। এটি অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক সংকেত। রিজার্ভের এই স্থিতিশীলতা বাজারে আস্থা ফেরাতে সাহায্য করবে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি, খাদ্যমূল্য ও পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। এতে বাংলাদেশে আমদানি খরচ বেড়ে যায়, শুরু হয় ডলারের সংকট। ডলারের এই সংকটে ব্যবসা-বাণিজ্যও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংকট মোকাবিলায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে এক সময়ের ৪৮ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ কমে প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা পদক্ষেপে ডলারের আয়-ব্যয়ে অনেকটা ভারসাম্য চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, বাজার থেকে এখন নিয়মিত ডলার কিনছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মূলত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উদ্বৃত্ত গতি ও রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা বাজারে ডলারের প্রবাহ বাড়াতে মূল ভূমিকা রাখছে। আবার আমদানি ব্যয় কমে আসাও রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হচ্ছে। এতে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারও স্থিতিশীল রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছরের আগস্ট মাসে প্রবাসীরা ২৪২ কোটি ২০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স পাঠান। আগের মাস জুলাই মাসে আসে ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। সব মিলে চলতি অর্থবছরের (জুলাই-আগস্ট) প্রথম দুই মাসে প্রবাসী আয় এসেছে ৪৯০ কোটি ডলার। গত অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে এসেছিল ৪১৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার। এই হিসাবে দুই মাসে প্রবাসী আয় বেড়েছে ১৮ দশমিক ৪০ শতাংশ। অন্যদিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাস (জুলাই-আগস্ট) মিলিয়ে বাংলাদেশ ৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত সাত দফায় মোট ৮১ কোটি ডলারের বেশি কিনে নিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ভোটাধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার

(৪ পাতার পর)

যেমন প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত বলা যায় না, অনুরূপ তার মাধ্যমে প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় যে আইনটি অনুসৃত হয়, সেটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত। আইনটির বিধান অনুযায়ী, 'মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর অথবা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী শুধু একজন, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীকে আসন হতে নির্বাচিত ঘোষণা করেন।'

ওই আদেশের বিধান অনুযায়ী, নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ একজন প্রার্থীকে জনগণের ভোট প্রদানের সুযোগ দেয়া ছাড়া নির্বাচিত ঘোষণা করা হলে সংবিধানে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ধারণা পরাহত হয়। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর উল্লিখিত বিধানটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-এর দফা (২)-এর সাথে সাংঘর্ষিক। এরূপ সাংঘর্ষিকতায় সংবিধানের অবস্থান যেকোনো আইনের উচ্চে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন যেমন : সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতির নির্বাচনেও সংশ্লিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা অনুযায়ী, 'মনোনয়নপত্র বাছাই অথবা প্রত্যাহারের পর যদি দেখা যায়, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী শুধু একজন সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীকে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখের পর বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করেন।'

স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে কোনো পদের প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলে তা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১-এ ব্যক্ত প্রশাসনের সব পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে এ ধারণা অবদমিত করে।

সংবিধানের বিধান অনুসারে আইন অনুযায়ী 'নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনভার প্রদান করা হয়।' স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দেয়, কোনো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে যেকোনো পদের প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলে সংবিধানের চেতনার আলোকে তাকে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত বলার অবকাশ আছে কি না?

আমাদের সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের জন্য চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করেছে। এ স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশে একজন নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগে পছন্দের দল বা প্রার্থীর পক্ষে নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে একজন নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত এ মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। স্মরণযোগ্য, সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের সাথে যেকোনো প্রচলিত আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হবে।

জাতীয় নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থীরা দল থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনেও আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়নের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছিল; যদিও পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শাসনামলে অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বারিত করা হয়েছে। যেকোনো রাজনৈতিক দল যেন স্বাধীনভাবে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জনগণের কাছে প্রকাশ করতে পারে সে নিরিখে সংবিধানে সংগঠনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন কর্মসূচি বা দাবিদাওয়া বিষয়ে জনমানুষকে অবহিত করতে হলে শান্তিপূর্ণভাবে জনসভা বা শোভাযাত্রার আয়োজনের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সংবিধানে সমাবেশের স্বাধীনতার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে আইন প্রণীত হলেও এসব সদস্য দলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আইন প্রণয়নে সমর্থন ব্যক্ত করেন। দলীয় সরকার কর্তৃক আইন প্রণীত হলেও প্রণয়ন-পরবর্তী এটি রাষ্ট্রের আইন হিসেবে পরিগণিত হয়। রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা নাগরিক কর্তব্য। একজন নাগরিকের ভোটাধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে একজন নাগরিক স্বাধীনভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হলে একজন নাগরিকের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণের উদ্ভব ঘটে। নাগরিকের অধিকার রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার এ দায়িত্ব পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে সামরিক ও বেসামরিক কর্ম, চাকরি বা পদে নিয়োজিত ব্যক্তি রাষ্ট্রের কর্মচারী। তাদের বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রক্ষিত জনগণ প্রদত্ত কর থেকে নির্বাহ করা হয়। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি এবং তা কোনোভাবে সাময়িক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলীয় সরকারের প্রতি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের আনুগত্যে ভিন্নতা দেখা দিলে রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের হানি হয়। তাই সাময়িক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোনো রাজনৈতিক দলের উচিত নয়, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগে কোনো ধরনের বাধা প্রদান বা তা নিশ্চিতে ব্যর্থতা।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতিবিশ্লেষক।

ভিপি নুরের ওপর হামলায় শঙ্কার দিক

(৮ পাতার পর)

শক্তি নির্বাচনকে বিলম্বিত করার চেষ্টা করছে। তারা নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে এমন অযৌক্তিক দাবিদাওয়ার বিষয়ে সজাগ থাকতে বলেছে সরকারকে। বৈঠক-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত নেতা সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের বলেছেন, 'দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য করণীয়, নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোচন হয়েছে। তারা জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, বিচার এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলেছেন। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের আরো বলেন, জুলাই সনদ অর্জন না করে নির্বাচনের ট্রেন ছেড়ে দেয়াটা একধরনের ভুল সিদ্ধান্ত।

নুরুল হকের ওপর হামলা ও রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠক- এসব ঘটনার মাঝে আরেকটি ঘটনা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর তা হচ্ছে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের দৌড়ঝাঁপ। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর-আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সেনাপ্রধান প্রথমে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন, পরে সেনাপ্রধান বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সেনাপ্রধান তার সাম্প্রতিক চীন সফরের বিষয় সাংবিধানিক কর্তৃত্বের কাছে তুলে ধরেন। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং তা উন্নয়নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় করেন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার সাথে আলোচনায় সেনাপ্রধান আশ্বস্ত করেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। এ ছাড়া সেনা-প্রধান সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। একই সাথে তিনি গুজবের প্রতি মনোযোগ না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পুরো সেনাবাহিনী সরকারের সব উদ্যোগ ও কর্মসূচি সফল করতে বদ্ধপরিকর। নুরুল হক নুরের ওপর এই আকস্মিক, অযাচিত ও বেপরোয়া হামলায় গোটা জাতি উৎকণ্ঠিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়'। আমাদের প্রত্যাশা আমরা আর কোনো বিপর্যয় দেখতে চাই না। এটিই যেন শেষ ঘটনা হয়, নাগরিকসাধারণ তা আশ্বস্ত হতে চায়। নুরের জন্য হাজারো মানুষের দোয়া আছে। নুরুল হকের প্রতি হামলার পর যে রাজনৈতিক ঐক্য ও সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্গভবন থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তা তার আগামী দিনের চলার পথের পাথেয় হোক এই আশা-আশীর্বাদ আমাদের সবার।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর ভূমিকা গৌরবের এবং অগৌরবের। মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ বিজয় সহজ করে। বিগত ৫০ বছরে সেনাবাহিনী দুর্যোগে ও দুর্ভোগে জনগণের প্রতি অবারিত হাত সম্প্রসারিত করেছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিলাষ পূরণে সেনাশাসন জারি হয়েছে, সেটি গৌরবের নয়। সেনাবাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস ও ভালোবাসাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে। সেনাপ্রধানের আহ্বান গুজবে কান না দেয়া। অপ্রিয় হলেও সত্যি, যেকোনো সঙ্কট ও শঙ্কায় মানুষ সেনাবাহিনীর দিকে তাকায়। বিগত ১৭ বছর সময়ে ও অসময়ে মানুষ চাতক পাখির মতো উত্তর বাড়ির দিকে তাকিয়েছে। তবে সে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। আজকে দেশে বেসামরিক কর্তৃত্ব (ঈরারষরধহ ঝঁড়ৎবসধপু) এবং সেনাবাহিনীর পেশাদারত্ব (Professionalism) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং গুজব কখনোই সত্যি হবে না। নাগরিকসাধারণ দৃঢ়ভাবেই তা বিশ্বাস করে।

লেখক : অধ্যাপক (অবঃ), সরকার ও রাজ-নীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম

(৯ পাতার পর)

মধ্যে ঘটছে দেখতে পাই। রাজনীতির মূল ধারাটিই হচ্ছে ভাগাভাগির লড়াই।

আদর্শের কথা বলছিলাম। ওই আদর্শের একটি নাম আছে। বিশ্বজুড়ে যার পরিচিতি হলো পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা উৎপাদনে যতটা আগ্রহী, তার চেয়ে বেশি আগ্রহী লুণ্ঠনে। অন্যদিকে পুঁজিবাদের যেসব দোষ তা সবই আমাদের প্রতিনিয়ত সহ্য করতে হচ্ছে। যেমন ব্যক্তিগত স্বার্থ দেখা এবং ভোগবিলাসে মত্ত হওয়া। একাত্তরে এটি ছিল না। একাত্তরে সবার স্বার্থ এক হয়ে গিয়েছিল এবং ভোগবিলাসের কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। মানুষের চিন্তা ছিল কীভাবে দেশকে মুক্ত করা যায় তা নিয়ে, উৎসাহ ছিল আত্মত্যাগে। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি। সেই চেতনাটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক। যার মূল কথাটি হচ্ছে মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। একাত্তরের যুদ্ধক্ষেত্রে ওই সাম্যটা গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রটি তো কোনো একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তা বিস্তৃত ছিল দেশব্যাপী। দেশব্যাপী কেন বলছি, লড়াইটি তো বিদেশেও চলেছে, যাতে জড়িত ছিলেন প্রবাসীরাও।

পুঁজিবাদী আদর্শ ফিরে এসেছে। ওই আদর্শেই ব্রিটিশের রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। পাকিস্তানিরাও ওই আদর্শেই দীক্ষিত ছিল। এখনকার শাসনকর্তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পুঁজিবাদী আদর্শের আশ্রয়েই রয়েছেন। ফলে রাষ্ট্রের আদর্শ তো বটেই, সমাজের আদর্শও সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, বদলায়নি।

আমাদের জন্য প্রথম যা দরকার তা হলো কাজ। মানুষ কাজ চায়। এ দেশের মানুষ মোটেই অলস নয়, তারা কর্মী। দেশজুড়ে আজ কাজের জন্য হাহাকার। কাজের সন্ধানে মানুষ উন্মাদের মতো দেশবিদেশে ছোটাছুটি করছে। বিদেশে গিয়ে সেখানকার স্থানীয় মানুষ যে কাজ করতে চায় না; তেমন নিম্নমান কাজ লুফে নিচ্ছে। অথচ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ব্যাপারে আমাদের শাসক শ্রেণির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। দুর্নীতি বাড়ে; কিন্তু কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পায় না।

কাজ বাড়াতে হলে বিনিয়োগ চাই। বিনিয়োগের জন্য পুঁজি দরকার। এদিকে আমলাতান্ত্রিক এই রাষ্ট্র যে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করবে তা-ও করছে না। কেননা তারা ঘুষ, দুর্নীতি বোঝেন, কর্মসৃষ্টি বোঝেন না।

আরেকটা মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে। তা হলো বৈষম্য বৃদ্ধি। ধনীকে সে আরও ধনী করে, গরিবকে করে আরও গরিব। বাংলাদেশের গত চুয়ান্ন বছরের ইতিহাস সর্বাধিক বৈষম্য বৃদ্ধির ইতিহাস। একাত্তরের চেতনা যে ঐক্য গড়ে তুলেছিল, বৈষম্য বৃদ্ধি তাকে পদে পদে দলিতমথিত করেছে। ধনীদরিদ্রের বৈষম্য তো রয়েছেই, বৈষম্য বেড়েছে নারী-পুরুষের অবস্থানের ক্ষেত্রেও। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা যখন ভালো করছে, শিল্প ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতি আগের সব মাত্রা অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা বাড়েনি। মর্যাদাও যে বেড়েছে তা বলা যাবে না।

একাত্তরের গৌরব ছিল দেশপ্রেম। সেই দেশপ্রেম এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কারণ পুঁজিবাদী আদর্শের অপ্রতিহত দৌরাত্ম্য। প্রত্যেকেই যদি কেবল নিজের কথাই ভাবেন, তাহলে দেশের কথা ভাববেন কে? কিন্তু ভাবতে তো হবে! দেশ না থাকলে তা আমরা নেই। কেবল যে পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে তা নয়, দাঁড়ানোর জায়গাটিও থাকবে না। আমরা শ্যাওলার মতো ভাসতে থাকব।

ভাবলেই চলবে না, কাজও চাই। সবচেয়ে বড় কাজটা হচ্ছে রাষ্ট্র ও সমাজকে গণতান্ত্রিক করা। কারা করবেন চিন্তাভাবনা এবং যোগ দেবেন এ কাজে? দেবেন তারাই যারা দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক। তাদের সংখ্যা কম নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটি তো একদিনে গড়ে ওঠেনি, তা আছে এবং থাকবেও।

নইলে বিপদ বাড়বে, এখন যেমন বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। বিদ্যমান এই দেওয়া না-দেওয়ার ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অনেক কাজই জরুরি। তবে সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে দেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক করা, তা ভুললে চলবে না।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নেপাল সঙ্কট : সুযোগ নাকি বিপর্যয়?

(৯ পাতার পর)

পর্যন্ত সরাসরি গুলি চালায়। উনিশ জন নিহত হয়। সংসদ ও দলীয় কার্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সরকারি আবাসও রেহাই পায়নি। এটি নেপালের কোন চিরাচরিত রাজনীতির অংশ ছিল না। বরং এটি ছিল এক সামাজিক ভূমিকম্প। প্রত্যেক প্রজন্ম এক সময়ে এসে বুঝতে পারে, তাদের পূর্বসূরিদের রাজনৈতিক সমঝোতা ছিল গভীরভাবে অন্যায্য। নেপালে সেই সন্দেহ এক নিশ্চিত রূপ নিয়েছে। জেনারেশন জেড (আনুমানিক ১৩ থেকে ২৮ বছর বয়সীরা) গণতন্ত্র পেয়েছে নিশ্চিতভাবে, কিন্তু সমৃদ্ধি পেয়েছে মরীচিকার মতো। যুব বেকারত্ব প্রায় ২০ শতাংশে ঘোরাফেরা করছে। প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। রেমিট্যান্স জিডিপির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ; দেশীয় উৎপাদনের চেয়ে প্রবাসীদের ঘামে অর্থনীতি বেঁচে আছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রতিদিনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো দুর্নীতি। "নেপো কিডস" ড় রাজনীতিবিদদের সন্তানরা বিদেশি গাড়ি ও ব্যয় বহুল ডিজাইনের পোশাক পরে সেই সব সামাজিক মাধ্যমেই ছবি দিচ্ছিল, যেগুলো সরকার নিষিদ্ধ করেছিলো। এই বৈপরীত্য কাঠমান্ডুর ক্ষমতার করিডোরে পচনের ডিজিটাল প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা সরকারি পদকে পারিবারিক সম্পত্তি হিসেবে দেখেন, তখন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা তৈরি করা অসম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধকরণ ছিল স্রেফ স্ফুলিঙ্গ নয়, বরং এক বিস্ফোরক। এটি বহু বছরের হতাশাকে কয়েক দিনের তাণ্ডবে পরিণত করেছে। আর রাজ-নীতিবিদদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সেই পুরনো সত্য: রাজনীতিতে আস্থা একবার হারালে, ফরমান দিয়ে তা ফেরানো যায় না।

নেপালের রাজনীতি তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ভারত ও চীনের মাঝে অবস্থানরত দেশটি দীর্ঘদিন ধরেই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দাবার বোর্ডের ন্যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেইজিং কাঠমান্ডুতে আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যেমন অবকাঠামো বিনিয়োগ, দলীয় দ্বন্দ্ব মীমাংসা, বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগ এগিয়ে নেওয়া, ইত্যাদি। ওলি নিজেও এই চীনা সক্রিয়তার সুফল ভোগ করেছেন। কিন্তু বর্তমান সংকট এমন নয় যা বেইজিং সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চীন স্থিতিশীলতা চাইতে পারে, গোপনে দলীয় ঐক্য উৎসাহিত করতে পারে, কিন্তু এই বিক্ষোভ কোনো পররাষ্ট্র নীতির ফল নয়। এটা সীমান্ত, বাণিজ্য বা মহাশক্তির সমীকরণ নয় ড় এটা মর্যাদা, সুযোগ আর জবাবদিহি নিয়ে। আর তা কোনো বাইরের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এটিই হয়তো সান্ত্বনা। নেপালের এই অস্থিরতা, যতই বিপজ্জনক হোক, মূলত দেশীয়; এখনো এটি কোনো প্রক্সি সংঘাতে পরিণত হয়নি। তবু ঝুঁকি গভীর। ক্ষমতার শূন্যস্থান কখনো খালি থাকে না। ওলির পদত্যাগ বজ্রপাত সরিয়েছে, কিন্তু ঝড় নয়। বিক্ষোভ চলছেই। আরও মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। সেনাবাহিনী নাকি পরিস্থিতি "স্থিতিশীল" করতে প্রস্তুত। রাজনৈতিকভাবে অস্থির ইতিহাসের দেশে এই শব্দ বিপজ্জনক ইঙ্গিত।

সামনের সম্ভাবনা নাজুক আশার থেকেও রক্তাক্ত পরিণতি পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের পথে দেশকে নিয়ে যেতে পারে, দুর্নীতি কমাতে পারে, তরুণ নেতৃত্বের জন্য জায়গা খুলতে পারে। কিন্তু সমানভাবে এটি দমন-পীড়নের দিকেও চলে যেতে পারে, যদি ক্ষমতাসীনরা এই বিক্ষোভকে ক্ষণস্থায়ী ভেবে বসেন। একটি ঝুঁকি হলো উগ্রপন্থার জন্ম। শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যদি গুলিতে দমিয়ে দেওয়া হয়, ক্ষোভ রূপ নেয় চরমপন্থায়। নেপালের ইতিহাসে দশকের পর দশকব্যাপী মাওবাদী সংঘাত দেখিয়ে দিয়েছে ড় রাজনৈতিক সহিংসতার প্রজন্মগত মূল্য দিতে হয়। একই সঙ্গে আছে ভূ-রাজনৈতিক সুযোগসন্ধানী সম্ভাবনা। ভারত ও চীন উভয়েই তাদের সীমান্তে স্থিতিশীলতা চায়। নেপাল অস্থিতিশীল থাকলে তারা নিজেদের স্বার্থে হয়তো কোনো পক্ষকে সমর্থন দিতে প্রলুব্ধ হতে পারে।

নেপালের যুব আন্দোলন এখন এক বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ। হংকং, ইরান, চিলি, শ্রীলঙ্কা, এমনকি সাম্প্রতিক বাংলাদেশেও তরুণেরা ইন্টারনেটের সংযোগে একত্রিত হয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক মাধ্যম এখানে সংগঠনের হাতিয়ারও আবার প্রতীকী যুদ্ধক্ষেত্রও। এটিকে নিষিদ্ধ করে নেপাল ঠিক এই কাজটাই করলো যেমন ঝড় থামাতে ছাতাগুলো বাজেয়াপ্ত করা। সমানভাবে শিক্ষণীয় হলো এরপর কী ঘটে। কিছু দেশে, বিক্ষোভ আনে তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার ড় উদাহরণস্বরূপ, চিলে তার সংবিধান নতুন করে লিখেছিল। অন্য কোথাও এগুলো ডেকে আনে দমন-পীড়ন বা রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা ড় যেমন মিয়ানমার বা মিশরে দেখা গেছে। নির্ধারক উপাদান সচরাচর বিক্ষোভের আকার নয়। আসল প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক অভিজাতরা কি সেই ক্ষোভকে ব্যক্তিগত বেঁচে থাকার তাগিদে নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের পথে প্রবাহিত করতে পারে; আর বিরোধী আন্দোলনগুলো কি রাগকে সুসংহত শাসনদৃষ্টিভঙ্গিতে রূপ দিতে পারে। নেপাল এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই দুইমুখী মোড়ে।

প্রায় তিন কোটি মানুষের এই দেশ, ইতিহাসের ভারে ন্যুব্জ, দুই পরাশক্তির মাঝে আটকে থাকায় একমাত্র প্রলোভনই হতে পারে সংকটকে অস্তিত্বগত হুমকি ভাবার। কিন্তু তা নয়। এটি এক সতর্কবার্তা ড় এবং হয়তো এক আমন্ত্রণ। গণতন্ত্র প্রায়শই ধীরে নয়, বরং হঠাৎ, অস্বস্তিকর হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে নিজেদের পুনর্গঠিত করে। গত কয়েক সপ্তাহের রক্তপাত এক ট্র্যাজেডি, কিন্তু হয়তো এটি বহুদিনের অবহেলিত জবাবদিহির মূল্য। বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পুনর্গঠন ড় আস্থা, প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ও জনগণের সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলা। এর জন্য দরকার রাজনীতিবিদদের অটল সাহস, নিরাপত্তা বাহিনীর পেশাদারিত্ব ও বিক্ষোভকারীদের ধৈর্য। আন্তর্জাতিক মহলকেও উচিত নেপালের ভঙ্গুর পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে সাহায্য করা। শেষ পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক নেপালই সবার জন্য মঙ্গলজনক। এখন মূল্যবান যে প্রশ্নটি হলো, নেপালের নেতৃত্ব কি এই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারবে? যদি না পারে, তবে রাস্তাই সিদ্ধান্ত নেবে। আর ইতিহাস তাদের খুব কমই মনে রাখবে, যারা এক প্রজন্মের মর্যাদার দাবিকে সাময়িক ঝামেলা ভেবেছিল।

লেখক : রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

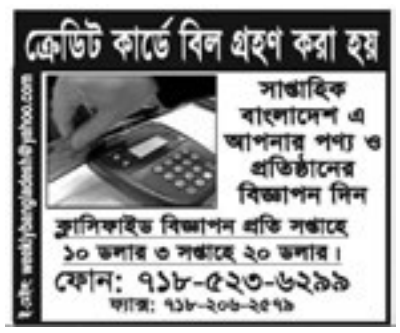
ক্রেডিট কার্ডে বিল গ্রহণ করা হয়
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিন
ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন প্রতি সপ্তাহে ১০ ডলার ৩ সপ্তাহে ২০ ডলার।
ফোন: ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯
ফ্যাক্স: ৭১৮-২০৬-২৫৭৯

Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA

ফোবানা নব নির্বাচিত ষ্টিয়ারিং কমিটির কর্মকর্তাদের প্রতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গিয়াস আহমেদ
চেয়ারম্যান

কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান

ফিরোজ আহমেদ
এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী

সাহাবুদ্দিন সাগর
জয়েন্ট সেক্রেটারী

ওয়াহিদ কাজী এলিন
ট্রেজারার

শুভেচ্ছান্তেঃ হাসানুজ্জামান হাসান
সাবেক মেম্বার সেক্রেটারী ও সাবেক ষ্টিয়ারিং কমিটির সদস্য, ফোবানা

হোম কেয়ার সার্ভিস (CDPAP) নিতে চান?

Bestcare
Home care, your care.

আমরা বাংলায় কথা বলি

PPL & NYS
DEPARTMENT OF HEALTH
অনুমোদিত
CDPAP - FACILITATOR

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

আজই যোগাযোগ করুন - (516) 731-7808

3000 Hempstead Turnpike, Suite 205, Levittown, New York 11756
Email: cdpap@bestcare.com

Nassau	Queens	Bronx	Staten Island	Suffolk	Manhattan	Brooklyn
50 Clinton Street Suite 201 Hempstead, NY 11550	70-50 Austin Street Lower Level 130 Forest Hills, NY 11375	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	60 Bay Street Suite 506 Staten Island, NY 10301	97 West Main Street Bayshore, NY 11706	260 West 36th Street Suite 400 New York, NY 10018	1781 Flatbush Avenue 2nd Floor Brooklyn, NY 11210

sunman express
global money transfer

টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ

DOWNLOAD
MOBILE APP

SUNMAN EXPRESS MOBILE APP

sunmanexpress.com 718-505-2224

NEW YORK SCHOOL OF CAREER EDUCATION INC.

PHLEBOTOMY | EKG | ESL
HHA (HOME HEALTH AIDE)

MORNING, EVENING AND WEEKEND CLASSES

718-297-1400 Office
646-400-4403 Cell
646-420-7156 Dr. Masood, Instructor
90-50 Parsons Blvd., Suite 304, Jamaica, NY 11432
Email: nysceinc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

ওজোন পার্কে কালাম'স বাজারের উদ্বোধন

(শেষ পাতার পর)

ছিল চোখে পড়ার মতো। গ্র্যান্ড ওপেনিং উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী আয়োজন করা হয় ফ্রি ফুড ফেস্টিভ্যাল, যা বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ও স্থানীয়দের আকৃষ্ট করে। একইসঙ্গে মাত্র ১০০ ডলার কেনাকাটায় ২০ হাজার ডলারেরও বেশি প্রাইজমানি জেতার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয় ক্রেতাদের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্যোগে এত বড় পরিসরে একটি গ্লোসারি শপ প্রতিষ্ঠা করা শুধু ব্যবসায়িক সাফল্য নয়, এটি প্রবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও আর্থসামাজিক অবস্থানের ইতিবাচক প্রতিফলন।

কালাম'স বাজারে পাওয়া যাচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা টাটকা শাক-সবজি, ফলমূল, তরিতরকারি, দেশীয় খাদ্যসামগ্রী, মসলা ও চাল-ডালসহ প্রতিদিনের চাহিদার সব উপকরণ। প্রবাসী মুসলিমদের প্রয়োজন মেটাতে রয়েছে সম্পূর্ণ হালাল উপায়ে জবাইকৃত গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগির মাংস। এছাড়া বাংলাদেশি নদী-খাল-বিলের বাহারি প্রজাতির প্রোজেন মাছও পাওয়া যাচ্ছে বাজারটিতে। এছাড়াও পাওয়া যাবে গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী।

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ জানায়, কেবল বাংলাদেশি আমেরিকান নয়, বহুজাতিক গ্রাহকদের চাহিদাও মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে বাজারের পণ্যের তালিকা। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এখানে রাখা হয়েছে অনলাইন অর্ডারের সুবিধা, যার মাধ্যমে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। একইসঙ্গে বড় আকারের গাড়ি পার্কিং সুবিধা থাকায় ক্রেতারা নির্বিঘ্নে ও ঝামেলামুক্তভাবে কেনাকাটা করতে পারবেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিত্যদিনের বাজারজাত চাহিদায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে কালামস বাজার। বাহারি সব দেশীয় পণ্য এক ছাদের নিচে পেয়ে অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাদের মতে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কালামস বাজার কেবল প্রবাসী বাংলাদেশিদের নয়, অন্যান্য কমিউনিটির কাছেও একটি বিশ্বস্ত নাম হয়ে উঠবে। বাংলাদেশী কমিউনিটির সর্ববৃহৎ এই প্রতিষ্ঠানে ৯হাজার বর্গফুট জুড়ে রয়েছে আধুনিক সুপার মার্কেটের সব ব্যবস্থা। ৯৮-০১ লিবার্টি এভিনিউয়ে কালাম'স বাজারে ক্রেতাদের সুবিধার্থে রয়েছে ফ্রি পার্কিং এর ব্যবস্থা। শতভাগ হালাল সামগ্রীর এই বাজারে বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কালাম'স বাজারের পক্ষ থেকে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রেইজিং

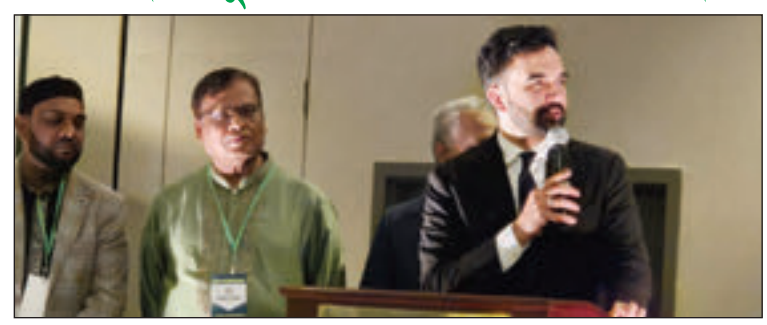

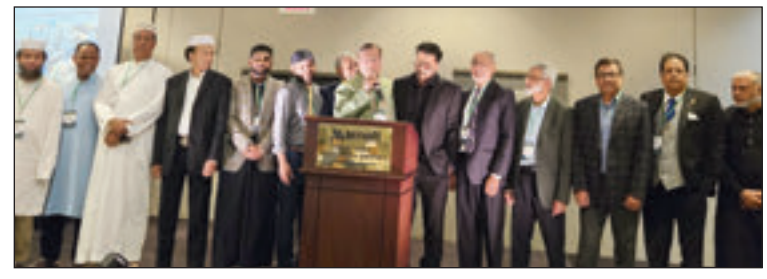

(শেষ পাতার পর)

প্রতিষ্ঠার তিন দশক পরেও এগিয়ে চলছে। সম্প্রতি মূল ভবনটি চতুর্থ তলায় উন্নীত করতে শুরু হয়েছে সম্প্রসারণ কাজ। প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের এই প্রকল্পের নির্মাণ কাজে প্রাথমিকভাবে এক মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। পুরো কাজ সম্পন্ন হতে প্রয়োজন আরো দুই মিলিয়ন ডলার। সম্পূর্নভাবে মুসল্লিদের অনুদানে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জেএমসির সম্প্রসারণ কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। সম্প্রসারণ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিশেষ ফান্ড রেইজিংয়ের আয়োজন করা হয় লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলে গত ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার সন্ধ্যায়। আয়োজিত এই ফান্ড রেইজিংয়ে সাধারণ মুসল্লিসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনীর পেশার শুভানুধ্যায়ীগণ অংশ নেন।

ফান্ড রেইজিংয়ে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন ডেমোক্রেটিক প্রাইমারি বিজয়ী নিউইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জেএমসির ইমাম শামসি আলী। প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি আফতাব মান্নান এর উপস্থাপনায় স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ মাহমুদুর রহমান। ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান ছিলেন শাহারিয়ার রহমান। জেএমসির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাঃ নাজমূল এইচ খান বিস্তারিত আলোচনা করেন সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি প্রসঙ্গে। তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন জেএমসির *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

Shah M. Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396

CALL US NOW:
718-516-3425

A CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | FAX: 646-568-6474 | newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com | 116-33 Queens Blvd Forest Hills, NY 11375 | 78-06 101 Ave, Suit C Ozone Park, NY 11416

ডাকসু নির্বাচন জাতীয় রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের টেস্ট কেস

(৬ পাতার পর)

আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নুরুল হক নূরের কাছে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের শোচনীয় পরাজয় এটাই নির্দেশ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গতানুগতিক দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির গহ্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশকে মুক্ত করতে চায়। সেই কোটা বিরোধী আন্দোলন থেকেই বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনের জন্ম এবং শেখ হাসিনার দেড় দশকের কঠোর ফ্যাসিস্ট শাসনের পতন ঘটেছিল। কোটা আন্দোলনের পর আন্দোলনের নেতারা যেভাবে ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগের প্রতি প্রশাসনের একচ্ছত্র পক্ষপাতমূলক ভূমিকা সত্বেও নূরুল হক নূরের ভিপি পদ ঠেকানো যায়নি। কিন্তু ভিপি হিসেবে নূরকে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে তার স্টেক বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। বর্বর ছাত্রলীগ তাঁকে বার বার ক্যাম্পাসে পিটিয়ে রক্তাক্ত করলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার কোনো বিচার বা প্রতিকারের উদ্যোগ নেয়নি। নির্দলীয় নূরুল হক নূরের কাছে ছাত্রলীগের হারের পুনরাবৃত্তি ঢাকতে তারা আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেয়ার সাহস করতে পারেনি। খুব দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দলীয় সরকারগুলো ডাকসু নির্বাচনকে ভয় পায়। এবারের ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ সামাজিক মাধ্যমে খোলাখুলি মত প্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও রাষ্ট্র শিক্ষার্থীদের দলনিরপেক্ষ প্রতিনিধিত্বকে ভয় পায়। সম্ভবত দেশে একটি নির্দলীয় অর্ন্তবর্তী সরকার থাকায় একই সময়ে ডাকসু, জাকসু, রাকসু ও চাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নির্বান অবাধ ও স্বচ্ছ হলে এসব নির্বাচনের ফলাফল আগামি জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলের উপর বড় ধরণের প্রভাব ফেলতে পারে। যেনতেন প্রকারে কোনো পক্ষের বিজয় জাতীয় নির্বাচনে তাদের জন্য বুমেরাং হতে পারে।

প্রায় সাড়ে ৩ দশক পর দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাড়ম্বরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে। সুপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও লিডারশিপের চর্চা বন্ধ করা হয়েছিল। সেই সাথে প্রতিবেশি দেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার সুযোগ নস্যাতের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িতদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, মাদকাসক্তি, খুন, ধর্ষণ ও মববাজির চক্রে নিপতিত করার মধ্য দিয়ে দেশের ভবিষ্যতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে গলাটিপে হত্যা করার নীল নকশার বাস্তবায়ন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর দেশের দেশের ছাত্র সমাজ অতীতের সে সব ঘৃণ্য হেজিমনিক অপকৌশল থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভারতীয় আধিপত্যবাদী রাজনৈতিক আগ্রাসনে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সব পথ রুদ্ধ হওয়ার পরও এ দেশের মানুষ নিজস্ব অন্তর্গত শক্তিতে বার বার জনগণের অভিপ্রায়ের পুনরুত্থান ঘটিয়েছে। এবারের অভ্যুত্থান পিছিয়ে পড়ার পুরনো ন্যারেটিভগুলোকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলার যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল ডাকসু নির্বাচন যেন সেই ঐক্যে ফাঁটল সৃষ্টি করতে না পারে। ইতিমধ্যে ডাকসু নির্বাচন শেষ হয়েছে। ফলাফল যে পক্ষেই যাক, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারায় দেশকে এগিয়ে নিতে আওয়ামী ফ্যাসিবাদ ও ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী শক্তির অন্তর্গত ঐক্য অটুট রাখা খুবই জরুরি। যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের স্বার্থকে বিকিয়ে দিয়ে দলীয় স্বার্থে আপস করে ভারতীয় আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে আগামি জাতীয় নির্বাচনে তারা পরিত্যাজ্য হবে। শত্রুদেশের মদদপুষ্ট ফ্যাসিবাদী অপশক্তি, দুর্নীতি, অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা দূর করে দেশকে আলোকিত সম্ভাবনার পথে নিয়ে যেতে হলে প্রথমেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গণ ও শিক্ষাকারিকুলামের উপর নজর দিতে হবে। পরিবারের সবচেয়ে মেধাবি সন্তানটি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েটে ভর্তি হয়ে যেন ছাত্র রাজনীতির নামে অপরাজনীতি ও দুর্বৃত্তায়নের শিকার না হয়ে পড়ে, গত তিন দশক ধরে অভিভাবকরা এমন দুশ্চিন্তায় ঘুরপাক খেতো। এবার যেন তার পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হয়েছে।

বিগত ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন ও জুলাই অভ্যুত্থানে সবচেয়ে সাহসী ভূমিকা পালনকারী, মেধাবী, সাহসী ও নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন ছেলে মেয়েরাই এবার ডাকসু নির্বাচনের প্রার্থী হয়েছেন। অন্যন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধারা অনুসৃত হবে বলে আশা করা যায়। সাংগঠনিক অবস্থান ও প্রতিশ্রুতি ও ন্যারেটিভের প্রসঙ্গ বাদ দিলে সম্মুখ সারির ভিপি, জিএস প্রার্থী প্রায় সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী এবং মেধাবি। বিগত স্বৈরাচারি আমলে দলীয় আনুগত্যের মানদন্ডে পদায়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিসিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ টাকায় সিঙ্গারা, সমুচা ও চা খাওয়ানোর জন্য তার বিশ্ববিদ্যালয়কে গিনিস রেকর্ডে নাম লেখানোর দাবি করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, গবেষণা কর্মকান্ড, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, সাফল্য ও গণতান্ত্রিক সহাবস্থানের পরিবেশ নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা ভাবনা ছিল না। তবে প্রতিটি অন্ধকার রাতের পরেই আসে আলোর প্রভাত। যে বুয়েটের মেধাবি শিক্ষার্থীকে রাষ্ট্র লাখ লাখ টাকা খরচ করে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছিল, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির খপ্পরে পড়ে সে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে বিদেশে পালিয়ে গেছে। দুর্নীতি ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা চুরি করে ভারতে পালিয়ে যাওয়া পিকে হালদার যেমন বুয়েটের শিক্ষার্থী ছিলেন, আবার ভারতীয় পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি পোস্ট লিখে ছাত্রলীগের নির্মম পৈশাচিকতার শিকার হয়ে শহীদ হওয়া আবরার ফাহাদও বুয়েটের ছাত্র। যে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ধর্ষণের সেঞ্চুরি উদযাপন করেছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক গোলাম রাব্বানী চব্বিশের জুলাইয়ের আন্দোলনের সময় প্রতিবাদ সমাবেশে আবেগি কণ্ঠে নবারুন ভট্টাচার্যের কবিতা 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' বক্তৃতার মত আবৃত্তি করে লাখো মানুষের সমর্থন ও সমীহ কুড়িয়েছিলেন। এই ডাকসু নির্বাচন থেকে শুরু হওয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেশে গণতন্ত্র ও ইতিবাচক পরিবর্তনের শুভ সূচনা বলে ধরে নেয়া যায়। নির্বাচনের প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন ভারতীয় হেজিমনি ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদ পুনরুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আগমি জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য বিজয়ী দল হিসেবে বিএনপি এবং ছাত্রদলকে এ বিষয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন সকলের জন্য টেস্ট কেস।

ট্রাম্পের শুল্কনীতি ও বাংলাদেশের সুযোগ

(৬ পাতার পর)

২০২৩ সালের তুলনায় মাত্র শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি। এই প্রেক্ষাপটেই ২০২৫ সালের রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ এসে নতুন হিসাব কষতে বাধ্য করেছে শিল্পকে।

২০২৫ সালের এপ্রিলে ঘোষিত নতুন নীতিতে 'বেস' বা সর্বজনীন ট্যারিফ এবং দেশভেদে 'রেসিপ্রোকাল' অতিরিক্ত শুল্কের সমন্বয় দেখা যায়। এর মধ্যে চীনের ৩০ শতাংশ, ভারতের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয় আর বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম শ্রেণিতে ২০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য হয়। ফলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকে কার্যকর মোট শুল্কহার দাঁড়ায় প্রায় ৩৭ শতাংশ (আগের এমএফএন ১৭ শতাংশ + নতুন ২০ শতাংশ)। এই গাণিতিক বাস্তবতা মূল্য-চাহিদা-সরবরাহের সমীকরণকে পাল্টে দিচ্ছে। বাংলাদেশের কস্ট টু আমেরিকান বায়ারর্স তীব্রভাবে বেড়ে গেছে, যা মূল্যসাড়া-সংবেদনশীল সেগমেন্টে ডিমান্ডকে চাপে ফেলতে পারে; আবার একই সঙ্গে প্রতিযোগীদের কারো কারো ওপর আরো উচ্চ শুল্ক বাংলাদেশের তুলনামূলক অবস্থানকে কিছু ক্যাটাগরিতে সুদৃঢ়ও করতে পারে। যেমন : ভারতের (৫০ শতাংশ) ও বাংলাদেশের 'হেড টু হেড' প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে কম ট্যারিফের সুবিধা পাচ্ছে।

অবশ্য, ট্যারিফ পার্থক্যই সবকিছু নয়। ভিয়েতনাম বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বড় সোর্সিং-হাব, যেমন উৎপাদন দক্ষতা, কমপ্লায়েন্স, দ্রুত লিডটাইম, গভীর শিল্প-সরবরাহ শৃঙ্খলা ও বন্দর দক্ষতায় তাদের অগ্রগামিতা আছে। ২০১৮-২১ সময়ে চীনের ওপর সেকশন-৩০১ ট্যারিফ বাড়ার পর ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি শেয়ার কুড়িয়েছে। ২০২৫ সালের রিসিপ্রোকাল ২০ শতাংশ ভিয়েতনাম-বাংলাদেশ উভয়ের জন্য 'লেভেলিং' আনলেও, অপারেশনাল দক্ষতার ব্যবধান থাকায় ভিয়েতনাম এখনো অনেক ব্র্যান্ডের প্রথম পছন্দ। অতএব, বাংলাদেশের ট্যারিফ সুবিধা যদি ভিয়েতনামের তুলনায় সমতা পর্যায়ে থাকে, তবে নন-ট্যারিফ প্রতিযোগিতাগুলোই (লিডটাইম, কোয়ালিটি, কমপ্লায়েন্স, বন্দর ও এনার্জি) নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। এদিকে, তুরস্কের ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত হার থাকলেও তাদের ইউরোপমুখী ভৌগোলিক সুবিধা ট্রেন্ড যুক্তরাষ্ট্রে ততটা প্রযোজ্য নয়; ফলে মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ তুলনামূলক কম। চীনের ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক, বিদ্যমান শুল্কসহ তাদের খরচ আরো বাড়িয়েছে। এই জটিল পটভূমিতে বাংলাদেশের জন্য সুযোগ হলো ভারত থেকে ফ্রি হওয়া কিছু অর্ডার 'ক্যাপচার' করা; চীন ও ভিয়েতনামের উচ্চমার্জিন কাজের বাইরে 'ভ্যালু-মিড' সেগমেন্টে প্রাইস-কোয়ালিটির ভারসাম্য দিয়ে প্রবেশ জোরদার করা। তবে সতর্কতা হলো, বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এমএফএন বেস-হার ভিন্ন, তার ওপর দেশভিত্তিক অতিরিক্ত হার বসে। তাই প্রোডাক্ট-মিক্স বদল করে 'ইফেকটিভ ট্যারিফ' কমানোর কৌশল প্রাসঙ্গিক।

শুল্ক বাড়লে আমদানিকারকের খরচ বাড়ে। তবে, কখনো রিটেইলার নিজে খরচ শোষণ করে, কখনো দাম বাড়িয়ে কনজিউমারের ওপর চাপায়, কখনো সোর্সিং দেশ বদলায়। ইতোমধ্যে অনেক বড় রিটেইলাররা ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ট্যারিফের কারণে দাম কিছুটা বাড়ানোর কথা বলেছে; ফলে লো-মিড ভ্যালু সেগমেন্টে ডিমান্ড কিছুটা সংকুচিত হতে পারে। ২০২৫ সালের শুরুতে বাংলাদেশ-মার্কিন পোশাক রপ্তানি আগের বছরের তুলনায় ২৬ শতাংশ বেড়েছিল। এতে প্রমাণিত হয়, নীতিঝাঁকুনির মধ্যেও আমেরিকান বায়াররা বাংলাদেশের ব্র্যান্ডগুলোর সক্ষমতা যাচাই করে নতুন অর্ডার দিয়েছে। তবে জুলাই-অগাস্টে উচ্চ ট্যারিফ রেজিম স্থায়ী হওয়ার পর অর্ডার বুকিংয়ের গতি পরবর্তী কোয়ার্টারগুলোয় পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে।

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে আনুমানিক ৩ হাজার ৫০০ কারখানা সক্রিয়, যেখানে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত। তবে ২০২৪-২৫ সময়ে কিছু কারখানা বন্ধ-খোলা মিলিয়ে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে; ফলে ৯৬ হাজারের বেশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য এসেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের চাহিদা থাকলে দ্রুত লাইন-শিফট বাড়িয়ে জোগান বাড়ানোর রেকর্ড যেমন বাংলাদেশের রয়েছে, তেমনি শক এলে সংকোচনও করতে পারে। পাশাপাশি ডিজিটাল ম্যাপিং অনুসারে দেশের কারখানার মধ্যে মাত্র ২ হাজার ৭২০টি বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত; অন্যরা সদস্যভুক্তির না হওয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খলায় স্বচ্ছতার প্রশ্ন তোলে। যদিও বাংলাদেশ সরাসরি কোনো লক্ষ্যবস্তু নয়, তবু আমেরিকার রিটেইলাররা কমপ্লায়েন্স ডকুমেন্টেশনে যথেষ্ট কঠোরভাবে নজর দিচ্ছে।

২০২৪-২৫ জুড়ে গ্যাস-প্রেশার কমে যাওয়ায় ৬-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত লোডশেডিংয়ের রিপোর্টে শিল্প উৎপাদন ২০-৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ার অভিযোগ এসেছে, ফলে ব্যাকআপ জেনারেশনে ডিজেল এবং এলপিজি ব্যবহারে খরচ খরচ বেড়েছে। এনার্জি রিলায়েবিলিটি কমলে লিডটাইম রিস্ক বাড়ে, যা শুল্ক-পরবর্তী উচ্চ-খরচ এনভায়রনমেন্টে বায়ারদের জন্য 'ডাবল হিট'। ফলে, নিশ্চিত ক্রয়ের আদেশ থাকা সত্ত্বেও সময়মতো শিপ না করতে পারলে জরিমানা বা ক্রয় আদেশ বাতিলের ঝুঁকি থেকে যায়। চট্টগ্রাম বন্দরে দীর্ঘদিনের পণ্য রপ্তানি পণ্যের খালাস ও লোডে বিলম্ব হতো। ২০২৫ সালে সরকার এ সময় তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে এনেছে, ফলে পণ্যের খালাস ও লোডে অনেক উন্নতি দেখা যাচ্ছে, তবে স্থিতিশীলতা জরুরি।

বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিজিএমইএর তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি ছিল সাড়ে ৪৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৮ দশমিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় সাড়ে ৪৮ বিলিয়ন হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে ২০২৪ সালে আরএমজি ভ্যালু ৩৮ বিলিয়ন থেকে ৩৬ বিলিয়নে নেমেছে, যা মূলত চাহিদা, মূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত প্রতিফলন। ২০২৫-এ ফিরে 'মডেস্ট রিকভারি' দেখা গেলেও, নতুন শুল্ক-রেজিম দীর্ঘস্থায়ী হলে সেই রিকভারি টেস্টের মুখে পড়বে। দ্রুত স্কেল-আপ করতে পারা বাংলাদেশের ঐতিহ্য, তবে এখনকার এনার্জি-লজিস্টিক্স চ্যালেঞ্জ ও ওয়ার্কিং-ক্যাপিটাল খরচ স্কেল-আপে অন্যতম বাধা। তবু বাস্তব চিত্র হলো ভারতের ৫০ শতাংশ শুল্কের ফলে যদি সে দেশের ক্রয় আদেশ পরিবর্তন করে ভিন্ন কোনো দেশে দেয় এবং যদি বাংলাদেশ সেই 'ডাইভার্টেড ভলিউমের' একটি অংশগ্রহণে সক্ষম হয়, সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক বাড়তি ক্রয়াদেশ পাবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে ২৬ শতাংশ ইউএসের পণ্যক্রয়ের চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ফলে ক্রেতারা টেস্ট-অর্ডার দিয়ে ক্যাপাসিটি যাচাই করছেন; কনসিসটেন্ট ডেলিভারি দিতে পারলেই বাংলাদেশের স্কেল-আপ সম্ভব।

মার্কিন শুল্ক বাড়লে বায়ার সাধারণত দামের একটা অংশ ক্রেতার ওপর চাপায় অর্থাৎ রিটেইল প্রাইস বৃদ্ধি করে; সাপ্লায়ারের মার্জিন কমাতে চাপ দেয়; সোর্সিং দেশ বদলায়। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি থেকে মার্কিন রিটেইলাররা শেয়ারহোল্ডার গাইড্যান্সে স্পষ্ট করেছে, ট্যারিফের কারণে গ্রস মার্জিন ৫০-১০০ বেসিস-পয়েন্ট ক্ষয়ে পড়তে পারে এবং এর একটি অংশ খুচরা মূল্যের ওপর পড়বে। ভারতের ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত ট্যারিফে বাংলাদেশের তুলনামূলক শুল্ক-অ্যাডভান্টেজ তৈরি হয়েছে।

ভিয়েতনামের সঙ্গে একই ২০ শতাংশ শুল্ক হারে ধরে নিলে, পণ্যের কোয়ালিটি, কমপ্লায়েন্স এবং লজিস্টিকসে যে গ্যাপ আছে, সেটিই ফল নির্ধারণ করবে। চীনের ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত থাকা সত্ত্বেও কিছু ক্যাটাগরিতে তাদের ভের্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ হবে। অতএব, বাংলাদেশ যদি উচ্চ শুল্ক আইটেমের এক্সপোজার কমিয়ে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন পণ্যে নজর দেয়, তাহলে বাংলাদেশ সুবিধা পেতে পারে।

কারখানার মেশিনারি ধারাবাহিক শক্তি চায়। ২০২৪-২৫-এ বহু অঞ্চলে দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা লোডশেডিং এবং গ্যাস-প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে অনেকে ডিজেলচালিত কারখানায় গিয়েছে, ফলে খরচ ৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এ অবস্থায় বড় বায়াররা 'লিডটাইম অথবা রিস্ক-প্রিমিয়াম' যোগ করে অর্ডার অন্যত্র দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিল্প-এলাকাভিত্তিক ডেডিকেটেড সাবস্টেশন বা মাইক্রোগ্রিড স্থাপন; গ্যাস-প্রেশার মনিটরিং; রুফটপ সোলার এবং স্টোরেজের স্কেল-আপে করছাড় এবং সফট লোনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের কম লোডের সময় টাইমে ডাইং-ফিনিশিং করা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাধান করে যেতে পারে। চট্টগ্রামে সাম্প্রতিককালে বার্থিং ডিলে কিছু উন্নতি হলেও, কনসিসটেন্ট হতে হবে। একদিকে ট্যারিফে খরচ বৃদ্ধি, অন্যদিকে বন্দরে বিলম্বের ফলে মার্জিনে চাপ সৃষ্টি হবে। এর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পোর্টের কার্যক্রম আধুনিকায়ন করে সার্ভিস ক্ষমতা অপ্টিমাইজ করা; রাতের শিফটে কাস্টমস-পোর্ট সার্ভিস বাড়ানো এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম লাইনে শাটল-ট্রেন-স্কিম দ্রুত চালুকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্ববাজারে কটনের পাশাপাশি মনুষ্য তৈরি ফাইবার (এমএমএফ) যেমন পলিয়েস্টার, ভিসকোজ এবং স্প্যানডেক্সের ডিমান্ড বাড়ছে। বাংলাদেশে এই ক্যাপাসিটি তুলনামূলক সীমিত। কারণ, ফাইবার, ইয়ার্ন, ফেব্রিক, ডাইং এবং প্রিন্টিংয়ে ইনভেস্টমেন্ট গ্যাপ আছে। শুল্কের ক্ষেত্রে 'ম্যান-মেড' ক্যাটাগরির মোস্ট ফেওয়ার্ড নেশন (এমএফএন) প্রায়ই বেশি। সুতরাং প্রোডাক্ট-ইঞ্জিনিয়ারিং করে 'লোয়ার শুল্ক ব্যাসকেট'-এ শিফট গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য এমএমএফ স্পেশাল ইকোনমিক জোনে ট্যাক্স হলিডেসহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ডে দ্রুত অনুমোদন এবং ইউএস ও কানাডার অরিজিন কটন-ব্লেন্ড ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ সৃষ্টি করতে হবে। সুদের হার, ডলার-টাকা ভ্যারিয়েশন, ইনপুট খরচ; সব মিলিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল চক্র লম্বা হচ্ছে। সুতরাং এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি-এনহান্সড কভার; রিলেন্স অর্ডারে প্রি-শিপমেন্ট ফাইন্যান্সিং এবং ঋণের খরচ কমানোর বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রম কমপ্লায়েন্স ডেটাবেস তৈরি করতে হবে, কারণ কারখানা-ডেটাবেস অসম্পূর্ণ হলে বায়াররা আস্থা রাখে না। বাজার ও পণ্যবৈচিত্র্য আনতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক বাড়লে ইংল্যান্ড, জাপান, কানাডা, মধ্যপ্রাচ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার মার্কেট ধরার চেষ্টা করতে হবে। শিল্প এলাকায় ২৪/৭ রিলায়েবল পাওয়ার, গ্যাসের জন্য ডেডিকেটেড ফিডার, রিয়েল-টাইম মনিটরিং, শিডিউলড ইন্টারাপশন এবং রুফটপ সোলার-স্টোরেজে ভ্যাট বা ডিউটি ছাড় দিয়ে সফট লোনের ব্যবস্থা করতে হবে। চট্টগ্রাম কাস্টমসে 'প্রি-অ্যারাইভাল প্রসেসিং', ই-ডকুমেন্টেশনের ব্যবস্থা, রাতের শিফটে ম্যানপাওয়ার; গিয়ারলেস ভেসেলে তিন-ছয় দিন বিলম্ব এক-তিন দিনে নামানোর টার্গেট করতে হবে।

তবে মার্কিন রিটেইলারদের মূল্যবৃদ্ধি ও মার্জিন চাপ 'ভলিউম-মিক্স' বদলাবে; সোর্সিং ঝুঁকি কমাতে তারা বহুমুখীকরণে যাবে, যেখানে বাংলাদেশ সুবিধা নিতে চাইলে 'অনটাইম-ফুলকোয়ালিটি-ডেলিভারি'কে শূন্য-সহনশীলতায় নামাতে হবে। বিদ্যুৎ-গ্যাসের স্থিতিশীলতা, চট্টগ্রাম বন্দরের ধারাবাহিক দক্ষতা, এমএমএফ-ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ, ফাইন্যান্সিং খরচ এবং ট্রেসেবিলিটি ও কমপ্লায়েন্সে একসঙ্গে ও দ্রুত অগ্রগতি ছাড়া শুল্কের চাপের প্রভাব পুরোপুরি শোষণ করা কঠিন। এর জন্য এই মুহূর্তে টেক্সটাইল শিল্পকে শক্তিশালী করে কাঁচামালের ওপর আমদানিনির্ভরতা কমানো; শ্রমশক্তিকে আধুনিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা এবং রপ্তানি অবকাঠামো যেমন বন্দর ও পরিবহনব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে হবে।

সবশেষে বলা যায়, ট্রাম্পের করছাড় নীতি বাংলাদেশের জন্য এক 'অপরচুনিটি উইন্ডো' তৈরি করেছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ২০২৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মোট গার্মেন্টস রপ্তানি ৬০ বিলিয়ন ডলারের গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে, যার এক-তৃতীয়াংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসবে। অন্যথায় অব্যবস্থাপনা ও সংস্কারের ঘাটতিতে এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে আর বাংলাদেশ প্রতিযোগিতার মঞ্চে ভিয়েতনাম ও মেক্সিকোর কাছে পিছিয়ে পড়বে। বাংলাদেশের পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ তাই মূলত নির্ভর করছে আজকের নীতিনির্ধারণকারীদের দিকনির্দেশনা, দূরদর্শিতা ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর। সুযোগ এখনো আমাদের হাতের মুঠোয়। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই সুযোগ ধরতে প্রস্তুত।

লেখক : অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট।

বদরুদ্দীন উমর নিজ বিশ্বাসের সঙ্গে

(৮ পাতার পর)

পাইনি। তিনি বললেন, 'না এনে ভালো করেছেন। বন্ধুরা কেউ বিদেশ থেকে এলে গিফট করে যায়। এখনো ছয় মাসের স্টক আছে।' মিষ্টি পছন্দ করতেন। আর এ বয়সেও পড়াশোনা করতেন প্রচুর।

বদরুদ্দীন উমরের অনুযোগ ছিল, অনেক প্রকাশক তাঁকে ঠকিয়েছেন। আমাকে খোলাখুলি বলেছেন, নাম ধরে ধরে। আমার বইয়ে সেসব উল্লেখ করেছি।

শেখ হাসিনা তাঁর ওপর খুবই ক্ষিপ্ত ছিলেন। কারণ, উমর বলতেন, প্রথম পর্যায়ে ১৯৪৮ সালে পাঁচ দিন জেলে থাকা ছাড়া ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের কোনো ভূমিকা নেই। এ ধরনের কথা হাসিনার পক্ষে হজম করা সম্ভব ছিল না। উমর এতটাই জানতেন যে হাসিনা তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস পাননি। সহ্য করে গেছেন। যা উমর কখনো কারও কাছে বলেননি, তাঁর অনেক কিছুই আমাকে বলেছেন। সময় ও সুযোগ পেলে সেসব প্রকাশ করব।

দাপটের সঙ্গে একটা জীবন কাটিয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, তিনি অহংকারী। তাঁর তো তেমন ধন-সম্পদ নেই। ব্যাংকার স্ত্রীর চাকরির সুবাদে মীরপুরের রূপনগরে ছোট একটা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। মাথার ওপর ছাদ ছিল। আর ছিল জ্ঞানের, পাণ্ডিত্যের অহংকার। এটা থাকতেই পারে।

আমরা কাউকে বড় করে তুলতে তাঁর নামের সঙ্গে অনেক বিশেষণ যুক্ত করি। বদরুদ্দীন উমরের ক্ষেত্রে এটার দরকার হয় না। তিনি লিজেন্ড, সাহসী, বিদ্রোহী, এসব বলে কী হবে। তাঁর বইগুলোই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। প্রশ্ন হলো, মূর্খের দেশে প্রবন্ধকারের জীবন খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তিনি এখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আমার প্রার্থনা, তাঁর সাহসের কিছুটা হলেও যেন আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। আমি সেটাই আগলে ধরে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব আর স্মরণ করব তাঁকে।

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ Weekly Bangladesh
Weeklybangladeshusa.com

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372

(718) 478-7000 ; (347) 652-9500

Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

House for sell Jamaica Queens

Three family house 5 beds, 3 full baths, 2 half baths, finished basement, car garage and driveway. Close to all transportation and groceries. House price 980k.
Queens village one family house 3 beds, 2 full baths, huge finished basement, car garage and driveway.
Close to all transportation and groceries.

House price 730k.

Please call: 917-593-9311

Security Camera

Security Camera | Total Cable "Reliable, Affordable!" | Clear Cable clearTV | Computer Sale & Repair | Printing Neon Signs OPEN

Remote system view from any where

Security Door Bell = $ 400
4 Camera Full Set = $ 900.00
8 Camera Full Set = $ 1200.00
1 year limited warranty

Remote system view from any where

Tel: 941-822-3090
347-567-6560

Digital Security System & Networking Inc.

167-09 Hillside Ave. 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
letuchowdhury2009@yahoo.com

একটি বাংলাদেশী বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এখন অনলাইনে ব্রাউজ করুন

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

Weeklybangladeshusa.com

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

Jamaica apartment for rent

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 2 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen , monthly rent $1600.00 included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working couple. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are interested than contact at **718-322-1488.** Please Call between 10am to 10pm.

A Jamaica apartment with two separate rooms and a full kitchen is available for rent for $1600 per month, including utilities, and is suitable for a working couple.
Note: Call Nilufar Khan if interested in the apartment (718-322-1488)

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক এবং 'F' ট্রেন হিলসাইডের সন্নিকটে ২ বেড, কিচেন, বাথ, লিভিংসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **347-255-4846, 347-259-2954** বি-১৩-১৪

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি এভিনিউ সংলগ্ন, ব্র্যান্ড নিউ সেমি-বেসমেন্টে ২ বেড, সেপারেট বাথ, কিচেন, বিরাট ড্রয়িং ও ডাইনিং স্পেস আগামী ১ অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২ বি-১৪-১৬

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হলিসে ৯০-৬৯ ২০৫ স্ট্রিটে নিউ রেনোভেশন ১ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ এই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। গ্রোসারি, কিউ ৪৩. কিউ ০১ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এবং কিউ ১১০, কিউ ৭৭ এক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৯২৯-৪০০-৯১৫৪, ৯২৯-৩৬৫-৯৫৫৮
বি-১৪-১৬

২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া

হিকসভিলে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট অক্টোবর ২০২৫ থেকে স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলরে কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **347-657-3454, 929-278-4433**
বি-১৪-১৫

বেসমেন্টে ১ রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৫ স্ট্রিটে বেসমেন্টে ১টি রুম একজন ব্যাচেলরের কাছে অক্টোবর ২০২৫ থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **347-657-3454, 347-319-1714**
বি-১৪-১৫

বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৯ হিলসাইড থেকে ২ ব্লক, মেফিল্ড রোড জ্যামাইকায় বেসমেন্টে এক বেডরুম, কিচেন, এক ফুল বাথরুম ভাড়া হবে। একজন বা দুইজন মহিলার কাছে। ভাড়া ১২০০.০০ ডলার। যোগাযোগ : **347-553-5432**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ইনউড স্ট্রিটে নতুন বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং ভাড়া হবে। গ্যাস, হিটিং বিল ছাড়া ভাড়া: ৩৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৫৩-৫৪৩২
বি-১১-১৩

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউয়ে দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া: ২৫০০ ডলার, যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৫৪৮৩
বি-১১-১৩

House for Rent

1. 3 bed 2 bath living dining, Remington St & 9th Ave
2. 3 bed 2 bath Parking, Close to Hillside Ave,
3. 1 bed 1 bath living 221-13 106th Ave
4. Semibasement 1 bd 1 bath, living 9028 186th St
5. Basement 3 bd 1 bath Close to A Train
6. 3 bd 2 bath 107-36 Walthham St
7. 4 bd 2 bath 2nd flr 176th St & 109th Ave
8. Basement 1 bd bath Close to 169th At & Hillside Ave
9. 4bd 2bath living 1st flr, Parsons Blvd & Hillside Ave
10. Basement 3 bd 1 bath 195th Pl & Hillside Ave (Empty)
11. 2bd 1 bath living 2nd flr
12. 2 bd 1 bath 1st flr 204 St $2000
13. 3bd 2 bath living $3000
14. 2bd 2bath living, balcony 175th St & Hillside
15. Semibasement 1bd 1bath living 179th St close to subway
16. Studio 2nd flr 51 Ave Elmhurst, close to subway
17. Basement 1 bd 1bath living 87-31 143rd St
18. Basement 3bd 1bath Parsons Blvd & Hillside Ave
19. Semi-basement 2bd 1bath 189th St & 104th Ave
20. East Elmhurst 3bd 1bath $3000
21. 3bd + Attic 1.5bath 89-05 145th St Flr
22. Woodside 2bd 1bath 1st Flr 69th St & Roosevelt Ave
23. 4bd 2bath 1bath balcony living dining, 196th St & Jamaica Ave, 3rd flr
24. Sunnyside/woodside Studio, close to 7 Train, $1500
25. 3bd 2bath living, Jamaica Center, E Train
26. 2bd 1bath $2500 including, 187th St & 87th Ave (call after 4:00PM)
27. 3bd 2bath living balcony, 2nd flr, 106-08 180 St
28. 3bd 1bath living 177-22 106th Rd, $3000
29. 4bd 1bath 1st & 2nd flr +basement 2bd, 153 Arlington Terrace
30. 2bd 1.5 bath 1st flr; 3bd 2 bath 2nd flr; 3bd 2bath 3rd; 2bd 1bath; 3bd 2bath; 185th &90th Ave
31. 3bd 1bath living $2500, Liberty & Merrick Blvd
32. 3bd 1bath living, 138 St & Hillside Ave
33. 2bd 1bath living 1st flr, 161St & 84th Ave
34. 1bd Apartment, 201st St & Hillside Ave
35. 3bd 2bath living dining Inword St & 130 Ave 2nd flr
36. Ibd apartment 2nd flr 121 St & Leffers Blvd
37. 3bd 1.5bath living 187th St & Hillside Ave
38. 3bd 2bath living dining 106-14 155th St
39. 2bd 1bath dining 92-05 Vanderveer St
40. Basement 2bd 1bath 169th St & 84 St
41. 3bd 2bath living dining 2nd flr, close to E train, from Jamaica Center
42. 1bd apartment 172 St & 109 Ave
43. 2bd apartment, Sutphin Blvd & 97the Ave
44. 3bd 2bath living, dining 167 St & 109 Ave
45, Woodside 1bd Apartment

Mohammad Salim Reza, Realtor

929-393-7331

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি, ক্যাপ্টেন টিলি পার্ক এবং 'F' ট্রেন হিলসাইডের সন্নিকটে একটি রুম শেয়ারে থাকার জন্য ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **347-255-4846, 347-259-2954** বি-১৩-১৪

রুম ভাড়া

Jamaica Hillside Ave and 169 Street, close to `F' Train Subway Station প্রাইভেট বাড়ির একটি সুন্দর রুম একজন মেয়ে/মহিলার কাছে চলতি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-445-1108 বি-১৩

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইডের কাছে ১৬৮ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে একটি রুম একজন কর্মজীবী ছেলে/মেয়ের কাছে আগামী অক্টোবর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-264-2511, 347-553-1618
বি-১৪-১৬

আবশ্যক

Help Wanted

Seeking organized office adminstrative assistant. Experienced in Quickbookor any invoicing software, Hours: Monday-Friday; Phone: 917-355-3676
বি-১১-১৩

আবশ্যক

রুটি বানানোর জন্য মহিলা আবশ্যক। ক্যাশে পে করা হবে। **যোগাযোগঃ 212-392-5797**
বি-০৮-১০

আবশ্যক

শুধুমাত্র শনি ও রবিবারে ফার্ম থেকে ফসল তোলার জন্য লোক আবশ্যক। রাত্রে ফার্মে থাকতে হবে। ক্যাশে পে করা হবে। যোগাযোগঃ
845-320-2356
বি-০৮-১০

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পার্শ্বে ১৯৬৯ সনে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার-মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগঃ মোহাম্মদ খাঁন।
ফোন: **718-786-5168, Email: nazrul208165@gmail.com** ।
বি-২৩-।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

আবশ্যক

একটি ছেলের দেখাশোনার জন্য আবশ্যক

কুইন্স এলাকায় একটি বন্ধুসুলভ অটিস্টিক ছেলের জন্যে Respite কাজের মানুষ প্রয়োজন। যোগাযোগ: 718-291-7723.
বি-৪৭-৪৯

WANTED : Looking for a respite worker in Queens area for very friendly child with autism.
Interested persons are requested to contact **718 291 7723.**

ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করি

আমি মো: ওয়ালিউল্লাহ, ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে অত্যন্ত দক্ষ। সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি। **যোগাযোগ: মো: ওয়ালিউল্লাহ; ফোন: ৯২৯-৬৩৬-৬৮১৬**
বি-১৫-১৮

ব্যাবসায়িক পার্টনার আবশ্যক

ফার্মে মুরগি বা ছাগল পালনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যবসায়িক পার্টনার আবশ্যক। পার্টনারকে অবশ্যই ফার্মে থেকে মুরগি বা ছাগল পালতে হবে। আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন:
(212) 392-5797

দোকান বিক্রি স্পেস ভাড়া

পারসন্স বুলেভার্ডে 'এফ' ট্রেন সংলগ্ন একটি বড় দোকানের একটি অংশ যে কোনো বড় ব্যবসা করার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে, অথবা সম্পূর্ণ দোকান বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: **718-564-7121** বি-৩৫-৩৭

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Free Market Analysis
Professional Photography
Shorter Days on Market
Sell for Top Dollars

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

IT and Computer System Administrator Wanted

IT and Computer System Administrator (full time) required for Ritecare Medical Office P.C in 196 22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423, Call:**917-399-2374 or email drhossain2014@gmail.com,** $105019 annual salary ($50.48p/hr). Must have Bachelor's (C.S.) & 12 months of experience and know Bengali, Hindi and Urdu. Duties include analyze business, data processing, user requirements, procedures, review computer system capabilities, research tools, create/maintain database of clients, implement SEO promote marketing, overlook desktop/ mobile app for appointments, medical records, billing etc."

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় 'এল' ব্লকে ৩ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭৫০-৯৬৭৮, ৭১৮-৩৩৫-৬৭০৮
ইমেইল: azadpjournalist123@gmail.com

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ: **347-335-9887**

বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ : **৯১৭-৫৯৩-৯৩১১**

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে।
যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: naserllc@yahoo.com**

বি-২৪-২৭

বাসাবোতে অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়

ঢাকার ১৩ নং দক্ষিণ বাসাবোতে সদ্য নির্মিত বাড়ির ৬ তলায় ১৩০০ বর্গফুটের ৩ বেডরুম, ৩ বাথরুম, ২টি বারান্দাসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় হবে।
যোগাযোগ: **৯১৭-৫২৬-৯৪৭৫**

বি-২৪-২৬

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

পাত্র-পাত্রী চাই

আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

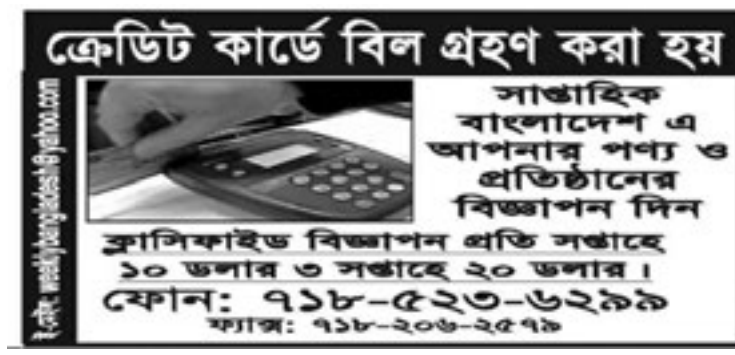

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]

হাফেজ মওলানা শামসুল আলম

৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।

যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

মাহফুজুর রহমান আদনান

সিইও, হযরত শাহজালাল রহ. ভেরিয়াস সার্ভিস

mahfuzadnan.usa@gmail.com

অফিস ঃ 9293300588
সেল ঃ 9292618340

আমরা ফুড ষ্টাম্প, ক্যাশ এসিসটেনস, পাবলিক এসিসটেনস, হোম কেয়ার, মেডিকেইড-মেডিকেয়ার প্রসেসিং সহ অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস সেবা অত্যন্ত যত্ন ও বিশ্বস্থতার সাথে প্রদান করে থাকি।

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি। ■ HEALTHFIRST

■ WELLCARE ■ HUMANA ■ AETNA ■ UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

মোহাম্মদ তুহিন
Lic. Insurance Agent

(718)310-0413
nymedicare@aol.com

NO UP FRONT- NO DOWN PAYMENT
NO ELECTRIC BILL HASSELS
GET SOLAR POWER
AT YOUR HOME

ACCORDPOWER
Green Solutions and Investments

আমরা বাংলায় কথা বলি
আপনার প্রয়োজন
আমাদের প্রচেষ্টা

130-30 31st Ave #707
Flushing, NY 11354

www.accordpowerinc.com

M +1 347 476 9749
CONTACT: LUTFUR RAHMAN
E Lutfur@AccordPowerInc.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

জব হেল্প! জব হেল্প!!

- পোষ্ট অফিস জব, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট এজেন্ট, স্কুল সেফটি এজেন্ট, পুলিশ অফিসার, কারেকশন অফিসার এবং এমটিএ জব সহ আমেরিকার সব ধরণের সরকারী জব-এর এপ্লিকেশন এবং পরীক্ষায় পাশ করার জন্য হেল্প করা হয়।
- পোষ্টাল (United State Postal Service) জব একটি ফেডারেল জব। এই জব-এ সকল প্রকার সরকারী সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। খুব সহজে এবং অল্প সময়-এ এই জব পাওয়া সম্ভব।
- জব না হওয়া পর্যন্ত আমরা আনলিমিটেড সাহায্য করে থাকি।
- আমাদের লক্ষ্য একটি সঠিক জব পেতে আপনাকে সাহায্য করা। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

ফোন:৩৪৭-৪৫৯-০৫৪৫ (মন্ডল) (By Appointment Only)
Microsoft Certified System Engineer and
A Plus Certified Professional এবং সরকারী জব এ কর্মরত
৩৩-২৪ ৭৭ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক।

Hillside Multi Services Inc.
হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
* ফিনান্সেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১২০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর
WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

Captain Mahfuzul Haque

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা পিলই খোলা খরচ টাই যেতে হাত টাই

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1217 Liberty Avenue, Brooklyn, NY 11208

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Thursday
11 September 2025
বৃহস্পতিবার
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

নিউইয়র্ক সিটি মেয়রপ্রার্থী জোহরান মামদানি ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ।

চার লক্ষাধিক ডলার সংগৃহীত
জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ফান্ড রেইজিং

বাংলাদেশ রিপোর্ট: জেএমসির ভবন সম্প্রসারণ কাজের জন্য বিশেষ ফান্ড রেইজিংয়ে ৪ লক্ষাধিক ডলার সংগৃহীত। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটিতে অভিজ্ঞতা ছাড়াই ঘণ্টায় ১৭ ডলারের চাকরি

চাকরির খবর

নিউইয়র্ক: খাদ্য ও পানীয় শিল্পের কোম্পানিটি দিচ্ছে ৬৫ হাজারের বেশি টিমমেট এবং ৪০টির বেশি *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

ড্রামের ফান্ড রেইজিংয়ে জোহরান মামদানি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারিতে আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন। যে কারণে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটসে হেরিটেজ মেলার উদ্বোধন করছেন অতিথিরা।

জ্যাকসন হাইটসে বর্ণাঢ্য হেরিটেজ মেলা

নিউইয়র্ক : জ্যাকসন হাইটসের ৭৫ স্ট্রিটে হেরিটেজ মেলার আয়োজন করা হয় গত ৭ সেপ্টেম্বর। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন এবং ফাহাদ সোলায়মানের আয়োজনে মেলায় উপস্থাপন করা হয় বাংলাদেশকে। মেলায় পড়ন্ত বিকালে ছিল মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। সাংস্কৃতিক *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

কুইন্সে প্রবীণ দম্পতিকে হত্যার পর বাড়িতে আগুন

ঘাতক

বাংলাদেশ রিপোর্ট: গত সোমবার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের এক বাড়িতে এক প্রবীণ দম্পতিকে হত্যার পর বাড়ি লুণ্ঠনের পর অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। নিহতদের নাম ফ্র্যাঙ্ক ওলটন (৭৬) ও মওরিন ওলটন (৭৭)। পুলিশ জানিয়েছে, *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

নিউইয়র্কে আতিফ আসলাম জমজমাট শো

নিউইয়র্ক : তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আতিফ আসলামের নাচে-গানে মুগ্ধ হলো নিউইয়র্ক প্রবাসী। গত ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার বাংলাদেশি *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

ওজোন পার্কে কালাম'স বাজারের উদ্বোধন

ফিতা কেটে ওজনপার্কে কালাম'স বাজারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্কের ওজোন পার্কের লিবার্টি এভিনিউতে বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন সু-পারমার্কেট 'কালাম'স বাজার' এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্নে ফিতা কেটে এ বাজারের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কেবল বাংলাদেশি প্রবাসী নয়, অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষের অংশগ্রহণও *(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)*

গরীবের ইলিশ মাছ

কাজী জহিরুল ইসলাম : ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের একটি ঘটনা বলি। রাত পৌনে আটটা বাজে। আমার সঙ্গে গাড়ি নেই। আসলে আমি ইচ্ছে করেই আজ গাড়ি নিইনি। চাইছিলাম রিক্সায় চড়ে সেই পুরনো দিনগুলোতে ফিরে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

ভয়াল নাইন-ইলেভেনের ২৪ বছর পূর্তি

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইতিহাসের বিভীষিকাময় দুনিয়া কাঁপানো নাইন ইলেভেনের ২৪ বছর পূর্তি আজ (বৃহস্পতিবার)। *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

গোল্ডেন এজ হোমকেয়ারের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

বক্তব্য রাখছেন শাহনেওয়াজ।

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে যথাযথ মর্যাদায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপিত হয়েছে। বাংলাদেশি মালিকানাধীন জনপ্রিয় হোমকেয়ার *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত তারেক আরিফুল ইসলাম

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অভিজ্ঞ কূটনীতিক তারেক মো. *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

নিউইয়র্কের সহস্রাধিক পাবলিক স্কুলে সেলফোন নিষিদ্ধ

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলগুলোতে সেলফোন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

কারাম চৌধুরীকে 'জীবন'র সংবর্ধনা

নিউইয়র্ক : এনওয়াইপিডির ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদোন্নতি পাওয়া কারাম চৌধুরীকে সংবর্ধনা জানিয়েছে জ্যামাইকা ইন্টারগেটেড বাংলাদেশি অফিসার্স নেটওয়ার্ক (জীবন)। গত ৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে কুইন্সের জ্যামাইকার একটি রেস্টুরেন্টে এক আড়ম্বরপূর্ণ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ডেপুটি ইন্সপেক্টর কারাম চৌধুরী এর আগে নিউইয়র্ক পুলিশের ১০৪তম প্রিসিঙ্কটের কমান্ডিং *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

হেলথ্ ইন্স্যুরেন্স/মেডিকেড
৬৫ এবং তদোর্ধ্ব বয়সের ভাই-বোনদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স, মেডিকেড এবং অন্যান্য বেনিফিটের জন্য পরামর্শ এবং সহায়তা করা হয়।
যোগাযোগ করুন–
মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার
ফোন : 718-316-0399
নিউইয়র্ক স্টেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স লাইসেন্সধারী এজেন্ট।

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $17.99
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
ফ্রি ডেলিভারী
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পুরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি পিকআপ ও ডেলিভারী
ফ্রি কনসালটেশন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড়
ফ্রি ব্লাড প্রেসার, সুগার ও ওজন চেকআপ
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462. Tel:718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-392-5635
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
Commercial and Residential Real Estate Firm

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 37rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
69 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl.)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com